البنغالية

আল-ইসলাম

আল-কুরআনুল কারীম ও নবীর সুন্নাতের আলোকে ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(বইটিতে আল-কুরআনুল কারীম ও নবীর সুন্নাতের দলিল ভিত্তিক যা রয়েছে)

গ্রন্থকার ডক্টর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ

Islamhouse.com

المحتوى الإسلامي

আল-ইসলাম

আল-কুরআনুলকারীমওনবীরসুন্নাতেরআলোকেইসলামেরসংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইসলামেরসংক্ষিপ্তপরিচয়সন্নিবেশিতএটিএমনএকগুরুত্বপূর্ণবই, যাতেইসলামেরমূলউৎসঅর্থাৎআল-কুরআনুলকারীমওনবীরসুন্নাহথেকেতারগুরুত্বপূর্ণমূলনীতি, শিক্ষাওসৌন্দর্যেরবর্ণনাদেয়াহয়েছে।বইটিস্থান-কালপাত্রভেদেসকলপরিস্থিতিওপ্রয়োজনিয়তাবিবেচনাকরেমুসলিম—অমুসলিমসকলেরপ্রতিদৃষ্টিপাতকরেতাদেরস্ব-স্বভাষায়রচনাকরাহয়।

(বইটিতেআল-কুরআনুলকারীমওনবীরসুন্নাতেরদলিলভিত্তিকযারয়েছে)

شركاء التنفيذ:

دار الإسلام   جمعية الربوة   رواد الترجمة   المحتوى الإسلامي

Telephone: +966114454900

ceo@rabwah.sa

P.O.BOX: 29465

RIYADH: 11557

www.islamhouse.com

১-

ইসলামহচ্ছেসকলমানুষেরপ্রতিআল্লাহরবার্তা।কাজেইএটিইহলোআল্লাহপ্রদত্তচিরন্তনওপূর্ববর্তীসকলরিসালাতেরপরিসমাপ্তকারীরিসালতঃ

ইসলামহচ্ছেসকলমানুষেরপ্রতিআল্লাহররিসালাহ।তিনিবলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾.

"আরআমিতোতোমাকেসমগ্রমানুষেরজন্যইসুসংবাদদাতাওসতর্ককারীরূপেপ্রেরণকরেছি; কিন্তুঅধিকাংশমানুষজানেনা।" [সাবা : ২৮]

আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾.

"বল, হেমানবসম্প্রদায়, আমিতোমাদেরসকলেরনিকটআল্লাহররাসূল।" [আল-আরাফ : ১৫৮] আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾.

"হেলোকসকল! অবশ্যইরাসূলতোমাদেররবেরকাছথেকেসত্যনিয়েএসেছেন; সুতরাংতোমরাঈমানআন,
এটাতোমাদেরজন্যকল্যাণকরহবে।আরযদিতোমরাকুফরীকরতবেআসমানসমূহওযমীনেযাআছেসবআল্লাহরইএবংআল্লাহসর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [আন-নিসা : ১৭০]

ইসলামহচ্ছেচিরস্থায়ীইলাহীবার্তাএবংএটিইআল্লাহপ্রদত্তসকলরিসালাতসমাপ্তকারী। আল্লাহতাআলাবলেনঃ

ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِن رِجالِكُم وَلٰكِن رَسولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيّينَ ۗ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمًا ﴿٤٠﴾.

মুহাম্মাদতোমাদেরকোনোপুরুষেরপিতানয়; তবেআল্লাহররাসূলওসর্বশেষনবী।আরআল্লাহসকলবিষয়েসর্বজ্ঞ। [আল-আহযাব : ৪০]

২-

ইসলামকোনোসম্প্রদায়অথবাজাতিরজন্যনির্দিষ্ট দীননয়; বরংএটিসকলমানুষেরজন্যেআল্লাহরদীনঃ

ইসলামকোনোসম্প্রদায়অথবাজাতিরজন্যনির্দিষ্টদীননয়; বরংএটিসকলমানুষেরজন্যেআল্লাহরদীন।আল-কুরআনুলআযীমেসর্বপ্রথমনির্দেশহচ্ছে, আল্লাহতা‘আলারবাণীঃ

يَآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ ﴿٢١﴾.

“হেমানুষ! তোমরাতোমাদেরসেইরবের ‘ইবাদাতকরো, যিনিতোমাদেরকেএবংতোমাদেরপূর্ববর্তীদেরকেসৃষ্টিকরেছেন, যাতেতোমরাতাকওয়ারঅধিকারীহও।” [আল-বাকারাঃ২১]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴿١﴾

“হেমানুষ! তোমরাতোমাদেরসেইরবেরতাকওয়াঅবলম্বনকর, যিনিতোমাদেরকেএকব্যক্তিথেকেসৃষ্টিকরেছেনওতারথেকেতারস্ত্রীসৃষ্টিকরেছেনএবং তাদেরদুজনথেকেবহুনর-নারীছড়িয়েদিয়েছেন।” [আন-নিসা : ১]

ইবনেওমাররাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামমক্কাবিজয়েরদিনমানুষদেরসম্বোধনকরেবলেনঃ “হেমানুষেরা! আল্লাহতা'আলাতোমাদেরহতেজাহিলিযুগেরদম্ভওঅহংকারএবংপূর্বপুরুষদেরনিয়েবড়াইকরাকেদূরকরেদিয়েছেন।সাধারণতমানুষদুইভাগেবিভক্ত।একদলমানুষনেক

কার, পরহেজগার, আল্লাহতা'আলারনিকটসম্মানিতএবংঅন্যদলপাপিষ্ঠ, দুর্ভাগাওআল্লাহতা'আলারনিকটলাঞ্চিত।সকলমানুষইআদমেরসন্তান।আরআল্লাহ তা'আলাআদমকেমাটিথেকেতৈরীকরেছেন।আল্লাহবলেনঃ

يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقناكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلناكُم شُعوبًا وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ﴿١٣﴾.

"হেলোকসকল! তোমাদেরকেআমিএকজনপুরুষওএকজননারীহতেসৃষ্টিকরেছি, তারপরবিভিন্নবংশওগোত্রেতোমাদেরকেবিভক্তকরেছি, তোমরাযাতেএকেঅন্যকেচিনতেপার।যেলোকতোমাদেরমাঝেবেশিপরহেজগারঅবশ্যসেইআল্লাহতা'আলারনিকটবেশীমর্যাদারঅধিকারী।আল্লাহতা'আলাসবকিছুসম্পর্কেজ্ঞাত, সবখবররাখেন।" [আল-হুজুরাত : ১৩] তিরিমিযী (৩২৭০)

আপনিআল-কুরআনুলআযীমওরাসূলেকারীমসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরনির্দেশাবলীতেএমনকোনোবিধানপাবেননা, যাকোনোজাতিবাগোষ্ঠীরসঙ্গেখাস,বাতাদেরবংশ, তাদেরজাতীয়তাবাতাদেরকোনজাতবিবেচনাকরে।

৩- ইসলামহচ্ছেআল্লাহপ্রদত্তসেইম্যাসেজ, যাসকলজাতিরনিকটপ্রেরিতপূর্বেরনবীওরাসূল ‘আলাইহিমুসসালাতওসালামদেরম্যাসেজেরপূর্ণতা দানকারীহিসেবেএসেছে।

ইসলামহচ্ছেআল্লাহপ্রদত্তএমনম্যাসেজ, যাসকলজাতিরনিকটপ্রেরিতপূর্বেরনবীওরাসূল ‘আলাইহিমুসসালাতওসালামদেরম্যাসেজেরপূর্ণতাদানকারীহিসেবেএসেছে।আল্লাহ তা‘আলাবলেনঃ

إِنّا أَوحَينا إِلَيكَ كَما أَوحَينا إِلىٰ نوحٍ وَالنَّبِيّينَ مِن بَعدِهِ ۚ وَأَوحَينا إِلىٰ إِبراهيمَ وَإِسماعيلَ وَإِسحاقَ وَيَعقوبَ وَالأَسباطِ وَعيسىٰ وَأَيّوبَ وَيونُسَ وَهارونَ وَسُلَيمانَ ۚ وَآتَينا داوودَ زَبورًا﴿١٦٣﴾.

“নিশ্চয়ইআমিতোমারনিকটওহীপাঠিয়েছি, যেমনওহীপাঠিয়েছিনূহওতারপরবর্তীনবীগণেরনিকটএবংআমিওহীপাঠিয়েছিইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব, তারবংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারুনওসুলায়মানেরনিকটএবংদাঊদকেপ্রদানকরেছিযাবূর।” [আন-নিসা১৬৩]

এইদীনযাআল্লাহওহীকরেছেনরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরপ্রতি; তামূলতসেইদীনযাতিনিপূর্ববর্তীনবীদেরজন্যেপ্রবর্তনকরেছেনএবংতাদেরকেতারওসিয়তকরেছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾.

“তিনিতোমাদেরজন্যবিধি-ব্যবস্থাকরেছেনসেইদীনের, যারনির্দেশদিয়েছিলেননূহকে,

আরযাআমিওহীকরেছিতোমাকেএবংযারনির্দেশদিয়েছিলামইবরাহীম, মূসাও ‘ঈসাকে, এবলেযে, তোমরাদীনকে(তাওহীদ) প্রতিষ্ঠিতকরএবংতাতেবিভেদসৃষ্টিকরনা।আপনিমুশরিকদেরকেযারপ্রতিডাকছেন তাতাদেরকাছেকঠিনমনেহয়।আল্লাহ্যাকেইচ্ছেতারদীনেরজন্যচয়নকরেনএবংযেতাঁ রঅভিমুখীহয়তাকেতিনিদীনেরদিকেহেদায়াতকরেন।” [আশ-শুরা : ১৩]

আল্লাহতা‘আলারাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরউপরওইসবওহীইনা যিলকরেছেনযামূলততারপূর্বেরআল্লাহপ্রদত্তকিতাবসমূহেরযেমনতাওরাতওইঞ্জিলে রবিকৃতহওয়ারআগেরসত্যায়নপত্র।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

﴿ وَالَّذِيٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴾ ٣١.

“আরআমিযেকিতাবআপনারপ্রতিওহীকরেছিতাসত্য, এরআগেযারয়েছেতারসত্যায়নকারী।নিশ্চয়আল্লাহতাঁরবান্দাদেরসম্পর্কেসম্যকঅ বহিত, সর্বদ্রষ্টা।” [ফাতির : ৩১]

৪- নবীগণআলাইহিমুসসালামেরদীনএক, তবেতাদেরশরীয়তভিন্নভিন্নঃ

নবীগণ ‘আলাইহিসসালামেরদীনএক, তবেতাদেরশরিয়তভিন্নভিন্ন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾.

“আরআমিতোমারপ্রতিকিতাবনাযিলকরেছিহক্কেরসথে,যাতারপূর্বেরকিতাবেরসত্যায়নকারীওসেগুলোরসংরক্ষকরূপে।সুতরাংআল্লাহযানাযিলকরেছেন, তুমিতারমাধ্যমেফয়সালাকরএবংতোমারনিকটযেসত্যএসেছে, তাত্যাগকরেতাদেরপ্রবৃত্তিরঅনুসরণকরবেনা।তোমাদেরপ্রত্যেকেরজন্যআমরানির্ধারণকরেছিশরী‘আতওস্পষ্টপন্থাএবংআল্লাহযদিচাইতেন, তবেতোমাদেরকেএকউম্মতবানাতেন।কিন্তুতিনিতোমাদেরকেযাদিয়েছেন, তাতেতোমাদেরকেপরীক্ষাকরতেচান।সুতরাংতোমরাভালকাজেপ্রতিযোগিতাকর।আল্লাহরইদিকেতোমাদেরসবারপ্রত্যাবর্তনস্থল।অতঃপরতিনিতোমাদেরকেঅবহিতকরবেন, যানিয়েতোমরামতবিরোধকরতে।” [আল-মায়িদাহ : ৪৮]

আররাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ

“আমিইমানুষেরমাঝেদুনিয়াওআখিরাতেঈসাইবনেমারয়ামেরসবচেয়েনিকটবর্তী।আরনবীগণহলেনবৈমাত্রেয়ভাইস্বরুপ।তাদেরমায়েরাবিভিন্ন, তবেতাদেরদীনএক।” বর্ণনায়বুখারী (৩৪৪৩)।

৫-

ইসলামওসেদিকেইআহ্বানকরেযেমনআহ্বানকরেছেনসকলনবীঃনুহ, ইবরাহীম, মুসা, সুলাইমান, দাউদওঈসাআলাইহিমুসসালাম।তাঁরাঈমানেরদিকেআহ্বানকরেছেনযে,একমাত্ররবহচ্ছেনআল্লাহ,তিনিইএকমাত্রসৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতাওরাজত্বেরমালিক।তিনিইসকলবিষয়পরিচালনাকরেন।তিনিদয়াশীলওমেহেরবান।

ইসলামওসেদিকেইআহ্বানকরেযেমনআহ্বানকরেছেনসকলনবীঃনুহ, ইবরাহীম, মুসা, সুলাইমান,
দাউদওঈসাআলাইহিমুসসালাম।তাঁরাঈমানেরদিকেআহ্বানকরেছেনযে,একমাত্ররবহচ্ছেনআল্লাহ,তিনিইসৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা,
মৃত্যুদাতাওরাজত্বেরমালিক।তিনিইসকলবিষয়পরিচালনাকরেন।তিনিইদয়াশীলওমেহেরবান।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِوَالْاَرْضِؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَؗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿3﴾.

“হেমানুষসকল! তোমাদেরউপরআল্লাহরনিআমতকেতোমরাস্মরণকর।আল্লাহছাড়াআরকোনোস্রষ্টাআছেকি, যেতোমাদেরকেআসমানওজমিনথেকেরিযিকদেয় ?

তিনিছাড়াকোনোসত্যমাবূদনেই।অতএবতোমারাকোথায়বিপথেচালিতহচ্ছো?” [ফাতির : ৩]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾.

“বল, ‘কেতোমাদেরকেআসমানওযমীনথেকেজীবনোপকরণসরবারহকরেনঅথবাশ্রবণও দৃষ্টিশক্তিকারকর্তৃত্বাধীন, কেজীবিতকেমৃতথেকেবেরকরেনএবংকেমৃতকেজীবিতহতেবেরকরেনএবংসববিষয়কেনিয়ন্ত্রণকরেন?’ তখনতারাঅবশ্যইবলবে, ‘আল্লাহ্’।সুতরাংবল, ‘তবুওকিতোমরাতাকওয়াঅবলম্বনকরবেনা?” [ইউনুস : ৩১]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ءَاِلٰـهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿64﴾.

“নাকিতিনিই, যিনিপ্রথমসৃষ্টিকরেন, তারপরসেটারপুনরাবৃত্তিকরবেনএবংযিনিতোমাদেরকেআসমানওজমিনহতেরিযিকদানকরেন! আল্লাহরসাথেঅন্যকোনোমাবূদআছেকি? বল, “তোমরাযদিসত্যবাদীহওতবেতোমাদেরপ্রমাণপেশকর।” [আন-নামল৬৪]

সকলনবীওরাসূলআলাইহিমুসসালামএকআল্লাহরইবাদতেরদিকেদাওয়াতসহপ্রেরিতহয়েছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿36﴾.

“আরঅবশ্যইআমিপ্রত্যেকজাতিরমধ্যেরাসূলপাঠিয়েছিলামএনির্দেশদিয়েযে, তোমরাএকমাত্রআল্লাহরইবাদাতকরএবংতাগূতকেবর্জনকর।অতঃপরতাদেরকিছুসংখ্যককেআল্লাহিদায়াতদিয়েছেন,

আরতাদেরকিছুসংখ্যকেরউপরপথভ্রান্তিসাব্যস্তহয়েছিল; কাজেইতোমরাযমীনেপরিভ্রমনকরঅতঃপরদেখেনাওমিথ্যারোপকারীদেরপরিণাম কীহয়েছে।” [আন-নাহল৩৬] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾.

“আরতোমারপূর্বেআমিএমনকোনোরাসূলপাঠাইনিযারপ্রতিএইওহীনাযিলকরিনি যে,

‘আমিছাড়াকোনোসত্যমাবূদনেই।সুতরাংতোমরাএকমাত্রআমারএবাদতকরো।” [আল-আম্বিয়া২৫] আল্লাহনূহআলাইহিসসালামসম্পর্কেসংবাদদিয়েছেনযে. তিনিবলেছেনঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٩﴾.

“হেআমারজাতি,

তোমরাএকমাত্রআল্লাহরইবাদাতকর।তিনিছাড়াতোমাদেরকোনোসত্যমাবূদনেই। নিশ্চয়ইআমিতোমাদেরওপরমহাদিনেরআযাবেরভয়করছি’।” [আল-আরাফ৫৯] আল্লাহইবরাহীমখলীল‘আলাইহিসসালামসম্পর্কেসংবাদদিয়েছেনযে, তিনিবলেছেনঃ

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّـكُمْ اِنْ كُنْـتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿16﴾.

“আরস্মরণকরইবরাহীমকে, যখনতিনিতারসম্প্রদায়কেবলেছিলেন, তোমরাএকমাত্রআল্লাহর ‘ইবাদাতকরএবংতাঁরতাকওয়াঅবলম্বনকর; তোমাদেরজন্যএটাইউত্তম।যদিতোমরাজানতে !” [আল-আনকাবুত : ১৬] আল্লাহসংবাদদিয়েছেনযে, সালিহ ‘আলাইহিসসালামবলেছেনঃ

وَإِلَىٰ ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَ لِيْمٌ ﴿٧٣﴾.

"সেবলল, 'হেআমারজাতি, তোমরাএকমাত্রআল্লাহরইবাদাতকর।তিনিছাড়াতোমাদেরকোনোসত্যমাবূদনেই। নিশ্চয়তোমাদেরনিকটতোমাদেররবেরপক্ষথেকেস্পষ্টপ্রমাণএসেছে।এটিআল্লাহরউষ্ট্রী, তোমাদেরজন্যনিদর্শনস্বরূপ।সুতরাংতোমরাতাকেছেড়েদাও, সেআল্লাহরযমীনেআহারকরুক।আরতোমরাতাকেমন্দদ্বারাস্পর্শকরোনা।তাহলে তোমাদেরকেযন্ত্রণাদায়কআযাবপাকড়াওকরবে'।" [আল-আরাফ৭৩]

আল্লাহসংবাদদিয়েছেনযে, শুআইবআলাইহিসসালামবলেছেনঃ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْۖ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَ ٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾.

"হেআমারজাতি, তোমরাএকমাত্রআল্লাহরইবাদাতকর।তিনিছাড়াতোমাদেরকোনোসত্যমাবূদনেই। তোমাদেররবেরপক্ষথেকেতোমাদেরনিকটস্পষ্টপ্রমাণএসেছে।সুতরাংতোমরাপরিমাপেওওজনেপরিপূর্ণদাওএবংমানুষকেতাদেরপণ্যেকমদেবেনা; আরতোমরাযমীনেফাসাদকরবেনাতাসংশোধনেরপর।এগুলোতোমাদেরজন্যউত্তম যদিতোমরামুমিনহও।" [আল-আরাফ৮৫]

আল্লাহযখনপ্রথমবারমুসাআলাইহিসসালামেরসঙ্গেকথাবলেন, তখনতাকেতিনিবলেনঃ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰٓ ﴿١٣﴾إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ﴿١٤﴾.

“আরআমিতোমাকেমনোনীতকরেছি, সুতরাংযাওহীরূপেপাঠানোহচ্ছেতামনোযোগদিয়েশুন। (১৩) নিশ্চয়আমিআল্লাহ, আমিছাড়াকোনোসত্যমাবূদনেই; সুতরাংআমারইবাদাতকরএবংআমারস্মরণার্থেসালাতকায়েমকর।” (১৪) [ত্বহা১৩-১৪] আল্লাহমূসা ‘আলাইহিসসালামসম্পর্কেসংবাদদিয়েছেনযে, তিনিআল্লাহরপানাহচেয়েছেনএবংবলেছেনঃ

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍۢ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٧﴾.

“আমিআমাররবওতোমাদেররবেরনিকটআশ্রয়প্রার্থনাকরছিএমনপ্রত্যেকঅহংকারীহতেযেবিচারদিনেরউপরঈমানরাখেনা।” [গাফির২৭] আল্লাহঈসাআলাইহিসসালামসম্পর্কেসংবাদদিয়েছেনযে, তিনিবলেছেনঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾

“নিশ্চয়ইআল্লাহআমাররবএবংতোমাদেররব।সুতরাংতোমরাএকমাত্রতাঁরইবাদাতকর।এটাইসরলপথ।” [আলেইমরান : 51] আল্লাহতা‘আলাঈসা ‘আলাইহিসসালামসম্পর্কেআরওসংবাদদিয়েছেনযে. তিনিবলেছেনঃ

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَ مَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍۢ ﴿٧٢﴾

“হেইসরাঈল-সন্তানগণ! তোমরাআমাররবওতোমাদেররবএকমাত্রআল্লাহরইবাদতকর।নিশ্চয়ইকেউআল্লাহরসাথেশরীককরলেআল্লাহতারজন্যজান্নাতঅবশ্যইহারামকরেদিয়েছেনএবংতারআবাসহবেজাহান্নাম।আরযালেমদেরজন্যকোনোসাহায্যকারীনেই।” [আল-মায়েদাহ৭২]

বরংখোদতাওরাতওইঞ্জিলকিতাবদ্বয়েইএকআল্লাহরইবাদতেরওপরগুরুত্বএসেছে।

যেমনউক্তকিতাবেরদ্বিতীয়তত্ত্ববিবরণঅধ্যায়েমূসাআলাইহিসসালামেরবাণীউদ্ধৃত হয়েছেঃ “হেইসরাঈল, শোন! রবইহলেনআমাদেরএকমাত্রমাবূদ, একমাত্ররব।” ইঞ্জিলমিরাক্কসএতাওহীদেরওপরগুরুত্বএসেছে, যেমনঈসাআলাইহিসসালামবলেছেনঃ (নিশ্চয়সর্বপ্রথমওসিয়তহচ্ছেঃহেইসরাঈলশোন, রবইহচ্ছেনআমাদেরএকমাত্রমাবূদ, একমাত্ররব।) আল্লাহতাআলাবর্ণনাকরেছেনযে, প্রত্যেকনবীগুরুত্বপূর্ণএইদায়িত্বসহপ্রেরিতহয়েছেন।আরসেটিহচ্ছেতাওহীদেরদিকে আহ্বান।আল্লাহতা‘আলাবলেঃ,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ٱلطَّـٰغُوتَ ۖفَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَـٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾.

“আরঅবশ্যইআমিপ্রত্যেকজাতিরমধ্যেরাসূলপাঠিয়েছিলামএনির্দেশদিয়েযে, তোমরাএকমাত্রআল্লাহরইবাদাতকরএবংতাগূতকেবর্জনকর।অতঃপরতাদেরকিছু সংখ্যককেআল্লাহিহদায়াতদিয়েছেন, আরতাদেরকিছুসংখ্যকেরউপরপথভ্রান্তিসাব্যস্তহয়েছিল।” [আন-নাহল৩৬] আল্লাহতা‘আলাআরওবলেনঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ؕ ائْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَاۤ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴿٤﴾.

“বল, ‘তোমরাদেখছোকি, তোমরাআল্লাহরপরিবর্তেযাদেরকেডাকআমাকেদেখাওতোতারাযমীনেকীসৃষ্টিকরেছেঅথবাআসমানসমূহেতাদেরকোনোঅংশীদারিত্বআছেকি? এরপূর্ববর্তীকোনোকিতাবঅথবাপরম্পরাগতকোনোজ্ঞানথাকলেতাতোমরাআমার কাছেনিয়েআসযদিতোমরাসত্যবাদীহও।” [আল-আহকাফ৪] শায়খআস-সা‘দীরাহিমাহুল্লাহবলেনঃ (অতএবজানাগেলযে, মুশরিকদেরতর্ক-বিতর্কতাদেরশিরকেরপক্ষেকোনোদলিলওপ্রমাণেরওপরনির্ভরশীলনয়।বরংতারা

কিছুমিথ্যাধারণা, অলীকমতবাদওবিকৃতমস্তিষ্কেরওপরনির্ভরকরেছে, আপনাকেতাদেরবিকৃতিওভুলেরপ্রমাণদিবেতাদেরঅবস্থারহিসেব-নিকাশ, তাদেরজ্ঞানওআমলেরঅনুসন্ধানএবংতাদেরথেকেযারাগায়রুল্লাহেরইবাদতেনিজেদেরজীবনকেনিঃশেষকরেছেতাদেরঅবস্থারপ্রতিদৃষ্টিপাতযে, আল্লাহছাড়াএইউপাস্যরাদুনিয়াওআখিরাতেতাদেরকোনোউপকারকরেছেকি?) তাইসীরুলকারীমিলমান্নান: ৭৭৯

৬-

আল্লাহসুবহানাহুওয়াতাআলাইহলেন,একমাত্রসৃষ্টিকর্তাএবংতিনিএকাইইবাদতেরহকদার।তারসঙ্গেঅন্যকারোইবাদতকরাযাবেনা।

আল্লাহসেইসত্ত্বাযিনিহকদারযে, একমাত্রতারইইবাদতকরাহোকএবংতারসঙ্গেঅন্যকারোইবাদাতকরানাহোক।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَ ٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾.

“হেমানুষজাতি! তোমরাতোমাদেরসেইরবেরএকমাত্রইবাদাতকরো,যিনিতোমাদেরকেএবংতোমাদেরপূর্ববর্তীদেরকেসৃষ্টিকরেছেন, যাতেতোমরাতাকওয়াঅবলম্বনকর। (২১) যিনিতোমাদেরজন্যযমীনকেবিছানাওআসমানকেকরেছেনছাদএবংআকাশহতেপানিঅবতীর্ণকরেতাদ্বারাতোমাদেরজীবিকারজন্যফলমূলউৎপাদনকরেছেন।কাজেইতোমরাজেনেশুনেকাউকেআল্লাহরসমকক্ষদাঁড়করিওনা।” [আল-বাকারা২১-২২]

কাজেইযিনিআমাদেরসৃষ্টিকরেছেনআমাদেরপূর্বেরপ্রজন্মকেসৃষ্টিকরেছেনএবংআমাদেরজন্যেযমীনকেকরেছেনবিছানা,
আরআমাদেরওপরবর্ষণকরেছেনআসমানথেকেপানি,
তারদ্বারাআমাদেররিযিকস্বরূপবিভিন্নফলউৎপাদনকরেছেনঅতএবতিনিএকাইইবাদতেরহকদার।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَـٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَ ٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾.

"হেমানুষসকল! তোমাদেরউপরআল্লাহরনিআমতকেতোমরাস্মরণকর।আল্লাহছাড়াআরকোনোস্রষ্টাআছেকি, যেতোমাদেরকেআসমানওজমিনথেকেরিযিকদেয় ? তিনিছাড়াকোনোসত্যমাবূদনেই।অতএবতোমারাকোথায়বিপথেচালিতহচ্ছো?" [ফাতির : ৩]

অতএবযিনিসৃষ্টিকরেনওরিযিকদানকরেনএকমাত্রতিনিইইবাদতেরহকদার।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ﴿١٠٢﴾.

"তিনিইআল্লাহতোমাদেররব।তিনিছাড়াকোনোসত্যমাবূদনেই।তিনিপ্রতিটিজিনিসেরস্রষ্টা।সুতরাংতোমরাএকমাত্রতাঁরইবাদাতকর।আরতিনিপ্রতিটিজিনিসেরউপরতত্ত্বাবধায়ক।" [আল-আনআম: ১০২]

আরআল্লাহছাড়াযেসববস্তুরইবাদতকরাহয়, তারাইবাদতেরহকদারনয়, কেননাসেআসমানওজমিনেসরিষাপরিমাণকোনোবস্তুরমালিকনয়।আরকোনোবস্তুতেসেআল্লাহরঅংশীদার, সাহায্যকারীওভাগীদারওনয়।অতএবআল্লাহরসঙ্গেকিভাবেতাকেআহ্বানকরাহয়অথবাকিভাবেতাকেআল্লাহরশরীকসাব্যস্তকরাহয়।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

قُلِ ٱدْعُواْٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ﴿٢٢﴾.

"বল, 'তোমরাআল্লাহছাড়াযাদেরকেমাবূদমনেকরেডাক; তারাআসমানসমূহেঅণুপরিমাণকিছুরওমালিকনয়,যমীনেওনয়।আরএদু'টিতেতাদেরকোনোঅংশওনেইএবংতাদেরমধ্যথেকেকেউতাঁরসহায়কওনয়।" [সাবা : ২২]

আল্লাহসুবহানাহুওয়াতাআলাইএসবমাখলুকসৃষ্টিকরেছেনএবংতাদেরকেঅস্তিত্বহীনথেকেঅস্তিত্বদানকরেছেন,যাতাঁরঅস্তিত্বেএবংতিনিতাঁরকর্মসমূহেওযাবতিয়ইবাদতে তিনিএককতাপ্রমাণবহনকরে।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَ بَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ﴿٢٠﴾.وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴿٢١﴾. ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴿٢٢﴾.وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴿٢٣﴾.نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴿٢٤﴾.وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾.لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ﴿٢٦﴾.وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَ ٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿٢٧﴾.

"আরতাঁরনিদর্শনাবলীরমধ্যেরয়েছেযে, তিনিতোমাদেরকেমাটিথেকেসৃষ্টিকরেছেন।তারপরএখনতোমরামানুষ, সর্বত্রছড়িয়েপড়ছ। (২০) আরতাঁরনিদর্শনাবলীরমধ্যেরয়েছেযে, তিনিতোমাদেরজন্যতোমাদেরথেকেইস্ত্রীদেরসৃষ্টিকরেছেন, যাতেতোমরাতাদেরকাছেপ্রশান্তিপাও।আরতিনিতোমাদেরমধ্যেভালোবাসাওদয়াসৃষ্টিকরেছেন।নিশ্চয়এরমধ্যেনিদর্শনাবলীরয়েছেসেজাতিরজন্য, যারাচিন্তাকরে। (২১)
আরতাঁরনিদর্শনাবলীরমধ্যেরয়েছেআসমানওজমিনেরসৃষ্টিএবংতোমাদেরভাষাওতোমাদেরবর্ণেরভিন্নতা।নিশ্চয়ইএরমধ্যেনিদর্শনাবলীরয়েছেজ্ঞানীদেরজন্য। (২২)

আরতাঁরনিদর্শনাবলীরমধ্যেরয়েছেরাতেতোমাদেরনিদ্রাএবংদিনেতাঁরঅনুগ্রহথেকে তোমাদের (জীবিকা)

অন্বেষণ।নিশ্চয়এরমধ্যেনিদর্শনাবলীরয়েছেসেজাতিরজন্যযারাশোনে। (২৩) আরতাঁরনিদর্শনাবলীরমধ্যেরয়েছেতিনিতোমাদেরকেভয়ওআশাস্বরূপবিদ্যুৎদেখা ন,

আরআসমানথেকেপানিবর্ষণকরেন।অতঃপরতাদ্বারাজমিনকেতারমৃত্যুরপরপুন

র্জীবিতকরেন।নিশ্চয়এরমধ্যেনিদর্শনাবলীরয়েছেসেজাতিরজন্যযারাঅনুধাবনক

রে। (২৪) আরতাঁরনিদর্শনাবলীরমধ্যেরয়েছেযে, তাঁরইআদেশেআসমানওযমীনেরস্থিতিথাকে; তারপরআল্লাহ্যখনতোমাদেরকেযমীনথেকেউঠারজন্যএকবারডাকবেনতখনইতো

মরাবেরিয়েআসবে। (২৫)

আরআসমানসমূহওযমীনেযাকিছুআছেতাতাঁরই।সবকিছুতাঁরইঅনুগত। (২৬) আরতিনি-ই, যিনিসৃষ্টিকেশুরুতেঅস্তিত্বেএনেছেন,

তারপরতিনিসেটাপুনরাবৃত্তিকরবেন; আরএটাতাঁরজন্যঅতিসহজ।” [আর-রূম২০-২৭] নামরুদতাররবেরঅস্তিত্বকেঅস্বীকারকরেছিল, তখনইবরাহীমআলাইহিসসালামতাকেবলেছিলেন, যেমনআল্লাহতারসম্পর্কেসংবাদদিয়েছেনঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ﴿٢٥٨﴾.

“ইব্রাহীমবললেন, ‘নিশ্চয়ইআল্লাহসূর্যকেপূর্বদিকথেকেউদয়করান,

তুমিসেটাকেপশ্চিমদিকথেকেউদয়করাওতো।এতেসেঅবিশ্বাসকারীহতবুদ্ধিহয়েপ

ড়েছিল।আরআল্লাহযালিমসম্প্রদায়কেহিদায়াতকরেননা।” [আল-বাকারা : ২৫৮] অনুরূপভাবেইবরাহীমআলাইহিসসালামতারজাতিররবিপক্ষেপ্রমাণপেশকরেছেনযে

,

আল্লাহইতাকেহিদায়েতদিয়েছেনএবংতিনিইতাকেখাদ্যওপানীয়দানকরেছেনআরতি

নিযখনঅসুস্থহন,

তখনআল্লাহইতাকেসুস্থকরেন।আরতিনিইতাকেমৃত্যুদিবেনওজীবিতকরবেন।তিনি বলেন, যেমনআল্লাহতারসম্পর্কেসংবাদদিয়েছেনঃ

ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ﴿٧٨﴾وَ ٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَ يَسْقِينِ﴿٧٩ ﴾وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴿٨٠ ﴾وَ ٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ﴿٨١﴾.

‘যিনিআমাকেসৃষ্টিকরেছেন, তিনিইআমাকেহেদায়াতদিয়েছেন। (৭৮) আর

‘তিনিইআমাকেখাওয়ানওপানকরান। (৭৯)

এবংরোগাক্রান্তহলেতিনিইআমাকেআরোগ্যদানকরেন। (৮০)

আরতিনিইআমারমৃত্যুঘটাবেন, তারপরআমাকেপুনর্জীবিতকরবেন।” [আশ-শুআরা : ৭৮-৮১] আল্লাহমুসাআলাইহিসসালামসম্পর্কেসংবাদদিয়েবলেনযে, তিনিফিরআউনকেএইবলেঘায়েলকরেছেনযে, তাররবএকমাত্রতিনিইঃ

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾.

“যিনিপ্রত্যেকবস্তুকেতারযোগ্যআকৃতিপ্রদানকরেছেনঅতঃপরতাকেহিদায়াতদিয়েছেন।” [ত্বহা : ৫০]

আরআল্লাহআসমানসমূহওজমিনেযাকিছুরয়েছেতারসবতিনিমানুষেরজন্যেনিয়োজিতকরেদিয়েছেনএবংতিনিতাদেরকেনি‘আমতদ্বারাবেষ্টনকরেনিয়েছেন,

যেনতারাআল্লাহরইবাদতকরেওতারসাথেকুফরীনাকরে।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَـٰهِرَةً وَ بَاطِنَةً ۗ وَ مِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ﴿٢٠﴾.

“তোমরাকিদেখনা,

নিশ্চয়আল্লাহআসমানসমূহওযমীনেযাকিছুআছেসবকিছুইতোমাদেরকল্যাণেনিয়োজিতকরেছেনএবংতোমাদেরপ্রতিতাঁরপ্রকাশ্যওঅপ্রকাশ্যঅনুগ্রহসম্পূর্ণকরেছেন? আরমানুষেরমধ্যেকেউকেউকোনোজ্ঞান,

কোনোপথনির্দেশওকোনোদীপ্তিমানকিতাবছাড়াইআল্লাহসম্বন্ধেবিতণ্ডাকরে।”

[লোকমান : ২০]

আল্লাহযেমনিভাবেআসমানসমূহওজমিনেযাকিছুরয়েছেতারসবকিছুমানুষেরকল্যাণেনিয়োজিতকরেদিয়েছেন, তেমনিভাবেমানুষযেসবউপায়-উপকরণেরমুখাপেক্ষীহয়তাকেতারসবকিছুদিয়েসৃষ্টিওতৈরিকরেছেন।যেমনকান, চোখওঅন্তর, যেনসেএমনইলমঅর্জনকরতেপারেযাতাকেউপকারকরবেএবংতারমাওলাওসৃষ্টিকর্তারপথদেখাবে।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًۭٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْأَبْصَـٰرَ وَ ٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾.

“আরআল্লাহতোমাদেরকেনির্গতকরেছেনতোমাদেরমাতৃগর্ভথেকেএমনঅবস্থায়যে, তোমরাকিছুইজানতেনাএবংতিনিতোমাদেরকেদিয়েছেনশ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তিএবংহৃদয়, যাতেতোমরাকৃতজ্ঞতাপ্রকাশকর।” [আন-নাহাল : ৭৮]

আল্লাহসুবহানাহুওয়াতালাএইজগতেরসবকিছুসৃষ্টিকরেছেনএবংমানুষযেসবঅঙ্গওশক্তিরমুখাপেক্ষীহয়তাকেতারসবকিছুদিয়েসৃষ্টিকরেছেন।অতঃপরযেসববস্তুতাকেআল্লাহরইবাদতওজমিনআবাদকরতেসাহায্যকরবে, তারসবকিছুদিয়েতাকেসাহায্যকরেছেন।অতঃপরআসমানসমূহওজমিনেযাকিছুরয়েছেতারসবকিছুতারজন্যেনিয়োজিতকরেছেন।

আল্লাহতাআলাএইমহানজগতসৃষ্টিকরারদ্বারাতিনিতাঁরযাবাতিয়কর্মসম্পাদনেএককতারদলিলপেশকরেছেন, যাতারউলুহিয়্যাতকেঅর্থাৎতারএকমাত্রউপাস্যহওয়াকেআবশ্যককরে।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَ ٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْأَبْصَـٰرَ وَ مَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾.

“বলুন, ‘কেতোমাদেরকেআসমানওযমীনথেকেজীবনোপকরণসরবারহকরেনঅথবাশ্রবণও দৃষ্টিশক্তিকারকর্তৃত্বাধীন, কেজীবিতকেমৃতথেকেবেরকরেনএবংকেমৃতকেজীবিতহতেবেরকরেনএবংকেসববিষয়নিয়ন্ত্রণকরেন?’ তখনতারাঅবশ্যইবলবে, ‘আল্লাহ্’।সুতরাংবলুন, ‘তবুওকিতোমরাতাকওয়াঅবলম্বনকরবেনা?” [ইউনুস:৩১]

আলহক্কসুবহানাহুওয়াতায়ালাআরওবলেনঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۗ اِئْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾.

“বলুন, ‘তোমরাদেখছোকি? তোমরাআল্লাহরপরিবর্তেযাদেরকেডাকআমাকেদেখাওতোতারাযমীনেকীসৃষ্টিকরেছেঅথবাআসমানসমূহেতাদেরকোনোঅংশীদারিত্বআছেকি? এরপূর্ববতীকোনোকিতাবঅথবাপরম্পরাগতকোনোজ্ঞানথাকলেতাতোমরাআমারকাছেনিয়েআসযদিতোমরাসত্যবাদীহও।” [আল-আহকাফ৪]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ بَلِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴿١١﴾.

“তিনিআসমানসমূহনির্মাণকরেছেনখুঁটিছাড়া, তোমরাএটাদেখতেপাচ্ছ; তিনিইযমীনেস্থাপনকরেছেনসুদৃঢ়পর্বতমালাযাতেএটাতোমাদেরকেনিয়েঢলেনাপড়েএবংএতেছড়িয়েদিয়েছেনসবধরনেরজীব-জন্তু।আরআমিআকাশহতেবারিবর্ষণকরিতারপরএতেউদ্গতকরিসবধরণেরকল্যাণকরউদ্ভিদ।এটাআল্লাহরসৃষ্টি! সুতরাংতিনিছাড়াঅন্যরাকিসৃষ্টিকরেছেআমাকেদেখাও।বরংযালিমরাস্পষ্টবিভ্রান্তিতেরয়েছে।” [লোকমান : ১০-১১] আলহক্কসুবহানাহুওয়াতায়ালাআরওবলেনঃ

أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَـٰلِقُونَ﴿٣٥﴾أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ﴿٣٧﴾.

"তারাকিস্রষ্টাছাড়াসৃষ্টিহয়েছে, নাতারানিজেরাইস্রষ্টা? (৩৫)

নাকিতারাআসমানসমূহওযমীনসৃষ্টিকরেছে? বরংতারাদৃঢ়বিশ্বাসকরেনা। (৩৬)

আপনাররবেরগুপ্তভাণ্ডারকিতাদেরকাছেরয়েছে, নাকিতারাএসবকিছুরনিয়ন্তা?"

[আত-তুর৩৫-৩৭] শায়খআস-সা'দীরহ. বলেনঃ

'এটিএমনবিষয়দ্বারাতাদেরবিপক্ষেদলিলপেশকরা,

যারসামনেতাদেরসত্যকেমেনেনেয়াছাড়াকিংবাবিবেকওদীনেরদাবিথেকেবেরহওয়া

ছাড়াকোনোউপায়নেই।' তাফসীরুইবনসা'দী :৮১৬।

৭- এইজগতেযাকিছুরয়েছেআমরাযাদেখিআরযাদেখিনা; তারসবকিছুরস্রষ্টাএকমাত্রআল্লাহতা‘আলা।তিনিছাড়াসবকিছুইতারসৃষ্টমাখলুক।তিনিছয়দিনেআসমানওজমিনসৃষ্টিকরেছেন।

এইজগতেযাকিছুরয়েছেআমরাযাদেখিআরযাদেখিনাতারসবকিছুরস্রষ্টাএকমাত্রআল্লাহতা‘আলা।তিনিছাড়াসবকিছুইতারসৃষ্টমাখলুক।তিনিছয়দিনেআসমানওযমীনসৃষ্টিকরেছেন।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

﴿ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ قُلِ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ لَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفۡعٗا وَلَا ضَرّٗاۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ أَمۡ هَلۡ تَسۡتَوِي ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُۗ أَمۡ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلۡقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ ﴾ [الرعد: 16]

“বলুন, ‘কেআসমানসমূহওযমীনেররব?’ বলুন, ‘আল্লাহ্।’ বলুন, ‘তবেকিতোমরাআল্লাহরপরিবর্তেঅন্যকেঅভিভাবকরূপেগ্রহণকরেছ,যারানিজেদেরলাভবাক্ষতিসাধনেসক্ষমনয়?’ বলুন,‘অন্ধওচক্ষুষ্মানকিসমানহতেপারে? নাকিঅন্ধকারওআলোসমানহতেপারে?’ তবেকিতারাআল্লাহরএমনশরীকসৃষ্টিকরেছে, যারাআল্লাহরসৃষ্টিরমতসৃষ্টিকরেছে, যেকারণেসৃষ্টিতাদেরকাছেসদৃশমনেহয়েছে? বলুন, ‘আল্লাহসকলবস্তুরস্রষ্টা; আরতিনিএক, মহাপ্রতাপশালী।” [আর-রা‘দ : ১৬] আল্লাহআরওবলেনঃ

وَ ٱلْخَيْلَ وَ ٱلْبِغَالَ وَ ٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَ زِينَةً ۚ وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾.

"আরতিনিসৃষ্টিকরেনএমনঅনেককিছু, যাতোমরাজাননা।" [আন-নাহল : ৮]

আল্লাহছয়দিনেআসমানওযমীনসৃষ্টিকরেছেন।আল্লাহবলেনঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾.

"তিনিছয়দিনেআসমানসমূহওযমীনসৃষ্টিকরেছেন; তারপরতিনি 'আরশেরউপরেহয়েছেন।তিনিজানেনযাকিছুযমীনেপ্রবেশকরেএবংযাকিছুতাথেকে বেরহয়,
আরআসমানথেকেযাকিছুঅবতীর্ণহয়এবংতাতেযাকিছুউত্থিতহয়।আরতোমরাযে খানেইথাকনাকেনইলেমেরদিকদিয়েতিনিতোমাদেরসঙ্গেআছেন,
আরতোমরাযাকিছুকরআল্লাহতারসম্যকদ্রষ্টা।" [আলহাদীদ : ৪]

আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾.

"আরঅবশ্যইআমিআসমানসমুহ,
যমীনওতাদেরঅন্তর্বর্তীসমস্তকিছুসৃষ্টিকরেছিছয়দিনে;
আরআমাকেকোনোক্লান্তিস্পর্শকরেনি।" [ক্বাফ : ৩৮]

৮-

আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতালাররাজত্বেঅথবাতাঁরসৃষ্টিতেঅথবাতাঁরপরিচালনায়অথবাতাঁরইবাদাতে কোনোশরীকনেই।

আল্লাহসুবহানাহুওয়াতা‘আলাসকলরাজত্বেরমালিক, তাঁরসৃষ্টিতেঅথবাতাঁররাজত্বেঅথবাতাঁরপরিচালনায়তাঁরকোনোঅংশীদারনেই।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۖ اِئْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾.

“বলুন, ‘তোমরাদেখছোকি? তোমরাআল্লাহরপরিবর্তেযাদেরকেডাকআমাকেদেখাওতোতারাযমীনেকীসৃষ্টিকরেছেঅথবাআসমানসমূহেতাদেরকোনোঅংশীদারিত্বআছেকি? এরপূর্ববতীকোনোকিতাবঅথবাপরম্পরাগতকোনোজ্ঞানথাকলেতাতোমরাআমার কাছেনিয়েআসযদিতোমরাসত্যবাদীহও।” [আল-আহকাফ৪]

শায়খআসসা‘দীরাহিমাহুল্লাহবলেনঃ

‘অর্থাৎযারামূর্তিওদেবতাদেরআল্লাহরসঙ্গেঅংশীসাব্যস্তকরেছেতাদেরকে (বলুন), এসবকোনোউপকার, ক্ষতি, জীবন-

মৃত্যুওপুনরুত্থানেরমালিকনয়।আপনিতাদেরকেতাদেরমূর্তিসমূহেরঅক্ষমতাএবং তারাযেকোনোইবাদতেরমালিকনয়তাপ্রকাশকরেবলুন, (তোমরাআমাকেদেখাওতোতারাযমীনেকীসৃষ্টিকরেছেঅথবাআসমানসমূহেতাদের কোনোঅংশীদারিত্বআছেকি?) তারাকিআসমানসমূহওযমীনেরকোনোঅংশসৃষ্টিকরেছে? তারাকিপাহাড়সৃষ্টিকরেছে? তারাকিনহরপ্রবাহিতকরেছে?

তারাকিযমীনেপ্রাণীদেরবিচরণকরিয়েছে? তারাকিগাছ-পালাউদ্গতকরেছে? এসবসৃষ্টিতেতাদেরকোনোসাহায্যছিলকি? না,

এটিঅন্যদেরব্যতিরেকেতাদেরস্বীকারুক্তিদ্বারাইতাদেরওপরসাব্যস্তহয়েছে।অতএব

এটিইযৌক্তিকঅকাট্যদলিলযে, আল্লাহছাড়াযাইরয়েছেতারইবাদতকরাবাতিল।’ অতঃপরতিনিবর্ণনাগতদলিলনেইউল্লেখকরেবলেনঃ {এরপূর্ববতীকোনোকিতাবনিয়েআস} যেকিতাবশিরকেরদিকেআহ্বানকরে { অথবাজ্ঞানেরকোনোনিদর্শন}

যারাসূলদেরথেকেমিরাসসূত্রেপাওয়াএবংযাশিরকেরনির্দেশদেয়।জানাকথাযে, তারাএকজনরাসূলথেকেএমনকোনোদলিলপেশকরতেপারবেনা,

যাশিরকেরনির্দেশদেয়।বরংআমরানিশ্চিতওদৃঢ়বিশ্বাসীযে,সকলরাসূলতাদেররবের তাওহীদেরদিকেআহ্বানকরেছেনএবংতারাতাঁরসঙ্গেশিরককরাথেকেনিষেধকরেছেন

।বস্তুততাদেরথেকেযাপাওয়াযায়এটিইসবচেয়েবড়ইলেম।) তাফসীরুইবনেসা‘দী :

৭৭৯।আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতালাহচ্ছেনরাজত্বেরমালিক,

তাঁররাজত্বেতাঁরকোনোশরীকনেই।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴿٢٦﴾.

“বলুন, ‘হেআল্লাহ, রাজত্বেরমালিক, আপনিযাকেচানরাজত্বদানকরেন,

আরযারথেকেচানরাজত্বকেড়েনেনএবংআপনিযাকেচানসম্মানদানকরেন।আরযা কেচানঅপমানিতকরেন,

আপনারহাতেইকল্যাণ।নিশ্চয়আপনিসবকিছুরউপরক্ষমতাবান।” [আলুইমরান : ২৬]

আল্লাহতা‘আলাকিয়ামতেরদিনপরিপূর্ণরাজত্বএকমাত্রতাঁরজন্যেস্পষ্টকরেবলেনঃ

يَوْمَ هُم بَٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ﴿١٦﴾.

“যেদিনতারা (লোকসকল) প্রকাশিতহবেসেদিনআল্লাহরকাছেতাদেরকিছুইগোপনথাকবেনা।আজরাজত্বকর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই, যিনিএক, প্রবলপ্রতাপশালী।” [গাফির১৬] আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতালাররাজত্বেঅথবাসৃষ্টিতেঅথবাতারপরিচালনায়অথবাতা রকোনোইবাদতেকোনোশরীকনেই।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُن لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴿١١١﴾.

“বলুন, ‘প্রশংসাআল্লাহরইযিনিকোনোসন্তানগ্রহণকরেননি, তাঁরসার্বভৌমত্বেকোনোঅংশীদারনেইএবংতাঁরসৃষ্টিরমধ্যথেকেসহযোগিতারজন্য কোনঅভিভাবকেরপ্রয়োজননেই।আরআপনিসসম্ভ্রমেতাঁরমাহাত্ম্যঘোষণাকরুন।” [আল-ইসরা : ১১১] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴿٢﴾.

“যিনিআসমানসমূহওযমীনেরসার্বভৌমত্বেরঅধিকারী; তিনিকোনোসন্তানগ্রহণকরেননি; সার্বভৌমত্বেতাঁরকোনোশরীকনেই।তিনিসবকিছুসৃষ্টিকরেছেনঅতঃপরতানির্ধারণ করেছেনযথাযথঅনুপাতে।” [আল-ফুরকান : ২] তিনিইমালিকআরতিনিছাড়াসবাইতারমালিকানাধীন।তিনিইস্রষ্টাআরতিনিছাড়া সবাইতারসৃষ্ট-মাখলুকআরতিনিসবকিছুপরিকল্পনাওপরিচালনাকরেন।বস্তুতযিনিএমনগুণাবলি রমালিকতারইবাদতকরাইওয়াজিব;আরঅন্যেরইবাদতকরাহচ্ছেবিবেকেরত্রুটিএ বংদুনিয়াওআখিরাতবিনষ্টকারীশিরক।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ قَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا ۖ وَ مَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴿١٣٥﴾.

“আরতারাবলে, ‘তোমরাইয়াহূদীকিংবানাসারাহয়েযাও, হিদায়াতপেয়েযাবে’।বলুন, ‘বরংআমরাইবরাহীমেরমিল্লাতেরঅনুসরণকরি, যেহকেরক্ষেত্রেএকনিষ্ঠছিলএবংযেমুশরিকদেরঅন্তর্ভুক্তছিলনা।” [আল-বাকারাহ : ১৩৫] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেছেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَ ٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًاۗ وَ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا﴿١٢٥﴾.

“তারচেয়েদীনেআরকেউত্তম;যেসৎকর্মপরায়ণহয়েআল্লাহরনিকটআত্মসমর্পণকরেএবংহকেরক্ষেত্রেএকনিষ্ঠভাবেইবরাহীমেরমিল্লাতকেঅনুসরণকরে? আরআল্লাহতোইবরাহীমকেঅন্তরঙ্গবন্ধুরূপেগ্রহণকরেছেন।” [আন-নিসা : ১২৫] আরআল-হক (আল্লাহ) সুবহানাহুস্পষ্টকরেছেন, যেইবরাহীমখলীলআলাইহিসসালামেরমিল্লাতব্যতীরেকেঅনুসরণকরলসেনিজেকে নিবোর্ধবানাল।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَـٰهُ فِى ٱلدُّنْيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ﴿١٣٠﴾.

“আরযেনিজেকেনির্বোধকরেছেসেছাড়াইব্রাহীমএরমিল্লাতহতেআরকেবিমুখহবে ! দুনিয়াতেতাকেআমিমনোনীতকরেছি; আরআখেরাতেওতিনিঅবশ্যইসৎকর্মশীলদেরঅন্যতম।” [আল-বাকারাহ : ১৩০]

৯-আল্লাহসুবহানাহুকাউকেজন্মদেননিএবংতাকেও জন্মদেয়াহয়নি।আরতাঁরকোনোসমকক্ষওসাদৃশ্য নেই।

আল্লাহসুবহানাহুকাউকেজন্মদেননিএবংতাকেওজন্মদেয়াহয়নি।আরতাঁরকোনো সমকক্ষওসাদৃশ্যনেই।আল-হকসুবহানাহুওয়াতায়ালাবলেনঃ

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (1) ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ (2) لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ (3) وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ(4)

“বলুন, ‘তিনিআল্লাহ,এক-অদ্বিতীয় (১) আল্লাহঅমুখাপেক্ষী। (২) তিনিকাউকেওজন্মদেননিএবংতাঁকেওজন্মদেয়াহয়নি (৩), এবংতাঁরসমতুল্যকেউইনেই।(৪)” [আল-ইখলাস১-৪] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلۡأَرۡضِ وَ مَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَ ٱصۡطَبِرۡلِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴿٦٥﴾.

“তিনিআসমানসমূহ, যমীনওতাদেরঅন্তর্বর্তীযাকিছুআছে, সেসবেররব।কাজেইএকমাত্রতাঁরইবাদাতকরএবংতাঁরইবাদাতেইধৈর্যশীলথাক।তুমিকিতাঁরসমনামগুণসম্পন্নকাউকেওজান?” [মারয়াম : ৬৫] মহানআল্লাহবলেনঃ

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجًا وَ مِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ أَزۡوَٰجًاۖ يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴿١١﴾

“তিনিআসমানসমূহওযমীনেরসৃষ্টিকর্তা, তিনিতোমাদেরমধ্যথেকেতোমাদেরজোড়াসৃষ্টিকরেছেনএবংগৃহপালিতজন্তুরমধ্যথেকেসৃষ্টিকরেছেনজোড়া।এভাবেতিনিতোমাদেরবংশবিস্তারকরেন; কোনোকিছুইতাঁরসদৃশনয়, তিনিসর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [আশ-শূরা : ১১]

১০-

আল্লাহসুবনাহুওয়াতায়ালাকোনোবস্তুতেঅনুপ্রবেশকরেননাএবংতারসৃষ্টকোনোজিনিসেরতিনিশরীরগ্রহণকরেননাঃ

আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতাআলাকোনোজিনিসেঅনুপ্রবেশকরেননাএবংতারমাখলুকহতেকোনোজিনিসেরতিনিশরীরগ্রহণকরেননা।আরতিনিকোনোজিনিসেরসঙ্গেএকাকারওহননা।এটিএকারণেযে, আল্লাহইহলেনস্রষ্টা,
আরতিনিছাড়াযাআছেসবইমাখলুক।তিনিচিরস্থায়ী,
আরতিনিছাড়াযাকিছুআছেসবইধ্বংসশীল।প্রত্যেকবস্তুতেইতাররাজত্বএবংতিনিতারমালিক।অতএবআল্লাহতাঁরমাখলুকেরকোনোকিছুতেইঅনুপ্রবেশকরেননাএবংতারমাখলুকেরকোনোবস্তুতারপবিত্রসত্বায়অনুপ্রবেশকরেনা।আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতাআলাসববস্তুহতেবড়এবংসবকিছুহতেমহান।যেধারণাকরেযে,
আল্লাহতা'আলাঈসামাসীরভেতরঅনুপ্রবেশকরেছেতাকেপ্রত্যাখ্যানকরেআল্লাহতাআলাবলেনঃ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُۥ وَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾.

"অবশ্যইতারাকুফরীকরেছেযারাবলে 'নিশ্চয়মারইয়ামপুত্রঈসা-
মাসীহইআল্লাহ'।বলুন,
যদিআল্লাহধ্বংসকরতেচানমারইয়ামপুত্রমাসীহকেওতারমাকেএবংযমীনেযারাআছেতাদেরসকলকে;'তাহলেকেআল্লাহরবিপক্ষেকোনোকিছুরক্ষমতারাখে?
আরআসমানসমূহ, যমীনওতাদেরমধ্যবর্তীযারয়েছে,

তাররাজত্বআল্লাহরজন্যই।তিনিযাইচ্ছাতাসৃষ্টিকরেনএবংআল্লাহসবকিছুরউপরক্ষমতাবান।” [আল-মায়েদাহ : ১৭] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَ ٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴿١١٥﴾ وَ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾.

“আরপূর্বওপশ্চিমআল্লাহরইসুতরাংযেদিকেইতোমরামুখফিরাওনাকেন, সেদিকইআল্লাহরকিবলা।নিশ্চয়ইআল্লাহপ্রশস্থদয়াবান,সর্বজ্ঞ। (১১৫) আরতারাবলে, ‘আল্লাহসন্তানগ্রহণকরেছেন’।তিনি (তাথেকে) অতিপবিত্র।বরংআসমানওযমীনেযাকিছুআছেসবইআল্লাহর।সবকিছুতাঁরইএকান্ত অনুগত। (১১৬) তিনিআসমানসমূহওযমীনেরঅনস্তিত্বথেকেঅস্তিত্বেআনায়নকী।আরযখনতিনিকোনোবিষয়েরসিদ্ধান্তনেনেন, তখনকেবলবলেন ‘হও’ ফলেতাহয়েযায়।” (১১৭) [আল-বাকারাহ১১৫-১১৭] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا﴿٨٨﴾ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا﴿٨٩﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَ تَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا﴿٩١﴾ وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا﴿٩٣﴾ لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴿٩٤﴾ وَ كُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾.

“আরতারাবলে,‘দয়াময়সন্তানগ্রহণকরেছেন। (৮৮) তোমরাতোএমনএকবড়জঘন্যবিষয়েরঅবতারণাকরছ; (৮৯) যাতেআসমানসমূহবিদীর্ণহয়েযাবারউপক্রমহয়, আরযমীনখণ্ড-বিখণ্ডওপর্বতমণ্ডলীচূর্ণবিচূর্ণহয়েআপতিতহবে। (৯০) এজন্যযে, তারাপরমদয়াময়েরপ্রতিসন্তানআরোপকরে। (৯১) অথচসন্তানগ্রহণকরাপরমকরুণাময়েরজন্যশোভনীয়নয়।” (৯২) আসমানওযমীনেএমনকেউনেই,যেবান্দাহিসেবেপরমকরুণাময়েরকাছেহাযিরহবে

না। (৯৩) তিনিতাদেরসংখ্যাজানেনএবংতিনিতাদেরকেবিশেষভাবেগুণেরেখেছেন। (৯৪) আরকিয়ামতেরদিনতাদেরসবাইতাঁরকাছেআসবেএকাকিঅবস্থায়। (৯৫)” [মারয়াম৮৮-৯৫] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَىُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوۡمٌۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُ ۥۤ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهِۦۤ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُ ۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِىُّ ٱلۡعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾.

“আল্লাহ্, তিনিছাড়াকোনোসত্যমাবূদনেই।তিনিচিরঞ্জীব, সর্বসত্তাররক্ষণা-বেক্ষণকারী।তাঁকেতন্দ্রাওস্পর্শকরতেপারেনা, নিদ্রাওনয়।আসমানসমূহেযারয়েছেওযমীনেযারয়েছেসবইতাঁর।কেসে , যেতাঁরঅনুমতিব্যতীততাঁরকাছেসুপারিশকরবে? তাদেরসামনেওপেছনেযাকিছুআছেতাতিনিজানেন।আরযাতিনিইচ্ছেকরেনতাছাড়া তাঁরজ্ঞানেরকোনোকিছুকেইতারাপরিবেষ্টনকরতেপারেনা।তাঁর ‘কুরসী’ আসমানসমূহওযমীনকেপরিব্যাপ্তকরেআছে; আরএদুটোররক্ষণাবেক্ষণতাঁরজন্যবোঝাহয়না।আরতিনিসুউচ্চসুমহান।” [আল-বাকারাহ : ২৫৫]

অতএব,যারএইঅবস্থাএবংযারসৃষ্টিরএইঅবস্থাতিনিকিভাবেতাদেরকারোমাঝেপ্রবেশকরবেন? অথবাতাদেরকাউকেসন্তানহিসেবেগ্রহণকরবেন? অথবাতাদেরকাউকেতাঁরসঙ্গেমাবূদনির্ধারণকরবেন?

১১-

আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতা‘আলানিজবান্দাদেরপ্রতিদয়াশীলওমেহেরবান।আরএইজন্যেতিনিরাসূলদেরপাঠিয়েছেনওকিতাবসমূহনাযিলকরেছেন।

আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতা‘আলাস্বীয়বান্দাদেরপ্রতিদয়াশীলওমেহেরবান।আরতাঁর রহমতেরবহিঃপ্রকাশহচ্ছেযে, তিনিবান্দাদেরপ্রতিরাসূলপাঠিয়েছেনওকিতাবনাযিলকরেছেন, যেনতিনিতাদেরকেকুফরওশিরকেরঅন্ধকারথেকেতাওহীদওহিদায়েতেরনূরেরদিকেবেরকরেনিয়েআসেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴿٩﴾.

“তিনিইতাঁরবান্দারপ্রতিসুস্পষ্টআয়াতনাযিলকরেন, তোমাদেরকেঅন্ধকারহতেআলোতেআনারজন্য।আরনিশ্চয়ইআল্লাহতোমাদেরপ্রতি করুণাময়, পরমদয়ালু।” [আল-হাদীদ৯] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾.

“আরআমিতোআপনাকেসৃষ্টিকুলেরজন্যশুধুরহমতরূপেইপাঠিয়েছি।” [আল-আম্বিয়া : ১০৭] আল্লাহতাঁরনবীকেনির্দেশদিয়েছেনযে, তিনিযেনবান্দাদেরজানিয়েদেনযে, কেবলআল্লাহহলেনক্ষমাশীলওমহানদয়ালু।তিনিবলেনঃ

۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴿٤٩﴾.

“আমারবান্দাদেরকেজানিয়েদিনযে, নিশ্চয়আমিইপরমক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।”
[আল-হিজর : ৪৯]

আল্লাহরঅনুগ্রহওদয়ারবহিঃপ্রকাশহচ্ছেতিনিমুসিবতদূরকরেনএবংতাঁরবান্দাদের ওপরকল্যাণবর্ষণকরেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ إِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَ إِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾.

“আরযদিআল্লাহেতামাকেকোনোক্ষতিরস্পর্শকরান, তবেতিনিছাড়াতামোচনকারীআরকেউনেই।আরযদিআল্লাহ্আপনারমঙ্গলচান, তবেতাঁরঅনুগ্রহপ্রতিহতকরারকেউনেই।তাঁরবান্দাদেরমধ্যেযাকেইচ্ছেতারকাছেসে টাপৌঁছান।আরতিনিপরমক্ষমাশীল,অতিদয়ালু।” [ইউনুস : ১০৭]

১২-

আল্লাহইহলেনএকমাত্রদয়াশীলরব।কিয়ামদেরদিনযখনসকলমাখলুককেতাদেরকবরথেকেউত্থিতকরবেনতখনতিনিএকাইতাদেরসবারহিসাবগ্রহণকরবেন।অতঃপরপ্রত্যেকব্যক্তিকেভালোঅথবামন্দযাআমলকরেছেতারপ্রতিদানদিবেন।যেমুমিনঅবস্থায়নেকআমলসমূহআঞ্জামদিয়েছেতারজন্যেরয়েছেস্থায়ীনিআমত,আরযেকুফরিকরেছেওখারাপআমলকরেছেআখিরাতেতারজন্যেরয়েছেভয়াবহআযাব।

আল্লাহইহলেনএকমাত্রদয়াশীলরব।কিয়ামতেরদিনযখনসকলমাখলুককেতাদের কবরথেকেউত্থিতকরবেনতখনতিনিএকাইতাদেরসবারহিসাবগ্রহণকরবেন।অতঃ পরপ্রত্যেকব্যক্তিকেভালোঅথবামন্দযাইকরেছেতারপ্রতিদানদিবেন।যেমুমিনঅব স্থায়নেকআমলসমূহআঞ্জামদিয়েছেতারজন্যেরয়েছেস্থায়ীনিআমত; আরযেকুফরিকরেছেওখারাপআমলকরেছেকিয়ামতেরদিনতারজন্যেরয়েছেমহান আজাব।মাখলুকেরসঙ্গেআল্লাহরপরিপূর্ণইনসাফ, হিকমতওরহমতেরবহিঃপ্রকাশহচ্ছেতিনিএইদুনিয়াকেকর্মক্ষেত্রবানিয়েছেন; আরদ্বিতীয়আরেকটিজগততৈরিকরেছেনযেখানেবিনিময়,

হিসাবওসাওয়াবপ্রদানকরাহবে, যেননেক-
কারব্যক্তিতারনেকীরসাওয়াবহাসিলকরেআরবদ-কার,
জালিমওবিদ্রোহীব্যক্তিতারজুলমওবিদ্রোহেরশাস্তিভোগকরে।আরএইবিষয়টিকেঅ
নেকমানুষেরঅন্তরঅসম্ভবমনেকরতেপারেবিধায়,কিয়ামতসত্যএবংতাতেকোনোস
ন্দেহনেইতারওপরআল্লাহঅনেকদলিলস্থাপনকরেছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ مِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلۡأَرۡضَ خَـٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَ رَبَتۡۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡىِ ٱلۡمَوۡتَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾.

“আরতাঁরএকটিনিদর্শনএইযে, আপনিভূমিকেদেখতেপানশুষ্কওঊষর,
অতঃপরযখনআমিতাতেপানিবর্ষণকরিতখনতাআন্দোলিতওস্ফীতহয়।নিশ্চয়যি
নিযমীনকেজীবিতকরেনতিনিঅবশ্যইমৃতদেরজীবনদানকারী।নিশ্চযিইতিনিসব
কিছুরউপরক্ষমতাবান।” [ফুসসিলাত :৩৯] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِى رَيۡبٍ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٍ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَيۡرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَ نُقِرُّ فِى ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلًا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَ مِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَ مِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٍ شَيۡـًٔاۚ وَ تَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَ رَبَتۡ وَ أَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجٍۭ بَهِيجٍ ﴿٥﴾.

“হেমানুষ! যদিতোমরাপুনরুত্থানেরব্যাপারেসন্দেহেথাকতবেনিশ্চয়ইজেনেরেখো,
আমিতোমাদেরকেমাটিথেকেসৃষ্টিকরেছি, তারপরশুক্রথেকে,
তারপররক্তপিন্ডথেকে,তারপরপূর্ণাকৃতিবিশিষ্টঅথবাঅপূর্ণাকৃতিবিশিষ্টগোশ্তথেকে
।তোমাদেরনিকটবিষয়টিসুস্পষ্টরূপেবর্ণনাকরারনিমিত্তে।আরআমিযাইচ্ছাকরিতা
একটিনির্দিষ্টকালপর্যন্তমাতৃগর্ভেঅবস্থিতরাখি।অতঃপরআমিতোমাদেরকেশিশুরূ
পেবেরকরি,
পরেযাতেতোমরাযৌবনেউপনীতহও।তোমাদেরমধ্যেকারোকারোমৃত্যুদেয়াহয়এব
য়সেই, আবারকাউকেকাউকেফিরিয়েনেয়াহয়হীনতমবয়সে,
যাতেসেজ্ঞানলাভেরপরওকিছুনাজানে।তুমিযমীনকেদেখতেপাওশুষ্কাবস্থায়,

অতঃপরযখনইআমিতাতেপানিবর্ষণকরি,

তখনতাআন্দোলিতওস্ফীতহয়এবংউদগতকরেসকলপ্রকারসুদৃশ্যউদ্ভিদ।” [আল-হাজ্জ : ৫] আল-হক্কআল্লাহতা‘আলাএইআয়াতেপুনরুত্থানপ্রমাণকারীতিনটিবুদ্ধিবৃত্তিকদলিলউল্লেখ করেছেন।আরতাহচ্ছেঃ

১- আল্লাহতা‘আলাপ্রথমবারমানবজাতিকেমাটিথেকেসৃষ্টিকরেছেন।আরযিনিতাকেমাটিথেকেসৃষ্টিকরেছেন,যখনসেআবারমাটিহয়েযাবেতখনপুনরায়তাকেজীবিতকরতেসক্ষম।

২- নিশ্চয়যিনিবীর্যথেকেমানুষসৃষ্টিকরেছেনতিনিঅবশ্যইমানুষকেতারমৃত্যুরপরপুনরায়জীবনেফিরিয়েআনতেসক্ষম।

৩- নিশ্চয়যিনিযমীনমরেযাওয়ারপরবৃষ্টিরদ্বারাতাকেজীবিতকরেছেন; তিনিঅবশ্যইমানুষদেরমৃত্যুরপরপুনরায়তাদেরকেজীবিতকরতেসক্ষম।অতএবএই আয়াতেকুরআনমু‘জিজহওয়ারবড়দলিলরয়েছেযে, আয়াতটিকীচমৎকারভাবে—অথচতাবড়ওনয়—একটিমহানমাসআলারওপরতিনটিচমৎকারযুক্তিযুক্তদলিলউপস্থাপনহয়েছে।

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلۡكُتُبِۚ كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥۚ وَعۡدًا عَلَيۡنَآۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾.

“সেদিনআমিআসমানসমূহকেগুটিয়েফেলব, যেভাবেগুটানোহয়লিখিতদফতর; যেভাবেআমিপ্রথমসৃষ্টিরসুচনাকরেছিলাম,সেভাবেপুনরায়সৃষ্টিকরব;

এটাআমারকৃতপ্রতিশ্রুতি, আরআমিতাপালনকরবই।” [আল-আম্বিয়া : ১০৪] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ ﴿۷۸﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۹﴾.

“আরসেআমারসম্বন্ধেউপমারচনাকরে, অথচসেনিজেরসৃষ্টিরকথাভুলেযায়।সেবলে, 'কেহাড্ডিতেপ্রাণসঞ্চারকরবেযখনতাপচেগলেযাবে?' (৭৮) “বলুন, 'তাতেপ্রাণসঞ্চারকরবেনতিনিই,যিনিতাপ্রথমবারসৃষ্টিকরেছেনএবংতিনিপ্রত্যেকটি সৃষ্টিসম্বন্ধেসম্যকপরিজ্ঞাত।” [ইয়াসীন : 79] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

ءَ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿۲۷﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿۲۸﴾ وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿۲۹﴾ وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿۳۰﴾.اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰىهَا ﴿۳۰﴾ وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿۳۲﴾.

“তোমাদেরকেসৃষ্টিকরাকঠিন, নাআসমানসৃষ্টি? তিনিইতানির্মাণকরেছেন। [২৭] তিনিইএরছাদকেসুউচ্চকরেছেনওসুবিন্যস্তকরেছেন। [২৮] এবংতিনিএররাতকেঢেকেদিয়েছেনএবংপ্রকাশকরেছেনতারদিনকে। (২৯) আরযমীনকেএরপরবিস্তৃতকরেছেন। [৩০] তিনিতাথেকেবেরকরেছেনতারপানিওতৃণভূমি। [৩১] আরপর্বতমালাকেতিনিদৃঢ়ভাবেপ্রতিষ্ঠিতকরেছেন। [৩২]” [আন-নাজিআত২৭-৩২] আল্লাহস্পষ্টকরলেনযে, আসমান, যমীনওতাদেরমধ্যবর্তীসবকিছুসৃষ্টিকরারচেয়েমানুষসৃষ্টিকরাবেশীকঠিননয়।কাজেইযিনিআসমানওযমীনসৃষ্টিতেসক্ষমতিনিদ্বিতীয়বারমানুষসৃষ্টিতেঅক্ষমনন।

১৩-

আল্লাহসুবহানাহুওয়া‘আতালাআদমকেমাটিহতে

সৃষ্টিকরেছেনএবংতারপরবর্তীতেতারসন্তানদেরবর্ধনশীলকরেছেন।অতএবসকলমানুষতাদেরমূলেরবিবেচনায়সমান।আরতাকওয়াছাড়াএকসম্প্রদায়েরওপরঅপরসম্প্রদায়েরএবংএকজাতিরওপরঅপরজাতিরকোনোশ্রেষ্টত্বনেই।

আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতা‘আলাআদমকেমাটিহতেসৃষ্টিকরেছেনএবংতারপরবর্তীতেতারসন্তানদেরবর্ধনশীলকরেছেন।অতএবসকলমানুষতাদেরমূলেরবিবেচনায়সমানআরতাকওয়াছাড়াএকসম্প্রদায়েরওপরঅপরসম্প্রদায়েরএবংএকজাতিরওপরঅপরজাতিরকোনোশ্রেষ্টত্বনেই।আল্লাহতা‘আলাবলেছেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَىٰ وَ جَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴿١٣﴾.

“হেমানুষ! আমিতোমাদেরকেসৃষ্টিকরেছিএকপুরুষওএকনারীহতে; আরতোমাদেরকেবিভক্তকরেছিবিভিন্নজাতিওগোত্রে, যাতেতোমারাএকেঅন্যেরসাথেপরিচিতহতেপার।তোমাদেরমধ্যেআল্লাহরকাছেসেব্যাক্তিইবেশীমর্যাদাসম্পন্নযেতোমাদেরমধ্যেবেশীতাকওয়াসম্পন্ন।নিশ্চয়আল্লাহসর্বজ্ঞ, সম্যকঅবহিত।” [আল-হুজুরাত :১৩] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَٰجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴿١١﴾.

“আরআল্লাহতোমাদেরকেসৃষ্টিকরেছেনমাটিথেকেতারপরশুক্রবিন্দুথেকেতারপরতোমাদেরকেনর-

নারীহিসেবেসৃষ্টিকরেছেনএবংনারীতারগর্ভেযাধারণকরেআরযাপ্রসবকরেতাআল্লাহরজ্ঞাতসারেইহয়।আরকোনোবয়স্কব্যক্তিরবয়সবাড়ানোহয়নাকিংবাকমানোহয়নাকিন্তুতাতোরয়েছেলাওহেমাহফূজে; নিশ্চেইতাআল্লাহরজন্যসহজ।" [ফাতির : ১১] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾.

"তিনিইতোমাদেরকেসৃষ্টিকরেছেনমাটিথেকে, পরেশুক্রবিন্দুথেকে, তারপররক্তপিন্ডথেকে, তারপরতিনিতোমাদেরকেবেরকরেছেনশিশুরূপে, তারপরযেনতোমরাউপনীতহওতোমাদেরযৌবনে, তারপরযেনতোমরাহয়েযাওবৃদ্ধ।আরতোমাদেরমধ্যেকারোমৃত্যুঘটেএরআগেই,যাতেতোমরানির্ধারিতসময়েপৌঁছেযাও।আরযেনতোমরাবুঝতেপার।" [গাফির : ৬৭]

আল্লাহতা'আলাস্পষ্টকরেবলেছেনযে,তিনিঈসামাসীহকেতাঁরসৃষ্টিগতআদেশেসৃষ্টিকরেছেন,যেমনমাটিথেকেআদমকেসৃষ্টিগতআদেশেসৃষ্টিকরেছেন।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾.

"নিশ্চয়আল্লাহরনিকটঈসারদৃষ্টান্তআদমেরমত, তিনিতাকেমাটিদ্বারাসৃষ্টিকরেছেন।অতঃপরতাকেবললেন, 'হও', ফলেসেহয়েগেল।" [আলেইমরান :59] পূর্বে (২) নংঅনুচ্ছেদেউল্লেখকরেছিযে, নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামস্পষ্টকরেছেনমানুষেরাসবাইসমান।তাকওয়াছাড়াএকজনেরওপরঅপরজনেরকোনোশ্রেষ্ঠত্বনেই।

১৪-সকলনবজাতকইসলামপ্রকৃতিরওপরজন্মগ্রহণকরে।

সকলনবজাতকইসলামীপ্রকৃতিরওপরজন্মগ্রহণকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَ لَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾.

“অতএবআপনিএকনিষ্ঠহয়েদীনেরজন্যনিজকেপ্রতিষ্ঠিতরাখুন।আল্লাহরপ্রকৃতি, যেপ্রকৃতিরউপরতিনিমানুষসৃষ্টিকরেছেন।আল্লাহরসৃষ্টিরকোনোপরিবর্তননেই।এটা ইসরলসঠিকদীন; কিন্তুঅধিকাংশমানুষজানেনা।” [আর-রূম : ৩০]

আলহানীফিয়্যাহহলো,একনিষ্ঠদীনইবরাহীমখলীলআলাইহিসসালামেরদীন।আল্লাহ তা‘আলাবলেনঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴿١٢٣﴾.

“তারপরআমিআপনারপ্রতিওহীকরলামযে, ‘আপনিএকনিষ্ঠভাবেইবরাহীমেরদীনেরঅনুসরণকরুন;তিনিমুশরিকদেরঅন্তর্ভুক্ত ছিলেননা।” [আন-নাহল : ১২৩] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “প্রত্যেকসন্তানইফিতরতেরউপরভূমিষ্ঠহয়েথাকে।তারপরতারমাতাপিতাতাকেইয়াহুদীবানিয়েদেয়অথবানাসারাবানিয়েদেয়কিংবাঅগ্নিউপাসকবানিয়েদেয়।যেভাবে পশুপূর্ণাঙ্গপশুইপ্রসবকরে, তাতেতোমরাকোনকানকর্তিতদেখতেপাওকি?” অতঃপরআবুহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহুবলেনঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَ لَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾.

“আল্লাহরপ্রকৃতি(ইসলাম),
যেপ্রকৃতিরউপরতিনিমানুষসৃষ্টিকরেছেন।আল্লাহরসৃষ্টিরকোনোপরিবর্তননেই।এটা ইসরলসঠিকদীন; কিন্তুঅধিকাংশমানুষজানেনা।” [আর-রুম : ৩০]

সহীহুলবুখারী৪৭৭৫।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “মনেরাখো, তোমরাযাজাননাতাশিক্ষাদিতেআমাররবআমাকেনির্দেশদিয়েছেন।আজকেরএইদিনেতিনিআমাকেশিক্ষাদিয়েছেনযে,
যেসবসম্পদআমিকোনোবান্দাকেদিয়েছিতাহালাল।আমিআমারসববান্দাকেনিরেট মুসলিমহিসেবেসৃষ্টিকরেছি।আরশয়তানতাদেরকাছেএসেতাদেরকেতাদেরদীনথেকে বিচ্যুতকরেছেএবংআমিতাদেরজন্যযাহালালকরেছিতাসেতাদেরওপরহারামকরেছে এবংসেতাদেরকেনির্দেশদিয়েছেযেনতারাআমারসাথেএমনকিছুকেশরীককরে,যার ব্যাপারেআমিকোনোদলীলনাযিলকরিনি।” হাদীসটিমুসলিমবর্ণনাকরেছেন, হাদীসনং২৮৬৫।

১৫-

কোনোমানুষঅপরাধীহয়েকিংবাঅপরেরঅপরাধেরউত্তরাধিকারহয়েজন্মগ্রহণকরেনাঃ

কোনোমানুষঅপরাধীহয়েকিংবাঅপরেরঅপরাধেরউত্তরাধিকারহয়েজন্মগ্রহণকরেনা।আল্লাহতা‘আলাআমাদেরসংবাদদিয়েছেনযে, আদমআলাইহিসসালামযখনআল্লাহরহুকুমঅমান্যকরে, তিনিওতাঁরস্ত্রীহাওয়া ‘আলাইহিমুসসালামগাছথেকেভক্ষণকরলেন।তারপরতিনিলজ্জিতহলেনওতাওবাহকরলেনএবংআল্লাহরনিকটক্ষমাচাইলেন।ফলেআল্লাহতাকেকিছুপবিত্রবাক্যবলারইলহাম (প্রত্যাদেশ) করলেন।তিনিতাবললেন, ফলেআল্লাহতাদেরতাওবাকবুলকরেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَ زَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَ قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَ لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾.

“আরআমিবললাম, ‘হেআদম, তুমিওতোমারস্ত্রীজান্নাতেবসবাসকরএবংতাথেকেআহারকরস্বাচ্ছন্দ্যে,তোমাদেরইচ্ছানুযায়ীএবংএইগাছটিরনিকটবর্তীহয়োনা, তাহলেতোমরাযালিমদেরঅন্তর্ভুক্তহয়েযাবে। (৩৫) অবশেষেশয়তানদুজনকেইজান্নাতথেকেপদস্খলিতকরলএবংতারাযাতেছিলতাথেকেতাদেরকেবেরকরেদিল, আরআমিবললাম, ‘তোমরানেমেযাও।তোমরাএকেঅপরেরশত্রু।আরতোমাদেরজন্যযমীনেরয়েছেনির্দিষ্টসময়পর্যন্তআবাসওভোগ-উপকরণ’। (৩৬)

“অতঃপরআদমতাররবেরপক্ষথেকেকিছুবাণীপেল,

ফলেআল্লাহতারতাওবাকবূলকরেতাঁকেক্ষমাকরলেন।নিশ্চয়তিনিতাওবাকবূলকারী, অতিদয়ালু। (৩৭) আমিবললাম,

‘তোমরাসকলেএখানথেকেনেমেযাও।অতঃপরযখনআমারপক্ষথেকেতোমাদেরনিকটকোনোহিদায়াতআসবেতখনযারাআমারহিদায়াতঅনুসরণকরবে,

তাদেরকোনোভয়নেইএবংতারাচিন্তিতওহবেনা।”(38) [আল-বাকারাহ : ৩৫-৩৮]

যেহেতুআল্লাহতা‘আলাআদমআলাইহিসসালামেরতাওবাকবুলকরেছেন,

তাইতিনিপাপবহনকারীহিসেবেগণ্যহবেননা।ফলেতারসন্তানগণওপাপেরওয়ারিসহবেনা,

যাতাওবারফলেদূরীভূতহয়েগেছে।মূলনীতিহচ্ছেকোনোব্যক্তিঅপরেরবোঝাবহনকরবেনা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾.

“আরপ্রতিটিব্যক্তিযাঅর্জনকরে,তাশুধুতারইউপরবর্তায়,আরকোনোভারবহনকারীঅন্যেরভারবহনকরবেনা।অতঃপরতোমাদেররবেরনিকটইতোমাদেরপ্রত্যাবর্তনস্থল।সুতরাংতিনিতোমাদেরকেসেইসংবাদদেবেন,

যাতেতোমরামতবিরোধকরতে।” [আল-আনআম ; ১৬৪]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾.

“যেসৎপথঅবলম্বনকরবেসেতোনিজেরইমঙ্গলেরজন্যসৎপথঅবলম্বনকরেএবংযেপথভ্রষ্টহবেসেতোপথভ্রষ্টহবেনিজেরইধ্বংসেরজন্য।আরকোনোবহনকারীঅন্যকারোভারবহনকরবেনা।আরআমিরাসুলনাপাঠানোপর্যন্তশাস্তিপ্রদানকারীনই।” [আল-ইসরা:১৫] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾.

“আরকোনোবোঝাবহনকারীঅন্যেরবোঝাবহনকরবেনাএবংকোনোভারাক্রান্তব্যক্তিযদিতারবোঝাবহনেরজন্যকাউকেডাকেতবেতারবোঝারকোনোঅংশইবহনকরাহবেনাযদিওসেআত্মীয়হয়;
তুমিকেবলতাদেরকেইসতর্ককরবে,যারাতাদেররবকেনাদেখেওভয়করেএবংসালাতকায়েমকরে;
আরযেব্যক্তিপরিশুদ্ধিঅর্জনকরেসেনিজেরজন্যইপরিশুদ্ধিঅর্জনকরে।আরআল্লাহরকাছেইপ্রত্যাবর্তন।” [ফাতির : ১৮]

১৬-

মানুষসৃষ্টিরউদ্দেশ্যহচ্ছেআল্লাহরতাওহীদপ্রতিষ্ঠাকরাঃ

আরমানুষসৃষ্টিরউদ্দেশ্যহচ্ছেআল্লাহরতাওহীদপ্রতিষ্ঠাকরা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَ ٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾.

“আরআমিসৃষ্টিকরেছিজিনএবংমানুষকেএজন্যেযে,তারাকেবলআমারইইবাদাতপ্রতিষ্ঠাকরবে।” [আয-যারিয়াত : ৫৬]

১৭-

ইসলামনারীওপুরুষনির্বিশেষেসকলমানুষকেসম্মানিতকরেছে,

আরতারপূর্ণঅধিকারওপ্রাপ্যেরজিম্মাদারীগ্রহণক রেছেএবংতাকেতারসকলইচ্ছা, আমলওকর্মসম্পর্কেদায়িত্বশীলবানিয়েছে।আরযে আমলতারনিজেরঅথবাঅপরেরক্ষতিরকারণহবে তারদায়ভারতারওপরচাপিয়েছে।

ইসলাম -নর-
নারীসবমানুষকেসম্মানিতকরেছে।আল্লাহতা'আলামানুষকেসৃষ্টিকরেছেনযেনতারা (একেঅপরের) প্রতিনিধিহয়।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾.

“আরস্মরণকরুন, যখনআপনাররবফেরেশতাদেরবললেন 'নিশ্চয়আমিযমীনেখলীফাসৃষ্টিকরছি।” [আল-বাকারা :৩০]

এইসম্মানপ্রদানসকলআদমসন্তানকেঅন্তর্ভুক্তকরে।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

۞ وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَ حَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَ ٱلْبَحْرِ وَ رَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَ فَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴿٧٠﴾.

“আরঅবশ্যইআমিআদম-সন্তানকেমর্যাদাদানকরেছি; স্থলেওসাগরেতাদেরচলাচলেরবাহনদিয়েছিএবংতাদেরকেউত্তমরিযকদানকরেছিআ রআমরাযাদেরকেসৃষ্টিকরেছিতাদেরঅনেকেরউপরতাদেরশ্রেষ্ঠত্বদিয়েছি।” [আল-ইসরা :৭০] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾.

“অবশ্যইআমিসৃষ্টিকরেছিমানুষকেসুন্দরতমগঠনে।” [আত-তীন :৪]
আল্লাহমানুষকেনিষেধকরেছেনযেনসেতারনফসকেআল্লাহছাড়াকোনোউপাস্যঅথবাঅনুসরণীয়কোনোব্যক্তিঅথবাঅনুকরণীয়সত্বারলাঞ্ছিতআনুগত্যকারীনাবানায়।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ مِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَ لَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَ رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾.

“আরমানুষেরমধ্যেএমনওআছেযারাআল্লাহছাড়াঅন্যকেআল্লাহরসমকক্ষরূপেগ্রহণকরে, তারাতাদেরকেভালবাসেআল্লাহরভালবাসারমতই;
পক্ষান্তরেযারাঈমানএনেছেতারাআল্লাহেকসর্বাধিকভালবাসে।আরযারাযুলুমকরেছেযদিতারাআযাবদেখতেপেত,(তবেতারানিশ্চিতহতযে,)
সমস্তশক্তিআল্লাহরই।আরনিশ্চয়আল্লাহশাস্তিদানেকঠোর।যখন, অনুসৃত ,
তারাঅনুসারীদেরথেকেআলাদাহয়েযাবেএবংতারাআযাবদেখতেপাবে।আরতাদের
মুক্তিরসবউপায়-উপকরণছিন্নহয়েযাবে।” [আল-বাকারা : ১৬৫-১৬৬]
আল্লাহতা‘আলাকিয়ামতেরদিনঅন্যায়ভাবেঅনুসারীওঅনুসরণীয়ব্যক্তিরঅবস্থাবর্ণনাকরেবলেনঃ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَ ٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَ نَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَ أَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَ جَعَلْنَا ٱلْأَغْلَـٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾.

“যারাঅহঙ্কারীছিলতারা, তাদেরকেবলবে, যাদেরকেদুর্বলকরেরাখাহয়েছিল,
তোমাদেরকাছেহিদায়াতআসারপরআমরাকিতোমাদেরকেতাথেকেবাধাদিয়েছিলাম? বরংতোমরাইছিলেঅপরাধী। (৩২) আরযাদেরকেদুর্বলকরেরাখাহয়েছিলতারা,
যারাঅহংকারকরেছিলতাদেরকেবলবে,
'প্রকৃতপক্ষেতোমরাইতোদিনরাতচক্রান্তেলিপ্তছিলে,

যখনতোমরাআমাদেরকেনির্দেশদিয়েছিলেযেনআমরাআল্লাহরসাথেকুফরীকরিএবং তাঁরজন্যসমকক্ষ (শির্ক) স্থাপনকরি।' আরযখনতারাশাস্তিদেখতেপাবে, তখনতারাঅনুতাপগোপনরাখবেএবংযারাকুফরীকরেছেআমিতাদেরগলায়শৃঙ্খলপরাব।তারাযাকরততাদেরকেকেবলতারইপ্রতিফলদেয়াহবে।" (৩৩) [সাবা : ৩২-৩৩] আল্লাহতাআলারপরিপূর্ণইনসাফেরঅংশহচ্ছে, কিয়ামতেরদিনতিনি (পাপেরদিকে) আহ্বানকারীওগোমরাহকারীইমামদেরওপরতাদেরনিজেদেরপাপওযাদেরকেতারাবিনাইলমেপথভ্রষ্টকরেছেতাদেরপাপবহনকরাবেন।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

لِيَحۡمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيۡرِ عِلۡمٍۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾.

"ফলেকিয়ামতেরদিনতারাবহনকরবেতাদেরপাপেরবোঝাপূর্ণমাত্রায়এবংতাদেরওপাপেরবোঝা,যাদেরকেতারাঅজ্ঞতাবশতবিভ্রান্তকরেছে।দেখুন, তারাযাবহনকরবেতাকতনিকৃষ্ট !" [আন-নাহল : ২৫] ইসলামদুনিয়াওআখিরাতেমানুষেরসকলহকেরজিম্মাদার; আরসবচেয়েবড়হকযারজিম্মাদারিইসলামগ্রহণকরেছেওযামানুষদেরজন্যেবর্ণনাকরেছেতাহচ্ছেমানুষেরওপরআল্লাহরহকওআল্লাহরওপরমানুষেরহক।মু'আযইবনুজাবালরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন, আমিএকবারনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরসঙ্গীছিলাম।তিনিআমাকেডাকলেন, "হেমুআয! আমিবললাম, লাব্বায়কাওয়াসাদায়কা।তারপরতিনবারঅনুরূপডাকলেন। "তুমিকিজানোযে, বান্দাদেরউপরআল্লাহরহককি? আমিবললাম, না।তিনিবললেন, বান্দাদেরওপরআল্লাহরহকহলোতারাএকমাত্রতাঁরইবাদতকরবে,তাঁরসঙ্গেকোনোকিছুকেশরীককরবেনা।অতঃপরকিছুক্ষণচললেনতারপরবললেন, হেমু'আয! আমিজবাবেবাললাম, লাব্বায়কাওয়াসাদায়কা।তিনিবললেন, তুমিকিজানোযে, বান্দারাযখনতাআঞ্জামদিবেতখনআল্লাহরউপরবান্দাদেরহককিহবে? তাহলএইযে,

তিনিতাদেরআযাবদিবেননা।” [সহীহুলবুখারী: ৬৮৪০]
ইসলামমানুষেরজন্যেসত্যদীন, তারসন্তানাদি,
তারসম্পদওতারসম্মানেরজিম্মাদারীনিয়েছে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ “নিশ্চয়আল্লাহতা‘আলাতোমাদেররক্ত, তোমাদেরসম্পদ, তোমাদেরইজ্জত-আব্রুতোমাদেরএইমাসেওএইশহরেএইদিনেরসম্মানেরন্যায়হারাম (সম্মানিত) করেদিয়েছেন।” [সহীহুলবুখারী৬৫০১]
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামমহানএইঅঙ্গিকারটিবিদায়হজেঘোষণাকরেছেন,
যেখানেএকলাখেরবেশীসাহাবীউপস্থিতছিলেন।একইহজেরকুরবানীরদিনএমর্মকেই কয়েকবারউচ্চারণকরেছেনওতারওপরগুরুত্বারোপকরেছেন।ইসলামমানুষকেতার সকলইচ্ছা, কর্মওকর্তৃত্বেরজিম্মাদারকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ كُلَّ إِنسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ طَـٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَ نُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَـٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ ٱقْرَأْ كِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴿١٤﴾.

“আরপ্রত্যেকমানুষেরঅর্জিতআমলকেআমিতারসাথেদৃঢ়ভাবেলাগিয়েদিয়েছিএবংকিয়ামতেরদিনআমিতারজন্যবেরকরবএককিতাব,যাসেপাবেউন্মুক্ত।পাঠকর তোমারকিতাব।আজতুমিনিজেইতোমারহিসাব-নিকাশকারীহিসেবেযথেষ্টহবে।”
[আল-ইসরা : ১৩]
অর্থাৎসেভালোঅথবামন্দযাআমলকরেছেআল্লাহসেটিকেতারসঙ্গেলেপটেদিবেন, যাতাকেছাড়াঅপরেরদিকেযাবেনা।অতএবঅপরেরকর্মেরকারণেতাকেএবংতারকর্মেরকারণেঅপরকেজিজ্ঞাসাবাদকরাহবেনা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَـٰقِيهِ ﴿٦﴾.

“হেমানুষ! তুমিতোমাররবেরকাছেপৌঁছাপর্যন্তকঠোরপরিশ্রমকরবে, অতঃপরতুমিবদলানেয়ারউদ্দেশ্যেতাঁরসাক্ষাতলাভকরবে।” [আল-ইনশিকাক: ৬] আল্লাহতায়ালাআরওবলেনঃ

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَ مَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾.

“যেসৎকাজকরেসেতারনিজেরকল্যাণেরজন্যইতাকরেএবংকেউমন্দকাজকরলে তারপ্রতিফলসে-

ইভোগকরবে।আরআপনাররবতাঁরবান্দাদেরপ্রতিমোটেইযুলুমকারীনন।” [ফুসসিলাত : ৪৬] মানুষেরযেকোনোআমলখোদতাকেঅথবাঅপরকেক্ষতিগ্রস্তকরবেইসলামতারদয় ভারতারওপরচাপায়।আল্লাহতা‘আলালেন,

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿١١١﴾.

“আরযেপাপকামাইকরবে, বস্তুত, সেতোনিজেরবিরুদ্ধেইতাকামাইকরবে।আরআল্লাহসর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [আন-নিসা : ১১১] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾.

“একারণেইবনীইসরাঈলেরউপরএবিধানদিলামযে, যেব্যক্তিকোনব্যক্তিকেহত্যাকরেঅন্যপ্রাণেরবিনিময়ব্যতীতবাযমীনেধ্বংসাত্মককা জকরারকারণছাড়া,তবেসেযেনসকলমানুষকেইহত্যাকরল,

আরকেউকারোপ্রাণরক্ষাকরলেসেযেনসকলমানুষেরপ্রাণরক্ষাকরল।” [আল-মায়েদাহ : ৩২] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “যেকোনোপ্রাণকেঅন্যায়ভাবেহত্যাকরাহবে,

তারপাপেরএকটাঅংশআদমেরপ্রথমসন্তান (কাবীল) এরউপরবর্তাবে।কেননা, সেহত্যাররীতিচালুকারীপ্রথমব্যক্তিছিল।” সহীহমুসলিম (৫১৫০)

১৮- ইসলামআমল, জবাবদিহিতা, বিনিময়ওসাওয়াবেরক্ষেত্রেনারীওপুরুষউভয়কে সমানকরেছে।

ইসলামআমল, জবাবদিহিতা, বিনিময়ওসাওয়াবেরক্ষেত্রেনারীওপুরুষউভয়কেসমানকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ مَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴿١٢٤﴾.

“আরপুরুষকিংবানারীরমধ্যথেকেযেমু’মিনঅবস্থায়নেককাজকরবে, তারাজান্নাতেপ্রবেশকরবেএবংতাদেরপ্রতিসামান্যখেজুরবীচিরকণাপরিমাণওযুলুম করাহবেনা।” [আন-নিসা : ১২৪] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةًۖ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾.

“মুমিনহয়েপুরুষওনারীরমধ্যেযেকেউসৎকাজকরবে, অবশ্যইআমিতাকেপবিত্রজীবনদানকরব।আরঅবশ্যইআমিতাদেরকেতারাযাকরত তারতুলনায়শ্রেষ্ঠপ্রতিদানদেব।” [আন-নাহাল৯৭] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَاۖ وَ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴿٤٠﴾.

“কেউমন্দকাজকরলেসেশুধুতারকাজেরঅনুরূপশাস্তিইপ্রাপ্তহবে।আরযেপুরুষ কিংবানারীমুমিনহয়েসৎকাজকরবেতবেতারাপ্রবেশকরবেজান্নাতে, সেখানেতাদেরকেদেয়াহবেঅগণিতরিযিক।” [গাফির: ৪০] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ٣٥﴾ [الأحزاب: 35]

"নিশ্চয়মুসলিমপুরুষওমুসলিমনারী, মুমিনপুরুষওমুমিননারী, অনুগতপুরুষওঅনুগতনারী, সত্যবাদীপুরুষওসত্যবাদীনারী, ধৈর্যশীলপুরুষওধৈর্যশীলনারী, বিনীতপুরুষওবিনীতনারী, দানশীলপুরুষওদানশীলনারী, সওমপালনকারীপুরুষওসওমপালনকারীনারী, যৌনাঙ্গহিফাজতকারীপুরুষওযৌনাঙ্গহিফাজতকারীনারী, আল্লাহেকঅধিকস্মরণকারীপুরুষওআল্লাহেকঅধিকস্মরণকারীনারী, তাদেরজন্যআল্লাহরেখেছেনক্ষমাওমহাপ্রতিদান।" [আল-আহযাব : ৩৫]

১৯- ইসলামনারীদেরসম্মানিতকরেছেএবংনারীদেরকে পুরুষদেরভ্রাতৃপ্রতিমগন্যকরেএবংপুরুষেরওপর নারীরভরণ-পোষণআবশ্যককরেদিয়েছে,যদিসেতারসক্ষমতা রাখে।অতএবমেয়েরভরণ-পোষণতারবাবারওপর; মায়েরভরণ-পোষণতারসন্তানেরওপরওয়াজিব, যদিতারাসাবালগওসক্ষমহয়এবংস্ত্রীরভরণ-পোষণতারস্বামীরওপর।

ইসলামনারীদেরকেপুরুষদেরঅংশীদারহিসেবেগণ্যকরেছে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ "নিশ্চয়স্ত্রীলোকেরাপুরুষদেরইঅংশ।" তিরমিযী : ১১৩।ইসলামেরনারীদেরকেসম্মানিতকরারএকটিনমুনাহচ্ছেইসলামসন্তানেরওপর তারমায়েরভরণ-পোষণওয়াজিবকরেছে, যদিসেসক্ষমহয়।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ "দানশীলেরহাতউঁচুআরতুমিযারভরণ-পোষণগ্রহণকরেছোতারথেকেশুরুকরঃতোমারমাতা, তোমারপিতা, তোমারবোন, তোমারভাইঅতঃপরতোমারঘনিষ্টজনওঘনিষ্টজন।" ইমামআহমাদএটিবর্ণনাকরেছেন।পিতা-

মাতারমর্যাদারবর্ণনা২৯নংঅনুচ্ছেদেশীঘ্রইআসবে।ইনশাআল্লাহা।ইসলামকর্তৃকনারীদেরসম্মানিতকরারঅন্তর্ভুক্তহলো,ইসলামস্বামীসামর্থবানহলেতারউপরস্ত্রীরভরণপোষণবাধ্যকরেছে।আল্লাহতায়ালাবলেনঃ

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴿٧﴾.

“বিত্তবাননিজসামর্থ্যঅনুযায়ীব্যয়করবেএবংযারজীবনোপকরণসীমিত, সেআল্লাহযাদানকরেছেনতাথেকেব্যয়করবে।আল্লাহযাকেযেসামর্থ্যদিয়েছেনতারচেয়েগুরুতরবোঝাতিনিতারউপরচাপাননা।অবশ্যইআল্লাহকষ্টেরপরদেবেনস্বস্তি।” [আত-তালাক : ৭]

জনৈকব্যক্তিরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেজিজ্ঞেসকরল, স্বামীরওপরস্ত্রীরহককী? তিনিবললেন, “তুমিযখনখাবেতোমারস্ত্রীকেওখাওয়াবে, তুমিযখনপরিধানকরবেতখনতাকেওপরিধানকরাবেআরচেহারায়মারবেনাএবং তাকেখারাপবলবেনা।”

ইমামআহমাদএটিবর্ণনাকরেছেন।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামস্বামীদেরওপরনারীদেরকতকহকবর্ণনাপ্রসঙ্গেবলেনঃ

“আরতোমাদেরওপরনারীদেরজন্যেরয়েছেসুন্দরভাবেরিযকওপোশাকেরদায়িত্ব।”

সহীহমুসলিম।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামআরওবলেনঃ

“ব্যক্তিরপাপহিসেবেএটিইযথেষ্টযাকেসেখাওয়ায়সেতাকেনষ্টকরে”

ইমামআহমাদএটিবর্ণনাকরেছেন।খাত্তাবীরহ. বলেনঃ

(রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরবাণী : "منيقوت" (যেখায়) দ্বারাউদ্দেশ্যএমনব্যক্তিযারখাবারেরদায়িত্বতারওপরআবশ্যক।অর্থাৎযেনতিনিসদকাকারীকেবলেছেন,

তোমারপরিবারেরখাবারেরঅতিরিক্তনাহলেসাওয়াবেরআশায়সদকাকরবেনা।কেননাযখনতাদেরকেঅবহেলাকরবেতখনএটিইপাপহিসেবেপরিগণিতহবে।)

ইসলামেনারীদেরকেসম্মানিতকরারঅন্তর্ভুক্তহলো,ইসলামমেয়েরভরণপোষণতার পিতারওপরওয়াজিবকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

۞ وَ ٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَ عَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَ إِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾.

“আরজননীগণতাদেরসন্তানদেরকেপূর্ণদু’বছরস্তন্যপানকরাবে, এটাতারজন্য, যেস্তন্যপানকালপূর্ণকরতেচায়।পিতারকর্তব্যযথাবিধিতাদের (মাতাদের) ভরণ-পোষণকরা।” [আল-বাকারাহ : ২৩৩]অতএব, আল্লাহবর্ণনাকরেছেনযে, জন্মদাতাপিতারওপরযথাযথভাবেতারসন্তানেরখাবারওপোষাকেরদায়িত্বরয়েছে। আল্লাহতা‘আলারআরওবাণীঃ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَ لَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَ إِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَ أْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَ إِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾.

“অতঃপরযদিতারাতোমাদেরসন্তানদেরকেস্তন্যদানকরেতবেতাদেরকেপারিশ্রমিকদেবে।” [আত-তালাক : ৬]

অতএবআল্লাহসন্তানেরদুগ্ধপানেরপারিশ্রমিকপিতারওপরওয়াজিবকরেছেন।এটিপ্রমাণকরেযে, সন্তানেরখরচতারপিতারওপর।আরসন্তানছেলে-মেয়েউভয়কেশামিলকরে।আরনিম্নেরহাদীসপ্রমাণকরেযে, স্ত্রীওতারসন্তানেরভরণ-পোষণপিতারওপরওয়াজিব।আয়িশারাদিয়াল্লাহুআনহাথেকেবর্ণিত, হিন্দনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেবললেন, আবুসুফিয়ানখুবকৃপণলোক, আমিতারসম্পদথেকেনিতেবাধ্যহই।তিনিবললেনঃ

“তোমারওতোমারসন্তানেরজন্যেযতটুকুপ্রয়োজনতানিয়মমাফিকনাও।”

এটিবুখারীবর্ণনাকরেছেন।নবীকারীমমেয়েওবোনদেরওপরখরচকরারফজিলতবর্ণনাকরেছেন।যেমনরাসূল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ
“যেব্যক্তিদু’জনঅথবাতিনজনমেয়েরঅথবাদু’জনঅথবাতিনজনবোনেরভরণ-পোষণগ্রহণকরলতাদেরবিবাহঅথবামৃত্যুরফলেপৃথকহওয়ারআগপর্যন্তঅথবাএমন অবস্থায়সেতাদেরথেকেমারাগেল, তাহলেআমিওসেএরূপহবো,
তখনতিনিতর্জনীওমধ্যমাআঙ্গুলদ্বারাইশারাকরলেন।” সিলসিলাতুসসাহীহা : ২৯৬।

২০- মৃত্যুমানেস্থায়ীভাবেনিঃশেষহওয়ানয়; বরংতাহলোকর্মেরজগতথেকেকর্ম-ফলেরজগতেপ্রত্যাপর্ণকরামাত্র। মৃত্যুশরীরওরূহ উভয়কেঅন্তর্ভুক্তকরে। রূহেরমৃত্যুমানেশরীরথেকেতারবিচ্ছিন্নহওয়া, অতঃপরকিয়ামতেরদিনপুনরুত্থানশেষেতারকাছেফিরেআসবে। মৃত্যুরপররূহঅন্যকোনোশরীরে স্থানান্তরিতহয়নাএবংঅন্যকোনোশরীরেররূপওগ্রহণকরেনা।

মৃত্যুমানেস্থায়ীভাবেনিঃশেষহওয়ানয়। আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾.

"বলুন, তোমাদেরকেমৃত্যুদেবেমৃত্যুরফেরেশতাযাকেতোমাদেরজন্যনিয়োগকরাহয়েছে। তারপরতোমাদেররবেরনিকটতোমাদেরকেফিরিয়েআনাহবে।" [আস-সাজদাহ : ১১]

মৃত্যুশরীরওরূহউভয়কেঅন্তর্ভুক্তকরে। রূহেরমৃত্যুমানেশরীরথেকেতারবিচ্ছিন্নহওয়াঅতঃপরকিয়ামতেরদিনপুনরুত্থানশেষেতারকাছেফিরেআসবে। আল্লাহতা'আলা বলেনঃ

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ ٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾.

“আল্লাহ্‌ইজীবসমূহেরপ্রাণহরণকরেনতাদেরমৃত্যুরসময়এবংযাদেরমৃত্যুআসেনি তাদেরপ্রাণওনিদ্রারসময়।তারপরতিনিযারজন্যমৃত্যুরসিদ্ধান্তকরেনতারপ্রাণতিনি রেখেদেনএবংঅন্যগুলোফিরিয়েদেন,

একনির্দিষ্টসময়েরজন্য।নিশ্চয়এতেনিদর্শনরয়েছেএমনসম্প্রদায়েরজন্য,

যারাচিন্তাকরে।” [আয-যুমার : ৪২]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ

“নিশ্চয়ইরূহকেযখনকবজকরাহয়তখনদৃষ্টিতারপিছুনেয়।” [মুসলিম: ৯২০]

আররূহমৃত্যুরপরকর্মেরজগতথেকেকর্ম-

ফলেরজগতেপ্রত্যাপর্ণকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَ عَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾.

“তাঁরইকছেতোমাদেরসকলেরফিরেযাওয়া;

আল্লাহরপ্রতিশ্রুতিসত্য।সৃষ্টিকেতিনিইপ্রথমঅস্তিত্বেআনেন,

তারপরসেটারপুনরাবৃত্তিঘটাবেনযারাঈমানএনেছেএবংসৎকাজকরেছেতাদেরকেই নসাফপূর্ণপ্রতিফলপ্রদানেরজন্য।আরযারাকুফরীকরেছেতাদেরজন্যরয়েছেঅত্যন্তগ রমপানীয়ওঅতীবকষ্টদায়কশাস্তি; কারণতারাকুফরীকরত।” [ইউনুস : ৪]

রূহমৃত্যুরপরঅন্যকোনোশরীরেস্থানান্তরিতহয়নাএবংকোনোরূপওগ্রহণকরেনা। কেননাস্থানান্তরিতহওয়ারদাবিবিবেকওইন্দ্রিয়কোনোটিইসমর্থনকরেনা।তাছাড়ান বীগণআলাইহিমুসসালামথেকেওএমনকোনোবর্ণনাপাওয়াযায়না,

যাএইআকিদাকেসমর্থনকরে।

২১-

ইসলামঈমানেরবড়বড়রুকনেরমাধ্যমেঈমানের দিকেআহ্বানকরে,

আরসেগুলোহচ্ছেআল্লাহরপ্রতিঈমান,তারফেরেশ্তাদেরপ্রতিঈমান,

আসমানীকিতাবসমূহেরপ্রতিঈমান,

যেমনবিকৃতহওয়ারপূর্বেরতাওরাত,

ইঞ্জিলওযাবূরেরপ্রতিএবংকুরআনেরপ্রতিঈমান।আরসকলনবীওরাসূলআলাইহিমুসসালামেরওপর ঈমানআনাএবংতাদেরসর্বশেষনবীরপ্রতিঈমান

আনা।আরতিনিহলেননবীওরাসূলগণেরসর্বশেষ

আল্লাহররাসূলমুহাম্মাদ।আরআখিরাতেরপ্রতিঈ

মানআনা।আমরাজানিযে,

দুনিয়ারজীবনইযদিসর্বশেষওচূড়ান্তজীবনহত,

তাহলেএইজীবনওঅস্তিত্বনিরেটঅর্থহীনহত।আর ওঈমানআনাতাকদীরেরভালোমন্দেরওপর।

ইসলামঈমানেরবড়বড়রুকনেরমাধ্যমেঈমানেরদিকেআহ্বানকরে, যারদিকেসকলনবীওরাসূলআলাইহিমুসসালামআহ্বানকরেছেন।আরতাহচ্ছেঃ

প্রথমঃআল্লাহরপ্রতিঈমানআনাএভাবেযে, তিনিএইজগতেররব, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতাওপরিচালনাকারী।আরএকমাত্রতিনিইইবাদতেরউপযুক্ত, তিনিছাড়াসবকিছুরইবাদতবাতিল।তিনিছাড়াসকলমাবুদবাতিল।কাজেইতিনিছাড়াকারোজন্যেইইবাদতপ্রযোজ্যনয়এবংতিনিছাড়াকারোজন্যেইইবাদতবিশুদ্ধনয়।এইমাসআলারদলিল৮নংঅনুচ্ছেদেআলোচনাকরাহয়েছে।

আল্লাহতা‘আলাআল-কুরআনুলকারীমেরঅনেকজায়গায়বিভিন্নআয়াতেএসবগুরুত্বপূর্ণরুকনউল্লেখকরেছেন।যেমনআল্লাহতা‘আলারবাণীঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَ مَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَ كُتُبِهِۦ وَ رُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴿٢٨٥﴾.

“রাসূলতাররবেরপক্ষথেকেযাতারকাছেনাযিলকরাহয়েছেতারউপরঈমানএনেছেনএবংমুমিনগণও।প্রত্যেকেইঈমানএনেছেআল্লাহরউপর, তাঁরফেরেশ্তাসমূহ, তাঁরকিতাবসমূহএবংতাঁররাসূলগণেরউপর।আমরাতাঁররাসূলগণেরকারওমধ্যেতারতম্যকরিনা।আরতারাবলে: আমরাশুনেছিওমেনেনিয়েছি।হেআমাদেররব! আপনারক্ষমাপ্রার্থনাকরিএবংআপনারদিকেইপ্রত্যাবর্তনস্থল।” [আলবাকারাহ : ২৮৫] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَ ٱلْمَغْرِبِ وَ لَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَ ٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَ ٱلْكِتَـٰبِ وَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَ ءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ وَ ٱلْمَسَـٰكِينَ وَ ٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَ ٱلسَّآئِلِينَ وَ فِى ٱلرِّقَابِ وَ أَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَ ءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَ ٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ۖ وَ ٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَ ٱلضَّرَّآءِ وَ حِينَ ٱلْبَأْسِۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ۖ وَ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾.

"ভালোকাজশুধুএটানয়যে, তোমরাতোমাদেরচেহারাপূর্বওপশ্চিমদিকেফিরাবে; বরংমৌলিকভালোকাজহলযেঈমানআনেআল্লাহ, শেষদিবস, ফেরেশ্তাগণ, কিতাবওনবীগণেরপ্রতিএবংযেসম্পদপ্রদানকরেতারপ্রতিআসক্তিসত্ত্বেওনিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফিরওঅভাবেপ্রার্থনাকারীকেএবংবন্দিমুক্তিতেএবংযেসালাতকায়েমকরে, যাকাতদেয়এবংযারাঅঙ্গীকারকরেতাপূর্ণকরে, যারাধৈর্যধারণকরেকষ্টওদুর্দশায়ওযুদ্ধেরসময়ে।তারাইসত্যবাদীএবংতারাইমুত্তাকী।" [আল-বাকারাহ : ১৭৭]

আল্লাহতা'আলাএইরুকনসমূহেরপ্রতিঈমানআনায়নকরতেআহ্বানকরেছেন।আরতিনিবর্ণনাকরেছেনযে, যেব্যক্তিএগুলোকেঅস্বীকারকরলসেঘোরবিভ্রান্তিতেবিভ্রান্তহল।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَ رَسُولِهِۦ وَ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَ مَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَ مَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَ كُتُبِهِۦ وَ رُسُلِهِۦ وَ ٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾.

"হেমুমিনগণ, তোমরাঈমানআনয়নকরোআল্লাহরপ্রতি, তাঁররাসূলেরপ্রতিএবংসেকিতাবেরপ্রতিযাতিনিতাঁররাসূলেরউপরনাযিলকরেছেন এবংসেকিতাবেরপ্রতিযাতিনিপূর্বেনাযিলকরেছেন।আরযেআল্লাহ, তাঁরফেরেশ্তামন্ডলী, তাঁরকিতাবসমূহ, তাঁররাসূলগণএবংশেষদিনকেঅস্বীকারকরবে, সেঘোরবিভ্রান্তিতেবিভ্রান্তহবে।" [আন-নিসা : ১৩৬] উমারইবনুলখাত্তাবরাদিয়াল্লাহু 'আনহুবর্ণিতহাদীসেএসেছে, তিনিবলেনঃ

“একদাআমরারাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরখিদমতেছিলাম।এমনসময়একজনলোকআমাদেরকাছেএসেহাযিরহলেন।তাঁরপরিধানেরকাপড়ছিলসা’দাধবধবে,
মাথারকেশছিলকালকুচকুচে।তাঁরমধ্যেসফরেরকোনোচিহ্নছিলনা।আমরাকেউতাঁকেচিনিওনা।তিনিনিজেরদুইহাঁটুনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরদুইহাঁটুরসাথেলাগিয়েবসেপড়লেন।তারপরতারদুইহাতনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরদুইউরুরউপররাখলেন।তারপরতিনিবললেনঃহেমুহাম্মাদ!
আমাকেইসলামসম্পর্কেঅবহিতকরুন।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবললেনঃইসলামহল, তুমিএকথারসাক্ষ্যপ্রদানকরবেযে,
আল্লাহব্যতীতকোনোসত্যমাবূদনেইএবংনিশ্চয়ইমুহাম্মাদআল্লাহররাসুল,
সালাতকায়েমকরবে, যাকাতআদায়করবে,
রামাযানেরসিয়ামপালনকরবেএবংবায়তুল্লাহপৌছারসামর্থ্যথাকলেহাজ্জপালনকরবে।আগন্তুকবললেনঃআপনিঠিকইবলেছেন।তারকথাশুনেআমরাবিষ্মিতহলামযে,
তিনইপ্রশ্নকরেছেনআরতিনিই-
তাসত্যায়িতকরছেন।আগন্তুকবললেনঃআমাকেঈমানসম্পর্কেঅবহিতকরুন।রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবললেনঃতুমিঈমানআনবেআল্লাহরপ্রতি,
তাঁরফেরেশ্তাদেরপ্রতি, তাঁরকিতাবসমূহেরপ্রতি,
তাঁররাসুলগণেরপ্রতিএবংআখিরাতেরপ্রতি,আরওঈমানআনবেতাকদিরেরভালমন্দেরপ্রতি।আগন্তকবললেনঃআপনিঠিকইবলেছেন।তারপরবললেনঃআমাকেইহসানসম্পর্কেঅবহিতকরুন।রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবললেনঃইহসানহলো,
তুমিএমনভাবেইবাদতকরবেযেনআল্লাহকেদেখছ, যদিতাকেনাওদেখ,
তাহলেঅবশ্যইতিনিতোমাকেদেখছেন।” [সহীহমুসলিম: ৮] এইহাদীসেরয়েছেযে,
জিবরীলআলাইহিসসালামরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরকাছেএসেছেনএবংতাঁকেদীনেরস্তরসমূহসম্পর্কেজিজ্ঞেসকরেছেন।আরতাহচ্ছেঃইসলাম,

ঈমানওইহসান।রাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামতাকেউত্তরদিলেন, অতঃপরতিনিতাঁরসাহাবীদেরবললেনযে,
ইনিহলেনজিবরীলআলাইহিসসালাম।তাদেরকাছেএসেছেনতাদেরকেতাদেরদীনশিক্ষাদিতে।এটিইহচ্ছেইসলাম, আল্লাহররিসালাহ (বার্তা)।জিবরীলতা (আল্লাহরকাছথেকে) নিয়েএসেছেন,
আররাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামতামানুষেরকাছেপৌঁছেদিয়েছেন।আরতারসাহাবীগণতাহিফযওসংরক্ষণকরেছেনএবংতারপরেতারাতামানুষেরকাছেপৌঁছেদিয়েছেন।দ্বিতীয়ঃফেরেশ্তাদেরপ্রতিঈমান।তারাহলোএকঅদৃশ্যজগত।আল্লাহতাদেরকেসৃষ্টিকরেছেনএবংতাদেরকেনির্দিষ্টআকৃতিতেবানিয়েছেনএবংতাদেরকেঅনেকবড়বড়আমলেরদায়িত্বপ্রদানকরেছেন।তাদেরসবচেয়েবড়কাজেরঅন্যতমহলোরাসূলওনবীগণআলাইহিমুসসালামেরনিকটআল্লাহররিসালাতপৌঁছেদেয়া।ফেরেশ্তাদেরমাঝেসবচেয়েবড়জিবরীলআলাইহিসসালাম।রাসূলদেরনিকটজিবরীলআলাইহিসসালামেরওহীনিয়েআসাতাপ্রমাণকরে।আল্লাহতা'আলারবাণীঃ

يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ ﴿٢﴾.

"তিনিতাঁররাসূলবান্দাদেরমধ্যেযারপ্রতিইচ্ছেস্বীয়নির্দেশেওহীসহফেরেশ্তাপাঠানএবলেযে, তোমরাসতর্ককর, 'নিশ্চয়আমিছাড়াকোনোসত্যমাবূদনেই; কাজেইতোমরাআমারব্যাপারেতাকওয়াঅবলম্বনকর।" [আন-নাহলঃ২]
আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

وَ إِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَ إِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾.

"আরনিশ্চয়এটা (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলেররবহতেনাযিলকৃত। (১৯২) বিশ্বস্তরুহ (জিবরাঈল) তানিয়েনাযিলহয়েছেন। (১৯৩) আপনারহৃদয়ে,

যাতেআপনিসতর্ককারীদেরঅন্তর্ভুক্তহন। (১৯৪) সুস্পষ্টআরবীভাষায়। (১৯৫) আরপূর্ববর্তীকিতাবসমূহেঅবশ্যইএরউল্লেখআছে। (১৯৬)” [আশ-শু‘আরাঃ১৯২, ১৯৬] তৃতীয়ঃআল্লাহরপাঠানোকিতাবসমূহেরপ্রতিঈমানআনা, যেমনতাওরাত, ইঞ্জিলওযাবূর -এগুলোবিকৃতহওয়ারপূর্বের- এবংকুরআন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَ رَسُولِهِۦ وَ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَ مَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَ مَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَ كُتُبِهِۦ وَ رُسُلِهِۦ وَ ٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾.

“হেমুমিনগণ, তোমরাঈমানআনয়নকরোআল্লাহরপ্রতি, তাঁররাসূলেরপ্রতিএবংসেকিতাবেরপ্রতিযাতিনিতাঁররাসূলেরউপরনাযিলকরেছেন এবংসেকিতাবেরপ্রতিযাতিনিপূর্বেনাযিলকরেছেন।আরযেআল্লাহ, তাঁরফেরেশ্তামন্ডলী, তাঁরকিতাবসমূহ, তাঁররাসূলগণএবংশেষদিনকেঅস্বীকারকরবে, সেঘোরবিভ্রান্তিতেবিভ্রান্তহবে।” [আন-নিসা : ১৩৬] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَ ٱلْإِنجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ أَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَ ٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤﴾.

“তিনিসত্যসহআপনারপ্রতিকিতাবনাযিলকরেছেন, পূর্বেযাএসেছেতারসত্যতাপ্রতিপন্নকারীরূপে।আরতিনিনাযিলকরেছিলেনতাওরাত ওইঞ্জীল। (৩) ইতোপূর্বেমানুষেরজন্যহেদায়াতসরূপ; আরতিনিফুরকাননাযিলকরেছেন।নিশ্চয়যারাআল্লাহরআয়াতসমূহেকুফরীকরেতা দেরজন্যরয়েছেকঠোরশাস্তি।আরআল্লাহ্মহা-পরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী। (৪)” [আলে-ইমরানঃ৩-৪] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَ مَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَ رُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾.

“রাসূলতাঁররবেরপক্ষথেকেযাতাঁরকাছেনাযিলকরাহয়েছেতারউপরঈমানএনেছেনএবংমুমিনগণও।প্রত্যেকেইঈমানএনেছেআল্লাহরউপর, তাঁরফেরেশ্তাগণ,তাঁরকিতাবসমূহএবংতাঁররাসূলগণেরউপর।আমরাতাঁররাসূলগণেরকারওমধ্যেতারতম্যকরিনা।আরতারাবলে: আমরাশুনেছিওমেনেনিয়েছি।হেআমাদেররব! আপনারক্ষমাপ্রার্থনাকরিএবংআপনারদিকেইপ্রত্যাবর্তনস্থল।” [আলবাকারাহ : ২৮৫] আল্লাহতায়ালাআরওবলেনঃ

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَ مَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَ مَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَ إِسْمَـٰعِيلَ وَ إِسْحَـٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ ٱلْأَسْبَاطِ وَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ وَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾.

“বলুন, ‘আমরাআল্লাহরওপরএবংআমাদেরপ্রতিযানাযিলহয়েছেএবংইব্রাহীম, ইসমা’ঈল, ইসহাক, ইয়া’কূবওতাঁরবংশধরগণেরপ্রতিযানাযিলহয়েছিলএবংযামূসা, ‘ঈসাওঅন্যান্যনবীগণকেতাঁদেররবেরপক্ষথেকেপ্রদানকরাহয়েছিলতাতেঈমানএনেছি; আমরাতাঁদেরকারওমধ্যেকোনোতারতম্যকরিনা।আরআমরাতাঁরইকাছেআত্মসমর্পণকারী।” [আলেইমরানঃ৮৪]

চতুর্থঃসকলনবীওরাসূলগণেরপ্রতিঈমানআনয়নকরা।কাজেইসকলনবীওরাসূলগণেরপ্রতিঈমানআনাওয়াজিবএবংএইবিশ্বাসকরাযে, তারাসবাইআল্লাহরপক্ষথেকেরাসূল।তারাতাদেরউম্মাতেরনিকটআল্লাহররিসালাত, তারদীনওশরীয়তপৌঁছিয়েছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ مَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَ إِسْمَـٰعِيلَ وَ إِسْحَـٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ ٱلْأَسْبَاطِ وَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ وَ مَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾.

“তোমরাবল,
‘আমরাঈমানএনেছিআল্লাহরউপরএবংযানাযিলকরাহয়েছেআমাদেরউপরওযানাযিলকরাহয়েছেইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,
ইয়াকূবওতাদেরসন্তানদেরউপরআরযাপ্রদানকরাহয়েছেমূসাওঈসাকেএবংযাপ্রদানকরাহয়েছেতাদেররবেরপক্ষহতেনবীগণকে।আমরাতাদেরকারোমধ্যেতারতম্যকরিনা।আরআমরাতাঁরইকাছেআত্মসমর্পণকারী।” [আলবাকারাহ : ১৩৬]
আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَ مَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَ كُتُبِهِۦ وَ رُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَ أَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾.

“রাসূলতাররবেরপক্ষথেকেযাতাঁরকাছেনাযিলকরাহয়েছেতারউপরঈমানএনেছেনএবংমুমিনগণও।প্রত্যেকেইঈমানএনেছেআল্লাহরউপর, তাঁরফেরেশ্তাগণ,
তাঁরকিতাবসমূহএবংতাঁররাসূলগণেরউপর।আমরাতাঁররাসূলগণেরকারওমধ্যেতারতম্যকরিনা।আরতারাবলেঃআমরাশুনেছিওমেনেনিয়েছি।হেআমাদেররব!
আপনারক্ষমাপ্রার্থনাকরিএবংআপনারদিকেইপ্রত্যাবর্তনস্থল।” [আলবাকারাহ : ২৮৫] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

قُلۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَ مَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا وَ مَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَ إِسۡمَٰعِيلَ وَ إِسۡحَٰقَ وَ يَعۡقُوبَ وَ ٱلۡأَسۡبَاطِ وَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ وَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَ نَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ﴿٨٤﴾.

“বল, ‘আমরাঈমানএনেছিআল্লাহরপ্রতিএবংযানাযিলকরাহয়েছেআমাদেরউপর, আরযানাযিলহয়েছেইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,
ইয়াকূবওতাদেরসন্তানদেরউপর।আরযাদেয়াহয়েছেমূসা,
ঈসাওঅন্যান্যনবীকেতাদেররবেরপক্ষথেকে,
আমরাতাদেরকারোমধ্যেপার্থক্যকরিনাএবংআমরাতারইপ্রতিআত্মসমর্পণকারী।”
[আলেইমরান : ৮৪]

তাঁদেরসর্বশেষেরপ্রতিঈমানআনবে।আরতিনিহলেনআল্লাহররাসূলমুহাম্মাদ।সকল নবীওরাসূলগণেরসর্বশেষ- তাদেরসবারওপরসালাতওসালাম-
।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَ إِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَ لَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَ أَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾.

"আরস্মরণকরুন,যখনআল্লাহনবীদেরঅংগীকারনিয়েছিলেনযে, আমিতোমাদেরকেকিতাবওহিকমতযাকিছুদিয়েছি; তারপরতোমাদেরকাছেযাআছেতারসত্যায়নকারীরূপেযখনএকজনরাসূলআসবে– তখনতোমরাঅবশ্যইতারপ্রতিঈমানআনবেএবংতাকেসাহায্যকরবে।' তিনিবললেন, 'তোমরাকিস্বীকারকরলেএবংএরউপরআমারঅংগীকারকিতোমরাগ্রহণকরলে?' তারাবললঃ 'আমরাস্বীকারকরলাম'।তিনিবললেন, 'তবেতোমরাসাক্ষীথাকএবংআমিওতোমাদেরসাথেসাক্ষীরইলাম।" [আলেইমরান : ৮১]

কাজেইইসলামসাধারণভাবেসকলনবীওরাসূলেরপ্রতিঈমানকেওয়াজিবকরেএবংতাদেরসর্বশেষরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরওপরঈমানকেওওয়াজিবকরে।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَ ٱلْإِنجِيلَ وَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَ كُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾.

"বলুন, 'হেকিতাবীরা! তাওরাত, ইঞ্জীলওযাতোমাদেররবেরকাছথেকেতোমাদেরপ্রতিনাযিলহয়েছেতাপ্রতিষ্ঠানাকরা পর্যন্ততোমরাকোনোভিত্তিরউপরনও।" [আল-মায়েদাহ : ৬৮]

আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍۢ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًۭٔا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾.

"বল, 'হেকিতাবীগণ, তোমরাএমনকথারদিকেআস, যেটিআমাদেরমধ্যেওতোমাদেরমধ্যেসমানযে, আমরাএকমাত্রআল্লাহছাড়াকারোইবাদাতনাকরি।আরতারসাথেকোনোকিছুকেশরীকনাকরিএবংআমাদেরকেউকাউকেআল্লাহছাড়ারবহিসাবেগ্রহণনাকরি'।তারপরযদিতারাবিমুখহয়তবেবল, 'তোমরাসাক্ষীথাকযে, নিশ্চয়আমরামুসলিম'।" [আলেইমরান : ৬৪]

আরযেএকজননবীরসঙ্গেকুফরীকরলসেসকলনবীওরাসূলআলাইহিমুসসালামেরসঙ্গেকুফরিকরল।আরএইজন্যইআল্লাহতা'আলানূহআলাইহিসসালামেরকওমেরওপরতারহুকুমসম্পর্কেবলেনঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ﴿١٠٥﴾.

"নূহেরসম্প্রদায়রাসূলগণেরপ্রতিমিথ্যাআরোপকরেছিল।" আশ-শুআরা : ১০৫]
জানাকথাযে,নূহআলাইহিসসালামেরপূর্বেঅবশইকোনরাসূলগতহননি, তাসত্বেওযখনতাঁরজাতিতাঁকেমিথ্যারোপকরেছে,তখনতাদেরপক্ষথেকেতাঁকেমিথ্যারোপকরাইহলোসকলনবীওরাসূলকেমিথ্যারোপকরা, কেননাতাঁদেরদাওয়াতওউদ্দশ্যএকওঅভিন্নছিল।পঞ্চমঃপরকালদিবসেরপ্রতিঈমান।আরসেটিহচ্ছেকিয়ামতদিবস।এইদুনিয়ারসর্বশেষহায়াতেআল্লাহতা'আলাফিরিশতাইসরাফিলআলাইহিসসালামকেনির্দেশদিবেন, ফলেতিনিবেহুশহওয়ারফুদিবেন, আরআল্লাহযাদেরব্যাপারেচাইবেনতারাসবাইবেহুশহবেওমারাযাবে।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَ نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌۭ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾.

“আরশিংগায়ফুঁকদেয়াহবে, ফলেআসমানসমূহেযারাআছেওযমীনেযারাআছেতারাসবাইবেহুশহয়েপড়বে, যাদেরকেআল্লাহইচ্ছাকরেনতারাছাড়া।তারপরআবারশিংগায়ফুঁকদেয়াহবে, ফলেতৎক্ষণাৎতারাদাঁড়িয়েতাকাতেথাকবে।” [আয-যুমার৬৮] আরযখনআসমানসমূহেওজমিনেযারাআছে, যাদেরকেআল্লাহইচ্ছাকরেনতারাছাড়াতারাসবাইধ্বংসহয়েযাবে,, তখনআল্লাহআসমানসমূহওজমিনভাঁজকরেনিবেন।যেমনআল্লাহরনিম্নেরবাণীতেরয়েছেঃ

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَـٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾.

“সেদিনআমিআসমানসমূহকেগুটিয়েফেলব, যেভাবেগুটানোহয়লিখিতদফতর; যেভাবেআমিপ্রথমসৃষ্টিরসুচনাকরেছিলামসেভাবেপুনরায়সৃষ্টিকরব; এটাআমারকৃতপ্রতিশ্রুতি, আরআমিতাপালনকরবই।” [আল-আম্বিয়া : ১০৪] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

وَ مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَ ٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَ تَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾.

{তারাআল্লাহকেমর্যাদাদেয়নিতাঁরযথোচিতমর্যাদা, অথচকিয়ামতেরদিনগোটাপৃথিবীথাকবেতাঁরমুঠোরভেতরএবংআকাশমণ্ডলীগুটানোঅবস্থায়থাকবেতাঁরডানহাতে।তিনিপবিত্রএবংতারাযেশিরককরেতাথেকেতিনিবহুঊর্ধ্বে।} [আয-যুমার : ৬৭] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ “কিয়ামতেরদিনআল্লাহতাঁরআকাশমণ্ডলীকেগুটিয়েফেলবেন।অতঃপরস্বীয়ডানহাতদ্বারাতাধরবেন।তারপরতিনিবলবেন, আমিইঅধিপতি, প্রতাপশালীরাকোথায়? দাম্ভিকেরাকোথায়? তারপরতিনিযমীনসমূহকেতারবামদ্বারাগুটিয়েনিবেন।তারপরতিনিবলবেন,

আমিঅধিপতি, প্রতাপশালীরাকোথায়? দাম্ভিকেরাকোথায়?”

মুসলিমএটিবর্ণনাকরেছেন।তারপরআল্লাহফিরিশতা (ইসরাফিল ‘আলাইহিসসালাম) কেনির্দেশদিবেন,

ফলেসেদ্বিতীয়বারসিঙ্গায়ফুঁদিবে।আরতৎক্ষণাৎতারাদাঁড়িয়েতাকাতেথাকবে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾.

“তারপরআবারশিংগায়ফুঁকদেয়াহবে, ফলেতৎক্ষণাৎতারাদাঁড়িয়েতাকাতেথাকবে।” [আয-যুমার৬৮]

আল্লাহমাখলুককেযখনউত্থিতকরবেন, তখনতাদেরকেহিসাবেরজন্যেহাজিরকরবেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾(44)

“যেদিনতাদেরথেকেযমীনবিদীর্ণহবেএবংলোকেরাত্রস্ত-ব্যস্তহয়েছুটোছুটিকরবে, এটাএমনএকসমাবেশযাআমাদেরজন্যঅতিসহজ।” [কাফ : ৪৪]

আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

يَوْمَ هُم بَـٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿١٦﴾.

“যেদিনতারাপ্রকাশ্যভাবেসমবেতহবে, সেদিনআল্লাহরকাছেতাদেরকিছুইগোপনথাকবেনা।আজকর্তৃত্বকার? আল্লাহরই, যিনিএক, প্রবলপ্রতাপশালী।” [গাফির / মু‘মিন১৬]

এইদিনআল্লাহসকলমানুষেরহিসেবনিবেনএবংপ্রত্যেকমাজলুমেরজন্যেজুলুমকারীথেকেকিসাসগ্রহণকরবেনএবংপ্রত্যেকমানুষকেতারআমলেরবিনিময়দিবেনযাসেকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴿١٧﴾.

“আজপ্রত্যেককেতারঅর্জনঅনুসারেপ্রতিফলদেয়াহবে; আজকোনোযুলুমনেই।নিশ্চয়আল্লাহদ্রুতহিসেবগ্রহণকারী।” [গাফির:১৭] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا﴿٤٠﴾.

“নিশ্চয়আল্লাহঅণুপরিমাণওযুলুমকরেননা।আরকোনোপূণ্যকাজহলেআল্লাহসেটা কেবহুগুণবর্ধিতকরেনএবংতিনিনিজেরকাছথেকেমহাপুরস্কারপ্রদানকরেন।” [আন-নিসা : ৪০] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَ مَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ﴿٨﴾.

“যেকেউঅনূপরিমাণভালোকাজকরবেসেতাদেখবে। (৭) আরকেউঅণুপরিমাণঅসৎকাজকরলেসেতাওদেখবে। (৮)” [আয-যালযালাহ৭-৮] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ نَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَ إِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَ كَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾.

“আরকিয়ামতেরদিনেআমিন্যায়বিচারেরপাল্লাসমূহস্থাপনকরব, সুতরাংকারোপ্রতিকোনোযুলুমকরাহবেনাএবংকাজযদিশস্যদানাপরিমাণওজনেরও হয়তবুওতাআমিউপস্থিতকরব; আরহিসেবগ্রহণকারীরূপেআমিইযথেষ্ট।”]আল-আম্বিয়া : ৪৭]

পুনরুত্থানওহিসাবেরপরপ্রতিফলপ্রদানেরপালাহবে।কাজেইযেভালোকাজকরেছেতা রজন্যেরয়েছেস্থায়ীনিআমত, যাকখনোনিঃশেষহবেনা।আরযেখারাপওকুফরীকরেছে, তারজন্যেরয়েছেশাস্তি।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴿٥٧﴾.

“সেদিনআল্লাহরইআধিপত্য; তিনিইতাদেরমাঝেবিচারকরবেন।অতঃপরযারাঈমানএনেছেওসৎকাজকরেছে, তারানেয়ামতপরিপূর্ণজান্নাতেঅবস্থানকরবে। (৫৬) আরযারাকুফরীকরেএবংআমাদেরআয়াতসমূহকেঅস্বীকারকরে, তাদেরজন্যেইরয়েছেঅপমানজনকআযাব। (৫৭)” [হজ্জ : ৫৬-৫৭] আমরাজানিযে, যদিদুনিয়ারজীবনইসর্বশেষওচূড়ান্তহত, তাহলেএইজীবনওঅস্তিত্বনিরেটনিরর্থকহত।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾.

“তোমরাকিমনেকরেছিলেযে, আমরাতোমাদেরকেঅনর্থকসৃষ্টিকরেছিএবংতোমাদেরকেআমাদেরকাছেফিরিয়েআনাহবেনা?” [আল-মুমিনুন : ১১৫]

ষষ্ঠঃতাকদীরেরভালোমন্দেরপ্রতিঈমান।আরতাহচ্ছেএইজগতেযাকিছুহয়েছে, যাকিছুহচ্ছেওযাকিছুহবেতাসবআল্লাহজানেনএবংতিনিআসমানওযমীনসৃষ্টিরপূর্বে এসবকিছুলিখেরেখেছেন।এইবিষয়েরওপরঈমানআনাওয়াজিব।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

۞ وَ عِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَ ٱلْبَحْرِ ۚ وَ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾.

“আরগায়েবেরচাবিতাঁরইকাছেরয়েছে, তিনিছাড়াঅন্যকেউতাজানেনা।স্থলওসমুদ্রেরঅন্ধকারসমূহেযাকিছুআছেতাতিনিই অবগতরয়েছেন, তাঁরঅজানায়একটিপাতাওপড়েনা।মাটিরঅন্ধকারেএমনকোনোশস্যকণাওঅংকুরিতহয়নাবারসযুক্তকিংবাশুষ্কএমনকোনোবস্তুনেইযাসুস্পষ্টকিতাবেনেই।” [আল-আনআম : ৫৯]

আরআল্লাহতা‘আলাপ্রত্যেকবস্তুকেতারজ্ঞানদ্বারাবেষ্টনকরেনিয়েছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَ مِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴿١٢﴾.

“তিনিআল্লাহ্, যিনিসৃষ্টিকরেছেনসাতআসমানএবংঅনুরূপযমীন, তাদেরমধ্যেনেমেআসেতাঁরনির্দেশ; যাতেতোমরাজানতেপারযে, আল্লাহসবকিছুরউপরক্ষমতাবানএবংইলেমেরদিকদিয়েআল্লাহসবকিছুকেপরিবেষ্টনকরেআছেন।” [আত-তালাক : ১২] আরআল্লাহযাইচ্ছাকরেন, যাচান, যাসৃষ্টিকরেনওযারউপকরণসহজকরেনসেগুলোছাড়াকিছুইএইজগতেসংঘটিতহয়না।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا﴿٢﴾.

“যিনিআসমানসমূহযমীনেরসার্বভৌমত্বেরঅধিকারী; তিনিকোনোসন্তানগ্রহণকরেননি; সার্বভৌমত্বেতাঁরকোনোশরীকনেই।তিনিসবকিছুসৃষ্টিকরেছেনঅতঃপরতানির্ধারণকরেছেনযথাযথঅনুপাতে।” [আল-ফুরকান : ২] আরতাতেইরয়েছেচূড়ান্তহিকমত, যামানুষেবেষ্টনকরতেপারেনা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ﴿٥﴾.

“এটাপরিপূর্ণহিকমত, কিন্তুভীতিপ্রদর্শনতাদেরকোনোকাজেলাগেনি।” [আল-কামার : ৫] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

وَ هُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَ لَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ ۚ وَ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾.

“আরতিনি-ই, যিনিসৃষ্টিকেশুরুতেঅস্তিত্বেআনয়নকরেন, তারপরতিনিসেটাপুনরাবৃত্তিকরবেন;

আরএটাতাঁরজন্যঅতিসহজ।আসমানসমূহওযমীনেসর্বোচ্চগুনাবলীতাঁরইএবংতিনিইপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।” [আর-রূম : ২৭]

আল্লাহতা‘আলানিজেকেহিকমতদ্বারাবিশেষিতকরেছেন, আরনিজেরনামকরণকরেছেনহাকীম (প্রজ্ঞাবান)।আল্লাহতাআলাবলেনঃ

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَ أُوْلُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾.

“আল্লাহসাক্ষ্যদেনযে, তিনিছাড়াকোনো (সত্য) মাবূদনেই, আরফেরেশ্তাওজ্ঞানীগণও।এওসাক্ষ্যদেনযে,তিনিন্যায়দ্বারাপ্রতিষ্ঠিত।তিনিছাড়া কোনো (সত্য) মাবূদনেই।তিনিপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [আলুইমরান : ১৮]

আল্লাহতা‘আলাঈসাআলাইহিসসালামসম্পর্কেসংবাদদিয়েবলেনযে, তিনিকিয়ামতেরদিনআল্লাহকেসম্বোধনকরেবলবেঃ:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَ إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾.

“আপনিযদিতাদেরকেশাস্তিদেনতবেতারাতোআপনারইবান্দা, আরযদিতাদেরকেক্ষমাকরেনতবেআপনিতোপরাক্রমশালী,প্রজ্ঞাময়।” [আল-মায়েদাহ : ১১৮]

যখনমূসাআলাইহিসসালামতূরপাহাড়েরপার্শ্বেথেকেআল্লাহকেআহ্বানকরেছেনতখন আল্লাহতাকেবলেছেনঃ

يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩﴾.

“হেমূসা, নিশ্চয়আমিইআল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।” [আন-নামল : ৯]

আরকুরআনুলকারীমকেহিকমতদ্বারাবিশেষিতকরেছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾.

“আলিফ–লাম-রা, এ কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার কাছ থেকে।” [হুদ : ১] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾.

“আপনার রব ওহীর দ্বারা আপনাকে যে হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর সাথে অন্য মাবূদ স্থির করো না, করলে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।” [আল-ইসরা : ৩৯]

২২- নবীগণ আলাইহিমুস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে যা কিছু পৌঁছান সে ব্যাপারে তারা নির্ভুল-নিষ্পাপ এবং যা কিছু বিবেক বিরোধী অথবা সুস্থ স্বভাব যা প্রত্যাখ্যান করে তা থেকেও তারা মুক্ত ও নিষ্পাপ। নবীগণই আল্লাহর নির্দেশসমূহ তার বান্দাদের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত। রুবুবিয়্যাত অথবা ইবাদত পাওয়ার হক যা একান্তই আল্লাহর, এতে নবীগণের কোনো হক নেই;

বরংতারাসকলমানুষেরমতইমানুষ, তবেতাঁদেরপ্রতিআল্লাহস্বীয়রিসালাতঅহীকরেন।

নবীগণআলাইহিমুসসালামআল্লাহরপক্ষথেকেযাপৌঁছানসেব্যাপারেতারানির্ভুল। কেননাআল্লাহতারসর্বশ্রেষ্ঠমাখলুককেস্বীয়রিসালাতপৌঁছানোরজন্যেনির্বাচনকরেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱللَّهُ يَصۡطَفِى مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَ مِنَ ٱلنَّاسِۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٞ ﴿٧٥﴾.

"আল্লাহফেরেশ্তাদেরমধ্যথেকেমনোনীতকরেনরাসূলএবংমানুষেরমধ্যথেকেও; নিশ্চয়আল্লাহসর্বশ্রোতা, সম্যকদ্রষ্টা।" [আল-হজ্জ : ৭৫]
আল্লাহতা‘আলাআরওবলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

"নিশ্চয়আল্লাহ্আদম, নূহওইবরাহীমেরবংশধরএবংইমরানেরবংশধরকেসমগ্রসৃষ্টিজগতেরউপরমনোনীতকরেছেন।" [আলুইমরান : ৩৩] আল্লাহতায়ালাআরওবলেনঃ

قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِى وَ بِكَلَٰمِى فَخُذۡ مَآ ءَاتَيۡتُكَ وَ كُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾.

"তিনিবললেন, 'হেমূসা! আমিআপনাকেআমাররিসালাতওবাক্যালাপদিয়েমানুষেরউপরবেছেনিয়েছি; কাজেইআমিআপনাকেযাদিলামতাগ্রহণকরুনএবংশোকরআদায়কারীদেরঅন্তর্ভুক্তহোন।" [আল-আরাফ : ১৪৪] রাসূলআলাইহিমুসসালামগণজানেনযে, তাদেরপ্রতিযানাজিলকরাহয়তাআল্লাহরওহীএবংতারাফেরেশ্তাদেরকেওহীনিয়েনাজিলহতেদেখেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ أَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا ﴿٢٨﴾.

"তিনিইগায়েবীবিষয়েরজ্ঞানী, তিনিতাঁরগায়েবেরজ্ঞানকারওকাছেপ্রকাশকরেননা। (২৬) তবেতাঁরমনোনীতরাসূলদেরমধ্যেযাঁকেইচ্ছাতাঁকেযতটুকুচানঅবগতকরেন।সেক্ষেত্রেআল্লাহতাঁররাসূলেরসামনেএবংপিছনেপ্রহরীনিয়োজিতকরেন। (২৭) যাতেরাসূলজানতেপারেনযে,তাঁরপূর্বেররাসূলগণতাদেররবেররিসালাতপৌছেদিয়েছেন।আরতাদেরকাছেযাআছেতাতিনিজ্ঞানেপরিবেষ্টনকরেরেখেছেনএবংতিনিপ্রতিটিবস্তুগণনাকরেহিসেবরেখেছেন। (২৮)" [আল-জিন : ২৬-২৮] এবংআল্লাহতাদেরকেতাঁররিসালতসমূহপ্রচারকরারনির্দেশদিয়েছেনআল্লাহতায়ালা বলেনঃ

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَ ٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾.

"হেরাসূল! আপনাররবেরকাছথেকেআপনারপ্রতিযানাযিলহয়েছেতাপ্রচারকরুন; যদিনাকরেনতবেতোআপনিতাঁরবার্তাপ্রচারকরলেননা।আরআল্লাহআপনাকেমানুষথেকেরক্ষাকরবেন।নিশ্চয়আল্লাহকাফেরসম্প্রদায়কেহেদায়াতকরেননা।" [আল-মায়েদাহ : ৬৭] আল্লাহতায়ালাআরওবলেনঃ

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴿١٦٥﴾.

"সুসংবাদদাতাওসাবধানকারীরাসূলদেরকেপ্রেরণকরেছি, যাতেরাসূলগণআসারপরআল্লাহরবিরুদ্ধেমানুষেরকোনোঅভিযোগনাথাকে।আর আল্লাহপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [আন-নিসা : ১৬৫]

রাসূলআলাইহিমুসসালামগণআল্লাহকেসবচেয়েবেশীভয়করেন।তারাআল্লাহরসর্বাধিকতাকওয়াঅবলম্বনকরেন,

ফলেতারাতারিসালাতেবৃদ্ধিওহ্রাসকরেননা।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ﴿٤٤﴾لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ﴿٤٥﴾ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ﴿٤٦﴾فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾.

"তিনিযদিআমারনামেকোনোকথারচনাকরেচালাতেচেষ্টাকরতেন (৪৪) তবেঅবশ্যইআমিতাকেপাকড়াওকরতামডানহাতদিয়ে, (৪৫) তারপরঅবশ্যইআমিকেটেদিতামতারহৃদপিণ্ডেরশিরা, (৪৬)

অতঃপরতোমাদেরমধ্যেএমনকেউইনেই, যেতাঁকেরক্ষাকরতেপারে। (৪৭)" [আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৭] ইবনুকাসীররাহিমাহুল্লাহবলেনঃআল্লাহতা'আলাবলেনঃ "যদিআমারনামেকোনোকথারচনাকরে" অর্থাৎতারাযেরূপধারনাকরেসেরূপযদিমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামআমারওপরমিথ্যারচনাকরেরিসালাতেবৃদ্ধিকরেঅথবাতারথেকেহ্রাসকরেঅথবাতারনিজেরথেকেকোনোকথাবলেআমারসঙ্গেসম্পৃক্তকরে—অথচএরূপনয়—

তাহলেআমিদ্রুতইতাকেশাস্তিপ্রদানকরতাম।আরএজন্যেইবলেছেনঃ

"তবেঅবশ্যইআমিতাকেপাকড়াওকরতামডানহাতদিয়ে"।আরকেউবলেছেন,

আমিতারডানহাতপাকড়াওকরতাম।আল্লাহতায়ালাআরওবলেনঃ

وَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَ أُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَ لَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَ رَبَّكُمْۚ وَ كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْۚ وَ أَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾.

"আরওস্মরণকরুন, আল্লাহ্‌যখনবলবেন, 'হেমারইয়াম –তনয় 'ঈসা! আপনিকিলোকদেরকেবলেছিলেনযে,

তোমরাআল্লাহছাড়াআমাকেওআমারজননীকেদুইমাবূদরূপেগ্রহণকর?

‘তিনিবলবেন, ‘আপনিইপূত-পবিত্র! যাবলারঅধিকারআমারনেইতাবলাআমারপক্ষেশোভনীয়নয়।যদিআমিতাবলতাম তবেআপনিতোতাজানতেন।আমারঅন্তরেরকথাতোআপনিজানেন, কিন্তুআপনারঅন্তরেরকথাআমিজানিনা; নিশ্চয়একমাত্রআপনিইঅদৃশ্যসম্বন্ধেসবকিছুজানেন।’ ‘আপনিআমাকেযেআদেশকরেছেনতাছাড়াতাদেরকেআমিকিছুইবলিনি, তাএইযে, তোমরাআমাররবওতোমাদেররবআল্লাহরইইবাদতকরএবংযতদিনআমিতাদেরমধ্যেছিলামততদিনআমিছিলামতাদেরকাজ-কর্মেরসাক্ষী, কিন্তুযখনআপনিআমাকেতুলেনিলেনতখনআপনিইতোছিলেনতাদেরকাজ-কর্মেরতত্ত্বাবধায়কএবংআপনিইসববিষয়েসাক্ষী।” [আল-মায়েদাহ : ১১৬-১১৭]

নবীওরাসূলআলাইহিমুসসালামদেরওপরআল্লাহরঅনুগ্রহহচ্ছেযে, তিনিতাদেরকেতাঁররিসালাতপৌঁছানোরক্ষেত্রেস্থীরওদৃঢ়পদরাখেন।আল্লাহতা‘আলা বলেনঃ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَ ٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَ رَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾.

“তিনিবললেন, ‘নিশ্চয়আমিআল্লাহকেসাক্ষীকরছিএবংতোমারাওসাক্ষীহওযে, নিশ্চয়আমিতাথেকেমুক্তযাকেতোমরাশরীককর, (৫৪) ‘আল্লাহছাড়া।সুতরাংতোমরাসবাইআমারবিরুদ্ধেষড়যন্ত্রকর; তারপরআমাকেঅবকাশদিওনা। (৫৫) আমিতোনির্ভরকরিআমারওতোমাদেররবআল্লাহরউপর; এমনকোনোজীব-জন্তুনেই, যেতাঁরপূর্ণআয়াত্তাধীননয়; নিশ্চয়আমাররবআছেনহকওন্যায়েরউপরপ্রতিষ্ঠিত।” [হুদ ; ৫৪-৫৬]

আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

وَ إِن كَادُواْ لَيَفۡتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ لِتَفۡتَرِىَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهُۥۖ وَ إِذٗا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلٗا ﴿٧٣﴾ وَ لَوۡلَآ أَن ثَبَّتۡنَٰكَ لَقَدۡ كِدتَّ تَرۡكَنُ إِلَيۡهِمۡ شَيۡـٔٗا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذٗا لَّأَذَقۡنَٰكَ ضِعۡفَ ٱلۡحَيَوٰةِ وَ ضِعۡفَ ٱلۡمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيۡنَا نَصِيرٗا﴿٧٥﴾.

"আরআমিআপনারপ্রতিযাওহীকরেছিতাথেকেওরাআপনাকেপদস্খলনঘটাবারচেষ্টাপ্রায়চূড়ান্তকরেছিল, যাতেআপনিআমারউপরসেটারবিপরীতমিথ্যারটাতেপারেন; আরনিঃসন্দেহেতখনতারাআপনাকেবন্ধুরুপেগ্রহণকরত। (৭৩) আরআমিঅবিচলিতনারাখলেআপনিঅবশ্যইতাদেরদিকেপ্রায়কিছুটাঝুঁকেপড়তেন; (৭৪) তাহলেঅবশ্যইআমিআপনাকেইহজীবনেদ্বিগুণওপরজীবনেদিগুণশাস্তিআস্বাদনকরাতাম; তখনআমারবিরুদ্ধেআপনারজন্যকোনোসাহায্যকারীপেতেননা। (৭৫)" [আল-ইসরা : ৭৩-৭৫] এইআয়াতগুলোওতারপূর্বেযারয়েছেতাসাক্ষ্যওদলিলযে, জগতসমূহেররবেরপক্ষথেকেআল-কুরআনুলকারীমনাযিলকৃত।কেননাযদিএটিরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরপক্ষথেকেহত, তাহলেতাকেলক্ষ্যকরেএসবকথাতাতেউল্লিখিতহতনা।আরআল্লাহতা'আলাতাঁররাসূলদেরকেমানুষথেকেরক্ষাকরেন।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَ إِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَ ٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾.

"হেরাসূল! আপনাররবেরকাছথেকেআপনারপ্রতিযানাযিলহয়েছেতাপ্রচারকরুন; যদিনাকরেনতবেতোআপনিতাঁরবার্তাপ্রচারকরলেননা।আরআল্লাহআপনাকেমানুষথেকেরক্ষাকরবেন।নিশ্চয়আল্লাহকাফেরসম্প্রদায়কেহেদায়াতকরেননা।" [আল-মায়েদাহ : ৬৭] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

۞ وَ ٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ نُوحٍ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَ تَذۡكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَ شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُنۡ أَمۡرُكُمۡ عَلَيۡكُمۡ غُمَّةً ثُمَّ ٱقۡضُوٓاْ إِلَيَّ وَ لَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾.

"আরতাদেরকেনূহ্-এরবৃত্তান্তশোনান।তিনিতারসম্প্রদায়কেবলেছিলেন, 'হেআমারসম্প্রদায়! আমারঅবস্থিতিওআল্লাহরআয়াতসমূহদ্বারাআমারউপদেশপ্রদানতোমাদেরকাছেযদিদুঃসহহয়তবেআমিতোআল্লাহরউপরনির্ভরকরি।সুতরাংতোমরাতোমাদেরকর্তব্যস্থিরকরেনাওএবংতোমরাযাদেরকেশরীককরেছতাদেরকেওডাক, পরেযেনকর্তব্যবিষয়েতোমাদেরকোনোঅস্পষ্টতানাথাকে।তারপরআমারসমন্ধেতোমাদেরকাজশেষকরেফেলএবংআমাকেঅবকাশদিওনা।" [ইউনুস : ৭১] আরআল্লাহতা'আলামূসাআলাইহিসসালামেরকথাসম্পর্কেসংবাদদিয়েবলেনঃ

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفۡرُطَ عَلَيۡنَآ أَوۡ أَن يَطۡغَىٰ ﴿٤٥﴾قَالَ لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَ أَرَىٰ ﴿٤٦﴾.

"তারাউভয়েবলল, 'হেআমাদেররব! আমরাআশংকাকরিসেআমাদেরউপরবাড়াবাড়িকরবেঅথবাঅন্যায়আচরণেসীমালংঘনকরবে।তিনিবললেন, 'আপনারাভয়করবেননা, আমিতোসাহায্যদ্বারাআপনাদেরসংগেআছি, আমিশুনিওআমিদেখি।" [ত্বহা : ৪৫-৪৬] এমনকিআল্লাহতাআলাস্পষ্টকরেছেনযে, তিনিতাঁররাসূলগণআলাইহিমুসসালামেরশত্রুহতেনিরাপত্তাদানকারী, কাজেইতারাতাদেরপর্যন্তকোনোঅকল্যাণপৌঁছাতেসক্ষমনয়।আল্লাহসুবহানাহুওয়াতাআলাআরওসংবাদদিয়েছেনযে, তিনিতারওহীকেসংরক্ষণকরেন, ফলেতাতেবৃদ্ধিকরাযাবেনাএবংতাথেকেহ্রাসওকরাযাবেনা।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَ إِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾.

“নিশ্চয়আমিইকুরআননাযিলকরেছিএবংআমিঅবশ্যইতারসংরক্ষক।” [আল-হিজর : ৯]

নবীগণআলাইহিমুুসসালামবিবেকওসচ্চরিত্রবিরোধীসবকিছুহতেপবিত্র।আল্লাহতা‘আলাস্বীয়নবীমুহাম্মাদকেপবিত্রঘোষণাকরেবলেনঃ

وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾.

“আরনিশ্চয়আপনিমহানচরিত্রেরউপররয়েছেন।” [আল-কালাম : ৪]

তাঁরসম্পর্কেতিনিআরওবলেনঃ

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴿٢٢﴾.

“আরতোমাদেরসাথীউন্মাদনন।” [আত-তাকবীর : ২২]

আরতা,তাঁরাযেনউত্তমভাবেরিসালতআদায়েরদায়িত্বপালনকরতেপারেন।আরনবীগণআ:

আল্লাহরনির্দেশসমূহতাঁরবান্দাদেরনিকটপৌঁছাতেদায়িত্বপ্রাপ্ত,তাঁদেরমধ্যেরবেরকোনবৈশিষ্টঅথবাকোনইবাদতপাওয়ারবৈশিষ্টনেই,বরংতারাঅন্যান্যমানুষেরমতইমানুষ,তাদেরনিকটআল্লাহস্বীয়রিসালতওহীকরেন।আল্লাহতায়ালাবলেন:

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَـٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴿١١﴾.

“তাদেররাসূলগণতাদেরকেবললেন, ‘সত্যবটে, আমরাতোমাদেরমতমানুষইকিন্তুআল্লাহতাঁরবান্দাদেরমধ্যেযাকেইচ্ছেঅনুগ্রহকরেনএবংআল্লাহরঅনুমতিছাড়াতোমাদেরকাছেপ্রমাণউপস্থিতকরারসাধ্যআমাদেরনেই।আরআল্লাহরউপরইমুমিনগণেরনির্ভরকরাউচিত।” [ইবরাহীম : ১১]

আল্লাহতা‘আলামুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেনির্দেশদিয়েবলেছেন, তিনিযেনতারজাতিকেবলেনঃ

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾.

“বলুন, আমিতোমাদেরমতইএকজনমানুষ।আমারনিকটওহীপ্রেরণকরাহয়যে, তোমাদেরমাবূদইএকমাত্রমাবূদ।সুতরাংযেতারববেরসাক্ষাৎকামনাকরে, সেযেনসৎকর্মকরেএবংতাররবেরইবাদাতেকাউকেশরীকনাকরে।” [আল-কাহাফ : ১১০]

২৩-

ইসলামবড়বড়মৌলিকইবাদতেরমাধ্যমেএকআল্লা
হরইবাদতেরদিকেআহ্বানকরে,
আরতাহচ্ছেসালাতঅর্থাৎকিয়াম, রুকু, সাজদাহ,
আল্লাহরযিকর, সানাওদোআরসমন্বিতইবাদত,
যাপ্রত্যেকব্যক্তিদিনেপাঁচবারআদায়করে।এতেধ
নী-গরীব,
প্রধানঅপ্রধানসবাইএককাতারেঅবস্থানকরেকো
নোতারতম্যথাকেনা।আরযাকাত,
তাহচ্ছেসামান্যপরিমাণঅর্থ,
যাকতকশর্তওআল্লাহযেপরিমাণনির্ধারণকরেছেন
তারঅনুপাতেধনীদেরসম্পদেওয়াজিবহয়,
যাবছরেএকবারফকিরওঅন্যদেরপ্রদানকরাহয়।
আরসিয়াম,
তাহচ্ছেনফসেরভেতরইচ্ছাওসবরকেলালনকরের
মযানমাসেরদিনেখাদ্যজাতীয়বস্তুহতেবিরতথা

কা।আরহজ্জ,

তাহচ্ছেসক্ষমওসামর্থ্যবানব্যক্তিরওপরজীবনেএকবারমক্কাতেঅবস্থিতআল্লাহরঘরেরইচ্ছাকরা।এইহজেআল্লাহরদিকেমনোনিবেশকরারক্ষেত্রেসবাইসমান।এতেবিভেদওসম্পর্কেরবৈষম্যদূরহয়েযায়।

ইসলামবড়বড়ওবিভিন্নধরনেরইবাদতেরমাধ্যমেআল্লাহরইবাদতেরদিকেআহ্বানকরে।আরএসবমহানইবাদতসমূহআল্লাহতাআলাপ্রত্যেকনবীওরাসূলআলাইহিমুসসালামেরওপরওয়াজিবকরেছেন।আরবড়বড়ইবাদতহলোঃ

প্রথমতঃসালাত,আল্লাহএটিসকলমুসলিমেরওপরফরযকরেছেন, যেমনতাফরযকরেছেনসকলনবীওরাসূলআলাইহিমুসসালামেরওপর।আরআল্লাহস্বীয়নবীইবরাহীমখলিলআলাইহিসসালামকেতাওয়াফকারীএবংরুকুওসাজদাকারীমুসল্লিদেরজন্যেতাঁরঘরকেপবিত্রকরতেনির্দেশদিয়েছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَ ٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَ ٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ قَالَ وَ مَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَ بِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾.

“আরস্মরণকর, যখনআমিকাবাকেমানুষেরজন্যমিলনকেন্দ্রওনিরাপদস্থানবানালামএবং (আদেশদিলামযে,) ‘তোমরামাকামেইবরাহীমকেসালাতেরস্থানরূপেগ্রহণকর’।আরআমিইবরাহীমওইসমাঈলেরকাছেঅঙ্গীকারনিয়েছিলামযে, ‘তোমরাআমারগৃহকেতাওয়াফকারী, ‘ইতিকাফকারীওরুকূকারী-সিজদাকারীদেরজন্যপবিত্রকর’।” [আল-বাকারাহ :

১২৫]
আল্লাহতা‘আলাপ্রথমসম্বোধনেইমূসাআলাইহিসসালামেরওপরসালাতওয়াজিবকরেছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى ﴿١٢﴾ وَ أَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰٓ ﴿١٣﴾ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴿١٤﴾.

“নিশ্চয়আমিতোমাররব, অতএবতোমারজুতাজোড়াখুলেফেল, কারণতুমিপবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায়রয়েছো। (১২) আরআমিতোমাকেমনোনীতকরেছি, সুতরাংযাওহীরূপেপাঠানোহচ্ছেতামনোযোগদিয়েশুন। (১৩) নিশ্চয়আমিআল্লাহ, আমিছাড়াকোনোসত্যমাবূদনেই; সুতরাংআমারইবাদাতকরএবংআমারস্মরণার্থেসালাতকায়েমকর।” (১৪) [ত্বহা১২-১৪] ঈসামাসীহআলাইহিসসালামসংবাদদিয়েছেনযে, আল্লাহতা‘আলাতাকেসালাতওযাকাতেরনির্দেশদিয়েছেন।আল্লাহরসংবাদঅনুযায়ী তিনিবলেছেন,

وَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَ أَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَ ٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ﴿٣١﴾.

“যেখানেইআমিথাকিনাকেনতিনিআমাকেবরকতময়করেছেন, তিনিআমাকেনির্দেশদিয়েছেনযতদিনজীবিতথাকিততদিনসালাতওযাকাতআদায়করতে।” [মারয়াম : ৩১] ইসলামেসালাতহচ্ছেযথাযথদাঁড়ানো, রুকু, সাজদাহ, আল্লাহরযিকর-সানাওদোআরসমষ্টি, যামানুষপ্রতিদিনপাঁচবারআদায়করে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَ ٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَ قُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾.

“তোমরাসালাতসমূহওমধ্যবর্তীসালাতেরহিফাযতকরএবংআল্লাহরজন্যদাঁড়াও বিনীতহয়ে।” [আল-বাকারাহ : ২৩৮] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴿٧٨﴾.

"সূর্যহেলেপড়ারপরথেকেরাতেরঘনঅন্ধকারপর্যন্তসালাতকায়েমকরুনএবংফজরেরসালাত।নিশ্চয়ফজরেরসালাতউপস্থিতিরসময়।" [আল-ইসরা : ৭৮]
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামআরওবলেনঃ "আররুকু, তাতেতোমরাআল্লাহতাআলারবড়ত্বঘোষণাকর, আরসাজদাতেতোমরাখুববেশিদো'আকর, তোমাদেরদো'আকবুলহওয়ারউপযোগী।" সহীহমুসলিম।দ্বিতীয়তঃযাকাত, এটিআল্লাহতা'আলামুসলিমদেরওপরফরযকরেছেন, যেমনতাফরযকরেছিলেনপূর্ববর্তীনবীওরাসূলগণআলাইহিসসালামেরওপর।আর তাহচ্ছেসামান্যপরিমাণঅর্থ, যাকতকশর্তওআল্লাহযেপরিমাণনির্ধারণকরেছেনতারঅনুপাতেধনীদেরসম্পদেওয়াজিবহয়, যাবছরেএকবারফকিরওঅন্যদেরপ্রদানকরাহয়।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾.

"আপনিতাদেরসম্পদথেকে 'সাদকা' গ্রহণকরুন।এরদ্বারাআপনিতাদেরকেপবিত্রকরবেনএবংপরিশোধিতকরবেন।আর আপনিতাদেরজন্যদো'আকরুন।আপনারদো'আতোতোদেরজন্যপ্রশান্তিকর।আর আল্লাহসর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [তাওবাহ : ১০৩]
আরনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামযখনমুয়াযইবনেজাবালকেইয়ামানেপ্রেরণকরেনতখনতাকেবলেনঃ
"এমনএকটিজাতিরনিকটেতুমিযাচ্ছযারাআহলেকিতাব।তাদেরকেতুমিআল্লাহতা'আলাব্যতীতআরকোনোসত্যমা'বূদনেইএবংআমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহররাসূলসাক্ষ্যদেয়ারপ্রতিআহবানকর।এটাতারা,

মেনেনিলেতাদেরকেজানিয়েদাও- অবশ্যইতাদেরউপরআল্লাহতা‘আ’লাদিন-রাতেপাঁচওয়াক্তসালাতফরযকরেছেন।তারাএটাওমেনেনিলেতাদেরকেজানিয়েদাও- তাদেরধন-দৌলতেআল্লাহতা'আলাযাকাতফরযকরেদিয়েছেন, যাতাদেরধনীদেরমধ্যহতেগ্রহণকরাহবেওতাদেরগরীবদেরমাঝেবণ্টনকরাহবে।তারাযদিএটিওমেনেনেয়তাহলেসাবধান! তাদেরউত্তমমাল (যাকাতহিসাবে) নেয়াহতেবিরতথাকবে।নিজেকেনিপীড়িতদেরঅভিশাপহতেদূরেরাখ।কেননা, তারআবেদনএবংআল্লাহতা'আলারমাঝেকোনোপ্রতিবন্ধকনেই।” তিরিমিযী : ৬২৫।তৃতীয়তঃসিয়াম, এটিআল্লাহমুসলিমদেরওপরফরযকরেছেনযেমনফরযকরেছিলেনপূর্ববর্তীনবীওরাসূলগণআলাইহিসসালামেরওপর।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾.

“হেমুমিনগণ ! তোমাদেরওপরসিয়ামফরযকরাহয়েছে, যেমনফরযকরাহয়েছিলতোমাদেরপূর্ববর্তীদেরওপর, যাতেতোমরাতাকওয়াঅবলম্বনকর।” [আল-বাকারাহ : ১৮৩]

আরতাহচ্ছেরমযানমাসেরদিনেসিয়ামভঙ্গেরকারণগুলোথেকেবিরতথাকা।সিয়ামমানুষেরঅন্তরেইচ্ছাওসবরকেপ্রতিপালনকরে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

“আল্লাহতা’আলাবলেনঃসওমআমারজন্যআরআমিইতারপ্রতিদানদেব।সেআমারইজন্যতারপ্রবৃত্তি, আহারওপানীয়ত্যাগকরে।সওমহলঢাল।আরসওমপালনকারীরজন্যদু’টিখুশীরয়েছে, একখুশীযখনসেইফতারকরে, আরেকটিখুশীযখনসেতাররবেবরসঙ্গেমিলিতহবে।” [সহীহুলবুখারী৭৪৯২]

চতুর্থতঃহজ্জ,এটিআল্লাহমুসলিমদেরওপরফরযকরেছেনযেমনফরযকরেছিলেনপূর্ববর্তীনবীওরাসূলগণআলাইহিসসালামেরওপর।আরআল্লাহতাআলাতাঁরনবীইবরাহী

মখলীলআলাইহিসসালামকেহজেরঘোষণাদিতেনির্দেশদিয়েছেন।আল্লাহতা'আলাব লেনঃ

وَ أَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾.

"আরমানুষেরনিকটহজ্জেরঘোষণাদাও;তারাতোমারকাছেআসবেপায়েহেঁটেএবংস র্বপ্রকারকৃশকায়উটেচড়েদূরপথপাড়িদিয়ে।" [হজ্ব : ২৭]

আল্লাহতাকেহাজীদেরজন্যেপুরনোঘরপবিত্রকরারনির্দেশদিয়েছেন।আল্লাহতা'আলা বলেনঃ

وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَ طَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَ ٱلْقَآئِمِينَ وَ ٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾.

"আরস্মরণকরুনযখনআমিইবরাহীমেরজন্যনির্ধারণকরেদিয়েছিলামঘরেরস্থান, তখনবলেছিলাম, 'আমারসাথেকোনোকিছুশরীককরবেননাএবংআমারঘরকেতাওয়াফকারী, সালাতেদণ্ডায়মানএবংরুকুওসিজদাকারীদেরজন্যপবিত্ররাখুন।" [আল-হজ্ব : ২৬]

আরহজ্বহচ্ছে, সক্ষমসামর্থবানব্যক্তিরজীবনেএকবারনির্দিষ্টআমলেরউদ্দেশ্যেমক্কামুকাররামায়অ বস্থিতবায়তুল্লাহগমণকরা।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

"এবংসামর্থ্যবানমানুষেরউপরআল্লাহরজন্যবায়তুল্লাহরহজ্বকরাফরয।আরযেকুফ রীকরে, তবেআল্লাহতোনিশ্চয়সৃষ্টিকুলথেকেঅমুখাপেক্ষী।" [আলেইমরান : ৮]

হজেপবিত্রস্রষ্টাআল্লাহরজন্যেএকনিষ্ঠভাবেইবাদতআঞ্জামদিতেহজপালনকারীমুসলি মগণএকইস্থানেসমবেতহয়।আরসকলহাজীসাদৃশ্যপূর্ণনিয়মেহজেরবিধানগুলোআ ঞ্জামদেন, ফলেতাতেপরিবেশ, সংস্কৃতিওজীবনযাত্রারতারতম্যদূরহয়েযায়।

২৪-
আরইসলামেরইবাদতগুলোকেযেবিষয়টিসবচেয়েবেশীস্বাতন্ত্রপূর্ণকরে, সেটিহচ্ছেতারধরন, সময়ওশর্তসমূহ, যাআল্লাহতা‘আলাঅনুমোদনকরেছেনআরতাপৌঁছিয়েছেনতাররাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম।আজপর্যন্তকোনোমানুষতাতেহ্রাসওবৃদ্ধিরহস্তক্ষেপকরতেপারেনি।বড়বড়এসবইবাদতেরদিকেইসকলনবীআলাইহিমুসসালামআহ্বানকরেছেন।

আরইসলামেরইবাদতগুলোকেযেবিষয়টিসবচেয়েবেশীস্বাতন্ত্রপূর্ণকরে, সেটিহচ্ছেতারধরন, সময়ওশর্তসমূহ, যাআল্লাহতাআলাঅনুমোদনকরেছেনআরতাপৌঁছিয়েছেনতাররাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম।আজপর্যন্তকোনোমানুষতাতেহ্রাসওবৃদ্ধিরহস্তেক্ষপকরতেপারেনিআল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾.

“আজআমিতোমাদেরজন্যেতোমাদেরদীনকেসম্পূর্ণকরলামআরতোমাদেরওপরআমারনিআমতপূর্ণকরলামএবংতোমাদেরজন্যেইসলামকেদীনহিসেবেপছন্দকরলাম।” [আল-মায়েদা : ৩] আল্লাহতায়ালাআরোবলেনঃ

فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾.

"কাজেইআপনারপ্রতিযাওহীকরাহয়েছেতাদৃঢ়ভাবেঅবলম্বনকরুন।নিশ্চয়আপনিসরলসঠিকপথেরয়েছেন।" [আয-যুখরুফ : ৪৩]
আল্লাহতা'আলাসালাতসম্পর্কেবলেনঃ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾.

"অতঃপরযখনতোমরাসালাতপূর্ণকরবেতখনদাঁড়ানো, বসাওশোয়াঅবস্থায়আল্লাহরস্মরণকরবে।অতঃপরযখননিশ্চিন্তহবেতখনসালাত (পূর্বেরনিয়মে) কায়েমকরবে।নিশ্চয়সালাতমুমিনদেরউপরনির্দিষ্টসময়েফরয।"
[আন-নিসা : ১০৩] আল্লাহতা'আলাযাকাতেরখাতসম্পর্কেবলেনঃ

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ ٱلْمَسَـٰكِينِ وَ ٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَ ٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى ٱلرِّقَابِ وَ ٱلْغَـٰرِمِينَ وَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ ٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾.

"সদকাতোশুধুফকীর, মিসকীনওসদকাআদায়েরকাজেনিযুক্তকর্মচারীদেরজন্য, যাদেরঅন্তরআকৃষ্টকরতেহয়তাদেরজন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণভারাক্রান্তদেরজন্য, আল্লাহরপথেওমুসাফিরদেরজন্য।এটাআল্লাহরপক্ষথেকেনির্ধারিত।আরআল্লাহসর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [আত-তাওবাহ : ৬০] আল্লাহতা'আলাসিয়ামসম্পর্কেবলেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَ ٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾.

"রমাদানমাস, এতেকুরআননাযিলকরাহয়েছেমানুষেরহেদায়াতেরজন্যএবংহিদায়াতেরস্পষ্টনিদর্শনওসত্যাসত্যেরপার্থক্যকারীরূপে।কাজেইতোমাদেরমধ্যেযেএমাসপাবেসেযেনএমাসেসিয়ামপালনকরে।তবেতোমাদেরকেউঅসুস্থথাকলেবাসফরেথাকলেঅন্যদিনগু

লোতেএসংখ্যাপূরণকরবে।আল্লাহেতামাদেরজন্যসহজচানএবংতোমাদেরজন্যকষ্ট চাননা।আরযাতেতোমরাসংখ্যাপূর্ণকরএবংতিনিতোমাদেরকেযেহিদায়াতদিয়েছেন সেজন্যতোমরাআল্লাহরমহিমাঘোষণাকরএবংযাতেতোমরাকৃতজ্ঞতাপ্রকাশকর।”
[আল-বাকারা : ১৮৫] আল্লাহতা‘আলাহজ্বসম্পর্কেবলেনঃ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَ مَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَ تَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَ ٱتَّقُونِ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿١٩٧﴾.

“হজ্বহয়সুবিদিতমাসগুলোতে।তারপরযেকেউএমাসগুলোতেহজ্বকরাস্থিরকরেসেহ জ্বেরসময়স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায়আচরণওকলহ-
বিবাদকরবেনা।আরতোমরাউত্তমকাজথেকেযা-
ইকরআল্লাহতাজানেনআরতোমরাপাথেয়সংগ্রহকর।নিশ্চয়সবচেয়েউত্তমপাথেয়হ চ্ছেতাকওয়া।হেবোধসম্পন্নব্যক্তিগণ ! তোমরাআমারইতাকওয়াঅবলম্বনকর।”
[আল-বাকারাহ : ১৯৭]

সকলনবীআলাইহিসসালামইএসবমহানইবাদতেরপ্রতিআহ্বানকরেছেন।

২৫-

ইসলামেররাসূলমুহাম্মাদইবনেআব্দুল্লাহহলেনইস
মাইলইবনেইবরাহীমআলাইহিসসালামেরবংশধর
।৫৭১খৃস্টাব্দেমক্কায়জন্মগ্রহণকরেনএবংসেখানেই
তাকেপ্রেরণকরাহয়অতঃপরসেখানথেকেমদিনায়
হিজরতকরেন।তিনিকখনোতাঁরজাতিরসঙ্গেপ্রতি
মাপূজাসংক্রান্তকোনোকর্মেঅংশগ্রহণকরেননি,
তবেতাদেরসঙ্গেবড়বড়কর্মেঅংশগ্রহণকরতেন।
তাঁকেনবীহিসেবেপ্রেরণকরারপূর্বেতিনিমহানচরি
ত্রেরওপরপ্রতিষ্ঠিতছিলেন।তাঁরজাতিতাকেআল-
আমীনবলেডাকত।যখনতারবয়সচল্লিশহলোতখ
নতাকেনবীহিসেবেপ্রেরণকরাহলো।আল্লাহতাকেব
ড়বড়অনেকমুজিযাহ (অলৌকিকঘটনাবলী)
দ্বারাশক্তিশালীকরেছেন।এরমধ্যেসবচেয়েবড়নিদ
র্শনহচ্ছেআল-

কুরআনুলকারীম।এটিইহচ্ছেনবীগণেরসবচেয়েব
ড়নিদর্শন।নবীগণেরনিদর্শনহতেএটিইআজপর্যন্ত
অবশিষ্টরয়েছে।যখনআল্লাহতাঁরদীনকেপূর্ণকরলে
নএবংরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামওতাপ
রিপূর্ণভাবেপৌঁছালেনতখনতিষট্টিবছরবয়সেতি
নিমারাযান।নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের
শহরমদীনায়তাকেদাফনকরাহয়।আল্লাহররাসূল
মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামহলেননবীও
রাসূলগণেরসর্বশেষ।আল্লাহতাঁকেহিদায়াতওসত্য
দীনসহপ্রেরণকরেছেন, যেনমানুষকেমূর্তিপূজা,
কুফরওমূর্খতারঅন্ধকারথেকেতাওহীদওঈমানের
নূরেবেরকরেনিয়েআসেন।আল্লাহনিজেইসাক্ষ্যদি
য়েছেনযে,
তিনিতাঁকেস্বীয়অনুমতিতেতারদিকেইআহ্বানকা
রীহিসেবেপাঠিয়েছেন।

ইসলামেররাসূলমুহাম্মাদইবনআব্দুল্লাহহলেনইসমাইলইবনেইবরাহীমআলাইহিস সালামেরবংশধর।৫৭১খৃস্টাব্দেমক্কায়জন্মগ্রহণকরেনআরসেখানেইতাঁকেপ্রেরণকরা হয়এবংমদিনায়হিজরতকরেন।তারজাতিতাকেআল-
আমীনবলেডাকত।তিনিকখনোতারজাতিরসঙ্গেমূর্তিপূজাসংক্রান্তকোনোকর্মেঅংশ গ্রহণকরেননি,
তবেবড়বড়কর্মেতাদেরসঙ্গেঅংশগ্রহণকরতেন।তাঁকেনবীহিসেবেপ্রেরণকরারপূর্বে তিনিমহানচরিত্রেরওপরপ্রতিষ্ঠিতছিলেন।তাররবতাকেমহানচরিত্রদ্বারাভূষিতক রেছেন।আল্লাহতা'আলাতারসম্পর্কেবলেনঃ

.﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"আরনিশ্চয়আপনিমহানচরিত্রেরউপররয়েছেন।" [আল-কালাম : ৪]

যখনতিনিচল্লিশবছরেউপনীতহলেনআল্লাহতাকেনবীহিসেবেপ্রেরিতকরলেনএবংব ড়বড়অনেকনির্দশনদ্বারাতাকেশক্তিশালীকরলেন,
তন্মধ্যেসবচেয়েবড়নিদর্শনহচ্ছেআল-
কুরআনুলকারীম।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ
"প্রত্যেকনবীকেতাঁরযুগেরপ্রয়োজনমুতাবিককিছুমুজিযাদানকরাহয়েছে, যাদেখেলোকেরাতাঁরপ্রতিঈমানএনেছে।আমাকেযেমুজিযাদেয়াহয়েছেতাহচ্ছে, ওয়াহী- যাআল্লাহ্আমারপ্রতিঅবতীর্ণকরেছেন।কাজেইআমিআশাকরি, কিয়ামতেরদিনঅনুসারীদেরঅনুপাতেআমিইঅধিকহবে।" সহীহুলবুখারী।আল-
কুরআনুলকারীমহচ্ছেরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরপ্রতিআল্লাহতা'আ লারওহী।আল্লাহতা'আলাএসম্পর্কেবলেনঃ

.﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ (٢)

“এইসেইকিতাব, যাতেকোনোসন্দেহনেই, মুত্তাকীদেরজন্যহিদায়াত।” [আল-বাকারা : ২] আল্লাহতা‘আলাতাতেবলেনঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾.

“তবেকিতারাকুরআনকেগভীরভাবেঅনুধাবনকরেনা? যদিতাআল্লাহব্যতীতঅন্যকারোনিকটহতেআসত, তবেতারাএতেঅনেকঅসঙ্গতিপেত।” [আন-নিসা : ৮২] আরআল্লাহতা‘আলাজিনওমানুষেরপ্রতিচ্যালেঞ্জছুড়েদিয়েছেনযে, তারাতাঁর (আল-কুরআনুলকারীমের) মতনিয়েআসুক।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَ ٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴿٨٨﴾.

“বলুন, ‘যদিকুরআনেরঅনুরূপকুরআনআনারজন্যমানুষওজিনসমবেতহয়এবংযদিওতারাপরস্পরকেসাহায্যকরেতবুওতারাএরঅনুরূপআনতেপারবেনা।” [আল-ইসরা :৮৮] আল্লাহতাদেরকেচ্যালেঞ্জছুড়েদিয়েছেনযে, তারাকুরআনুলকারীমেরমতদশটিসূরানিয়েআসুক।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَ ٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾.

“নাকিতারাবলে, ‘সেএটানিজেরটনাকরেছে?’ বলুন, ‘তোমরাযদি (তোমাদেরদাবীতে) সত্যবাদীহওতবেতোমরাএরঅনুরূপদশটিসূরারচনাকরেনিয়েআসএবংআল্লাহছাড়াঅন্যযাকেপার (এব্যাপারেসাহায্যেরজন্য) ডেকেনাও।” [হুদ : ১৩] বরংআল্লাহতাদেরকেচ্যালেঞ্জছুড়েদিয়েছেনযে, তারাকুরআনুলকারীমেরমতএকটিসূরানিয়েআসুক।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾.

“আরআমিআমারবান্দারউপরযানাযিলকরেছি, যদিতোমরাসেসম্পর্কেসন্দেহেথাক, তবেতোমরাতারমতএকটিসূরানিয়েআসএবংআল্লাহছাড়াতোমাদেরসাক্ষীসমূহকে ডাক; যদিতোমরাসত্যবাদীহও।” [আল-বাকারা : ২৩]

আল-কুরআনুলআযীমনবীগণেরনিদর্শনসমূহথেকেএকমাত্রনিদর্শনযাআজপর্যন্তঅবশিষ্ট রয়েছে।আরযখনআল্লাহতা‘আলারাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরজন্যেদীন কেপূর্ণকরলেনএবংতিনিওতাসম্পূর্ণরূপেপৌঁছালেন, তখনতিনিতেষট্টিবছরবয়সেমারাযানএবংতাঁকেমদিনায়দাফনকরাহয়।

রাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামহলেননবীওরাসূলগণেরসর্বশেষ।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَ لَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَ خَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَ كَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾.

“মুহাম্মাদতোমাদেরকোনোপুরুষেরপিতানয়; তবেআল্লাহররাসূলওসর্বশেষনবী।আরআল্লাহসকলবিষয়েসর্বজ্ঞ।” [আল-আহযাব : ৪০] আবূহুরায়রারাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “আমারওআমারপূর্ববর্তীনবীদেরউপমাহচ্ছেসেলোকেরমতোযেএকটিপ্রাসাদনির্মাণ করলো।আরপ্রাসাদটিখুবসুন্দরওদৃষ্টিনন্দনকরল, তবেতারএকপার্শ্বেমাত্রএকটিইটেরস্থানখালীরেখেদিলো।লোকেরাপ্রাসাদটিরপাশদিয়েযাওয়ারসময়এরপ্রশংসাকরতেলাগলোএবংবলতেলাগলো, কেনএইটটিস্থাপনকরাহলোনা? রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেন,

আমিহলামসেইইট।আমিইসর্বশেষনবী।” সহীহুলবুখারী।ইঞ্জিলগ্রন্থেএসেছে, ঈসাআলাইহিসসালামরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামসম্পর্কেসুসংবাদ দিয়েবলেছেনঃ
‘নির্মাতারাযেপাথরটিকেবাদদিয়েছিলতাকোণারপ্রধানহয়েদাঁড়িয়েছে, তোমরাকিবইসমূহেকখনওপড়নি: ইয়াসূ (যীশু) তাদেরকেপ্রভুরতরফথেকেবলেছিলেন, তাএটিইছিলএবংএটিআমাদেরচোখেখুবচমৎকার।’
আরবর্তমানবিদ্যমানতওরাতগ্রন্থের ‘আদিপুস্তক’ অংশেমূসাআলাইহিসসালামকেকেন্দ্রকরেআল্লাহরবাণীবর্ণিতহয়েছে: (আমিতোমারমতোতাদেরভাইদেরমধ্যথেকেএকজননবীকেদাঁড়করবএবংআমারকথাতাঁরমুখেরাখবএবংআমিতাকেযাইনির্দেশদিবসেতাদেরকেতাবলবে।)
রাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেআল্লাহতা‘আলারহিদায়েতওসত্যদীনসহপ্রেরণকরেছেন।আরআল্লাহসাক্ষীদিয়েছেনযে, তিনিহকেরওপরপ্রতিষ্ঠিতআছেনএবংতিনিতাকেনিজঅনুমতিতেতারদিকেইআহ্বানকারীহিসেবেপ্রেরণকরেছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

﴿لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾﴾.

“কিন্তুআল্লাহসাক্ষ্যদিচ্ছেন, যাতোমারনিকটতিনিনাযিলকরেছেনতারমাধ্যমে।তিনিতানাযিলকরেছেননিজজ্ঞানেএবংফেরেশতারাওসাক্ষ্যদিচ্ছে।আরআল্লাহইসাক্ষীরূপেযথেষ্ট।” [আন-নিসা : ১৬৬] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَ دِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾﴾.

“তিনিইতাঁররাসূলকেপথনির্দেশওসত্যদীনসহপ্রেরণকরেছেন, অন্যসমস্তদীনেরউপরএকেজয়যুক্তকরারজন্য।আরসাক্ষীহিসেবেআল্লাহইযথেষ্ট।”

[আল-ফাতহ : ২৮]
আল্লাহতাঁকেহিদায়েতদিয়েপ্রেরণকরেছেনযেনতিনিমানুষদেরকেমূর্তিপূজা, কুফরওমূর্খতারঅন্ধকারথেকেতাওহীদওঈমানেরনূরেবেরকরেআনতেপারেন।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾.

"এরমাধ্যমেআল্লাহতাদেরকেশান্তিরপথদেখান, যারাতাঁরসন্তুষ্টিরঅনুসরণকরেএবংতাঁরঅনুমতিতেতিনিতাদেরকেঅন্ধকারথেকেআলোরদিকেবেরকরেন।আরতাদেরকেসরলপথেরদিকেহিদায়াতদেন।" [আল-মায়েদা : ১৬] আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

الٓر ۚ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿١﴾.

"আলিফ-লাম-রা, একিতাব, আমিএটাআপনারপ্রতিনাযিলকরেছিযাতেআপনিমানুষদেরকেতাদেররবেরঅনুমতিক্রমেবেরকরেআনতেপারেনঅন্ধকারথেকেআলোরদিকে, পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতপথেরদিকে।" [ইবরাহীম : ১]

২৬- ইসলামীশরীয়ত, যেটিরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম নিয়েএসেছেন,সেটিআল্লাহরসর্বশেষবার্তাওশরীয়ত।আরএটিইপরিপূর্ণশরীয়ত, তাতেমানুষেরদীনওদুনিয়ারকল্যাণরয়েছে।এইশরীয়তসর্বোচ্চপর্যায়েযাহেফাজতকরেতাহলো: মানুষেরদীনসমূহ,তাদেররক্ত,মালসমূহ,বিবেকওসন্তানাদির।এটিপূর্বেরসকলশরীয়তবিলুপ্তকারী। যেমনপূর্বেরশরীয়তগুলোএকটিঅপরটিকেরহিত করেছে।

ইসলামেরযেশরীয়তনিয়েরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামএসেছেন, সেটিইহচ্ছেআল্লাহররিসালতসমূহএবংরব্বানীশরীয়তসমূহেরপরিসমাপ্তকারী।আল্লাহএইরিসালতদ্বারাইদীনকেপূর্ণকরেছেন।আররাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেপ্রেরণকরারদ্বারামানুষেরউপরনিয়ামতপূর্ণহয়েছে।আল্লাহতায়ালাবলেনঃ

وَ ٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾.

“আজকেরদিনআমিতোমাদেরজন্যতোমাদেরদীনকেপরিপূর্ণকরছি।আরতোমাদেরওপরআমারনিআমতকেসম্পন্নকরেছি।আরইসলামকেতোমাদেরজন্যদীনহিসেবেমনোনিতকরেছি।” [আল-মায়েদা : ৩]

বস্তুতইসলামেরশরীয়তইহচ্ছেপূর্ণতারশরীয়ত।আরতাতেরয়েছেমানুষেরদীনওদুনিয়ারকল্যাণ।কারণএটিপূর্বেরশরীয়তসমূহেযাএসেছেতারসবকিছুকেজমাকরেছেএবংতাকেপূর্ণওসম্পন্নকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾.

“নিশ্চয়ইএকুরআনহেদায়াতকরেসেপথেরদিকেযাসরল, সুদৃঢ়এবংসৎকর্মপরায়ণমুমিনদেরকেসুসংবাদদেয়যে, তাদেরজন্যরয়েছেমহাপুরস্কার।” [আল-ইসরা : ৯]

ইসলামেরশরীয়তমানুষথেকেসেসববোঝাকেঅপসারণকরেছেযাপূর্বেরউম্মতেরওপরছিল।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَ ٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ٱلْأَغْلَـٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾.

“যারাঅনুসরণকরেরাসূলের, যেউম্মীনবী; যারগুণাবলীতারানিজদেরকাছেতাওরাতওইঞ্জিলেলিখিতপায়, যেতাদেরকেসৎকাজেরআদেশদেয়ওবারণকরেঅসৎকাজথেকেএবংতাদেরজন্যপবিত্রবস্তুহালালকরেআরঅপবিত্রবস্তুহারামকরে।আরতাদেরথেকেবোঝাওশৃংখল- যাতাদেরউপরেছিল- অপসারণকরে।সুতরাংযারাতারপ্রতিঈমানআনে, তাকেসম্মানকরে, তাকেসাহায্যকরেএবংতারউপরনাযিলকৃতযেআলোকময়কুরআননাযিলকরাহয়ে

ছেতাঅনুসরণকরেতারাইসফলকাম।” [আল-আরাফ : ১৫৭]

ইসলামেরশরীয়তপূর্বেরসকলশরীয়তরহিতওবিলুপ্তকারী।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا ۚ وَ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَ لَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾.

“আরআমিআপনারপ্রতিকিতাবনাযিলকরেছিযথাযথভাবে, এরপূর্বেরকিতাবেরসত্যায়নকারীওএরউপরতদারককারীরূপে।সুতরাংআল্লাহযা নাযিলকরেছেন, আপনিতারমাধ্যমেফয়সালাকরুনএবংআপনারনিকটযেসত্যএসেছে, তাত্যাগকরেতাদেরপ্রবৃত্তিরঅনুসরণকরবেননা।তোমাদেরপ্রত্যেকেরজন্যআমিনি র্ধারণকরেছিশরী‘আতওস্পষ্টপন্থাএবংআল্লাহযদিচাইতেন, তবেতোমাদেরকেএকউম্মতবানাতেন।কিন্তুতিনিতোমাদেরকেযাদিয়েছেন, তাতেতোমাদেরকেপরীক্ষাকরতেচান।সুতরাংতোমরাভালকাজেপ্রতিযোগিতাকর। আল্লাহরইদিকেতোমাদেরসবারপ্রত্যাবর্তনস্থল।অতঃপরতিনিতোমাদেরকেঅবহিত করবেন, যানিয়েতোমরামতবিরোধকরতে।” [আল-মায়িদাহ : ৪৮]

অতএবযেআল-কুরআনুলকারীমশরীয়তকেঅন্তর্ভুক্তকরেছেতাতারপূর্বেরসকলআল্লাহপ্রদত্তকিতাব কেসত্যায়নকারী, তারওপরবিচারকওতাকেরহিতকারীহিসেবেএসছে।

২৭-

আল্লাহসুবহানাহুঅতাআলাতাররাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরআনীতইসলামছাড়া

আরকোনোদীনগ্রহণকরবেননা।অতএবযেকেউই সলামছাড়াঅন্যকোনোধর্মগ্রহণকরবেসেটিতারথে কেকখনোগ্রহণকরাহবেনা।

আল্লাহসুবহানাহুতা‘আলাতাররাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেপ্রেরণকরারপরইসলামছাড়াআরকোনোদীনগ্রহণকরবেননা, যানিয়েএসছেনরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম।আরযেকেউইসলামছাড়াঅন্যকোনোধর্মগ্রহণকরবেসেটিতারথেকেকখনোগ্রহণকরাহবেনা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ مَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾.

“আরকেউইসলামব্যতীতঅন্যকোনোদীনগ্রহণকরতেচাইলেতাকখনোতারপক্ষথেকেকবুলকরাহবেনাএবংসেহবেআখিরাতেক্ষতিগ্রস্তদেরঅন্তর্ভুক্ত।” [আলুইমরান : 85] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَ مَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ وَ مَن يَكۡفُرۡ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ﴿١٩﴾.

“নিশ্চয়ইসলামইআল্লাহরনিকটএকমাত্রদীন।আরযাদেরকেকিতাবদেয়াহয়েছিলতারাকেবলমাত্রপরস্পরবিদ্বেষবশতঃতাদেরনিকটজ্ঞানআসারপরমতানৈক্যঘটিয়েছিল।আরযেআল্লাহরআয়াতসমূহেকুফরীকরবে, তবেনিশ্চয়আল্লাহদ্রুতহিসাবগ্রহণকারী।” [আলুইমরান : 19]

আরএইইসলামইহলোইবরাহীমখলীলআলাইহিসসালামেরধর্ম।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ إِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ أَمۡنًا وَ ٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَ إِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَ ٱلۡعَٰكِفِينَ وَ ٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾.

“আরযেনিজেকেনির্বোধকরেছেসেছাড়াইব্রাহীমএরমিল্লাতহতেআরকেবিমুখহবে! দুনিয়াতেতাকেআমরামনোনীতকরেছি; আরআখেরাতেওতিনিঅবশ্যইসৎকর্মশীলদেরঅন্যতম।” [আল-বাকারাহ : ১৩০]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ مَنۡ أَحۡسَنُ دِينًا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحۡسِنٌ وَ ٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفًاۗ وَ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾.

“তারচেয়েদীনেআরকেউত্তমযেসৎকর্মপরায়ণহয়েআল্লাহরনিকটআত্মসমর্পণকরেএবংএকনিষ্ঠভাবেইবরাহীমেরমিল্লাতকেঅনুসরণকরে? আরআল্লাহইবরাহীমকেঅন্তরঙ্গবন্ধুরূপেগ্রহণকরেছেন।” [আন-নিসা : ১২৫]

আল্লাহতা‘আলারাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেবলতেনির্দেশদিয়েছেনঃ

قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفًاۚ وَ مَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿١٦١﴾.

“বলুন, ‘নিশ্চয়আমাররবআমাকেসোজাপথেরহিদায়াতদিয়েছেন।তাসুপ্রতিষ্ঠিতদীন, ইবরাহীমেরআদর্শ, সেছিলএকনিষ্ঠএবংসেমুশরিকদেরঅন্তর্ভুক্তছিলনা।” [আল-আনআম : ১৬১]

২৮- আল-
কুরআনুলকারীমএমনএকগ্রন্থযাআল্লাহতাআলা
রাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরকা
ছেঅহীকরেছেন।এটিইহচ্ছেরাব্বুলআলামীনেরকা
লাম।আল্লাহতা‘আলামানুষওজিনেরপ্রতিচ্যালেঞ্জ
ছুড়েদিয়েছেনযে,
তারাএরমতগ্রন্থঅথবাতারএকটিসূরারমতসূরা
নিয়েআসুক।আজপর্যন্তসেইচ্যালেঞ্জবিদ্যমানআছে
।আল-
কুরআনুলকারীমঅনেকগুরুত্বপূর্ণপ্রশ্নেরউত্তরদেয়
, যালক্ষলক্ষমানুষকেঅবাককরেদিয়েছে।আল-
কুরআনুলআযীমআজপর্যন্তআরবীভাষায়সংরক্ষি
ত, যেইভাষায়এটিনাযিলহয়েছে,
তারথেকেএকটিহরফওহ্রাসপায়নি।এটিপ্রকাশিত
ওমুদ্রিত।এটিঅলৌকিকমহানকিতাব,

যাপাঠকরাঅথবাতারঅর্থানুবাদপাঠকরাখুবইজরুরি।যেমনিভাবেনির্ভরযোগ্যরাবীদের (বর্ণনাকারীদের) পরম্পরায়রাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরসুন্নাত, তারশিক্ষাওতারজীবনীসংরক্ষিতওবর্ণিতরয়েছে। এটিওআরবীভাষায়মুদ্রিত, যেভাষায়রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকথাবলেছেন।এটিওঅনেকভাষায়অনুবাদিত।আল-কুরআনুলকারীমওরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরসুন্নাতদুটোইইসলামেরবিধি-বিধানওতারশরীয়তেরএকমাত্রউৎস।অতএবইসলামইসলামেরসঙ্গেসম্পৃক্তব্যক্তিবর্গেরআচরণথেকেগ্রহণকরাযাবেনা,

বরংসেটিগ্রহণকরতেহবেআল্লাহরঅহীঃআল-কুরআনুলআযীমওনবীরসুন্নাতথেকে।

আল-কুরআনুলকারীমএমনএকগ্রন্থযাআল্লাহতাআলাআরবীরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরকাছেআরবীভাষায়অহীকরেছেন।আরতাইহচ্ছেরাব্বুলআলামীনেরকালাম।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَ إِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍۢ ﴿١٩٥﴾.

"আরনিশ্চয়এটা (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলেররবহতেনাযিলকৃত। (১৯২) বিশ্বস্তরুহ (জিবরাঈল) তানিয়েনাযিলহয়েছেন। (১৯৩) আপনারহৃদয়ে, যাতেআপনিসতর্ককারীদেরঅন্তর্ভুক্তহন। (১৯৪) সুস্পষ্টআরবীভাষায়। (১৯৫)" [আশ-শু'আরা : ১৯২, ১৯৫] আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾.

"আরনিশ্চয়আপনিআল-কুরআনপ্রাপ্তহচ্ছেনপ্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞেরনিকটথেকে।" [আন-নামাল : ৬]

এইকুরআনআল্লাহরপক্ষথেকেনাযিলকৃতএবংতারপূর্বেরআল্লাহপ্রদত্তকিতাবেরসত্যায়নকারী।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴿٣٧﴾.

"আরএকুরআনআল্লাহছাড়াঅন্যকারোরচনাহওয়াসম্ভবনয়।বরংএরআগেযানাযিলহয়েছেএটাতারসত্যায়নএবংসেগুলোরবিশদব্যাখ্যাদানকারী।এতেকোনোসন্দে

হনেইযে, এটাসৃষ্টিকুলেররবেরপক্ষথেকে।” [ইউনুস : ৩৭]
ইহুদীওখ্রীস্টানেরাতাদেরদীনেরব্যাপারেযেসবমাসআলায়মতবিরোধকরেছেতারঅধিকাংশমাসআলায়আল-কুরআনুলআযীমসঠিকসিদ্ধান্তপেশকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾.

“নিশ্চয়একুরআনতাদেরকাছেবর্ণনাকরছে, বনীইসরাঈলযেসববিষয়েবিতর্ককরেতারঅধিকাংশই।” [আন-নামাল : ৭৬]
আল-কুরআনুলআযীমআল্লাহতাআলাএবংতাঁরদীনওপুরষ্কারসম্পর্কিতহাকিকত (বাস্তবতা) জানারএমনসবদলিলওপ্রমাণঅন্তর্ভুক্তকরেছেযারফলেমানুষেরওপরপ্রমাণসাব্যস্তহয়েযায়।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾.

“আরঅবশ্যইআমরাএকুরআনেমানুষেরজন্যসর্বপ্রকারদৃষ্টান্তউপস্থিতকরেছি, যাতেতারাউপদেশগ্রহণকরে।” [আয-যুমার : ২৭] আল্লাহতা‘আলাআরওবলেনঃ

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾.

“আরআমিআপনারপ্রতিকিতাবনাযিলকরেছিপ্রত্যেকবিষয়েরস্পষ্টব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, রহমতওমুসলিমদেরজন্যসুসংবাদস্বরূপ।” [আন-নাহাল : ৮৯] আল-কুরআনুলকারীমঅনেকগুরুত্বপূর্ণপ্রশ্নেরউত্তরপ্রদানকরে, যালক্ষলক্ষমানুষকেঅবাককরেদিয়েছে।যেমনআল্লাহআসমানওজমিনকিভাবেসৃষ্টিকরেছেনকুরআনুলকারীমতারব্যাখ্যাপ্রদানকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَ جَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾.

"যারাকুফরীকরেতারাকিদেখেনাযে, আসমানসমূহওযমীনমিশেছিলওতপ্রোতভাবে,তারপরআমিউভয়কেপৃথককরেদিলামএবংযতপ্রাণীওউদ্ভিদসৃষ্টিকরলামপানিথেকে; তবুওকিতারাঈমানআনবেনা?" [আল-আম্বিয়া : ৩০] আরআল্লাহতা'আলাকিভাবেমানুষসৃষ্টিকরেছেন, তিনিবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَ نُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَ مِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَ مِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَ تَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ﴿٥﴾.

"হেমানুষ! যদিতোমরাপুনরুত্থানেরব্যাপারেসন্দেহেথাকতবেনিশ্চয়ইজেনেরেখো, আমিতোমাদেরকেমাটিথেকেসৃষ্টিকরেছি, তারপরশুক্রথেকে, তারপরতাপরিণতহওয়াজমাটরক্তথেকে, তারপরপূর্ণাকৃতিবিশিষ্টঅথবাঅপূর্ণাকৃতিবিশিষ্টগোশুথেকে।তোমাদেরনিকটবিষয়টিসুস্পষ্টরূপেবর্ণনাকরারনিমিত্তে।আরআমিযাইচ্ছাকরিতাএকটিনির্দিষ্টকালপর্যন্তমাতৃগর্ভেঅবস্থিতরাখি।অতঃপরআমিতোমাদেরকেশিশুরূপেবেরকরি, পরেযাতেতোমরাযৌবনেউপনীতহও।তোমাদেরমধ্যেকারোকারোমৃত্যুদেয়াহয়এবয়সেই, আবারকাউকেকাউকেফিরিয়েনেয়াহয়হীনতমবয়সে, যাতেসেজ্ঞানলাভেরপরওকিছুনাজানে।তুমিজমিনকেদেখতেপাওশুষ্কাবস্থায়, অতঃপরযখনইআমিতাতেপানিবর্ষণকরি, তখনতাআন্দোলিতওস্ফীতহয়এবংউদগতকরেসকলপ্রকারসুদৃশ্যউদ্ভিদ।" [আল-

হাজ্জঃ৫]
এইজীবনেরপরমানুষেরপ্রত্যাবর্তনকোথায়এবংনেককারওবদকারেরপ্রতিদানকী তাওবর্ণনাকরে।এইবিষয়েরদলিল (২০)
নংঅংশেউল্লেখহয়েছে।আরএইঅস্তিত্বএমনিতেইএসছেনাকিকোনোগুরুত্বপূর্ণউদ্দেশ্যে সৃষ্টিকরাহয়েছেতাওবর্ণনাকরে? আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

أَوَ لَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلۡأَرۡضِ وَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ وَ أَنۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقۡتَرَبَ أَجَلُهُمۡۖ فَبِأَيِّ حَدِيثِۭ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ ﴿١٨٥﴾.

"তারাকিদৃষ্টিপাতকরেনিআসমানসমূহওযমীনেররাজত্বেএবংআল্লাহযাকিছুসৃষ্টি করেছেনতারপ্রতি? আর (এরপ্রতিযে) হয়তোতাদেরনির্দিষ্টসময়নিকটেএসেগিয়েছে? সুতরাংতারাএকুরআনেরপরআরকোনকিতাবেরপ্রতিঈমানআনবে " [আল-আরাফ : ১৮৫] আল্লাহতা'আলাআরওবলেনঃ

أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ﴿١١٥﴾.

"তোমরাকিমনেকরেছিলেযে, আমিতোমাদেরকেঅনর্থকসৃষ্টিকরেছিএবংতোমাদেরকেআমারকাছেফিরিয়েআনাহবেনা?" [আল-মুমিনুন : ১১৫] আল-কুরআনুলআযীমযেভাষাতেনাযিলহয়েছেআজপর্যন্তসেভাষাতেইসংরক্ষিতরয়েছে। আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَ إِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾.

"নিশ্চয়আমিকুরআননাযিলকরেছিএবংআমিঅবশ্যইতারসংরক্ষক।" [আল-হিজর : ৯] কুরআনথেকেএকটিহরফওহ্রাসপায়নি, বস্তুতেতাতেবৈপরীত্বঅথবাত্রুটিঅথবাবিকৃতিঘটাঅসম্ভব।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَ لَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ﴿٨٢﴾.

"তবেকিতারাকুরআনকেগভীরভাবেঅনুধাবনকরেনা? যদিতাআল্লাহব্যতীতঅন্যকারোনিকটহতেআসত, তবেতারাএতেঅনেকঅসঙ্গতিপেত।" [আন-নিসা : ৮২]

কুরআনপ্রকাশিতওমুদ্রিতকিতাব।এটিঅলৌকিকমহানকিতাব, যাপাঠকরাঅথবাতারদিকেমনোনিবেশকরাঅথবাতারঅর্থানুবাদপাঠকরাখুবইজরুরি।যেমনিভাবেনির্ভরযোগ্যরাবীদের (বর্ণনাকারীদের) পরম্পরায়রাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরসুন্নাত, তারশিক্ষাওতারজীবনীআরবীভাষায়সংরক্ষিতওবর্ণিতরয়েছে, যেভাষায়কথাবলেছেনরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামএবংতাঅনেকভাষায়অনূদিত।আল-কুরআনুলকারীমওরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরসুন্নাতদুটোইইসলামেরবিধি-বিধানওতারশরীয়তেরএকমাত্রউৎস।অতএবইসলামইসলামেরসঙ্গেসম্পৃক্তব্যক্তিবর্গেরআচরণথেকেগ্রহণকরাযাবেনা, বরংসেটিগ্রহণকরতেহবেআল্লাহরনির্ভুলঅহীথেকেঃআল-কুরআনুলআযীমওনববীসুন্নাত।আল্লাহতা'আলাকুরআনপ্রসঙ্গেবলেনঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾.

"নিশ্চয়যারাতাদেরকাছেকুরআনআসারপরতারসাথেকুফরীকরে (তাদেরকেকঠিনশাস্তিদেয়াহবে); আরএতোঅবশ্যইএকসম্মানিতগ্রন্থ।বাতিলএতেঅনুপ্রবেশকরতেপারেনাসামনেথেকেওনা, পিছনথেকেওনা।এটাপ্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতেরকাছথেকেনাযিলকৃত।" [ফুসসিলাত : ৪১-৪২]

আরনবীরসুন্নাতএবংতাআল্লাহরপক্ষথেকেঅহীহওয়াপ্রসঙ্গেআল্লাহতা'আলাবলেনঃ

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ وَ ٱلْمَسَـٰكِينِ وَ ٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَ مَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱ لرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾.

"আররাসূলতোমাদেরকেযাদেয়তাতোমারাগ্রহণকরএবংযাথেকেতোমাদেরকেনিষেধকরেতাথেকেবিরতথাকএবংতোমরাআল্লাহরতাকওয়াঅবলম্বনকর; নিশ্চয়আল্লাহশাস্তিদানেকঠোর।" [আল-হাশর : ৭]

২৯- ইসলামপিতা-মাতারপ্রতিসদাচারণকরারপ্রতিনির্দেশদেয়, যদিওতারাঅমুসলিমহয়এবংসন্তানদেরপ্রতিহিত কামনারউপদেশপ্রদানকরে।

ইসলামপিতা-মাতারপ্রতিসদাচারণকরারনির্দেশপ্রদানকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

۞ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَ بِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾.

“আরআপনাররবআদেশদিয়েছেনএকমাত্রতিনিছাড়াঅন্যকারো 'ইবাদাতনাকরতেওপিতা-মাতারপ্রতিসদ্ব্যবহারকরতে।তারাএকজনবাউভয়ইতোমারজীবদ্দশায়বার্ধক্যেউপনীতহলেতাদেরকে 'উফ' বলনাএবংতাদেরকেধমকদিওনা; তাদেরসাথেসম্মানসূচককথাবল।” [আল-ইসরা : ২৩]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ وَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَ فِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَ لِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾.

“আরআমিমানুষকেতারমাতাপিতারব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশদিয়েছি।তারমাকষ্টেরপরকষ্টভোগকরেতাকেগর্ভেধারণকরেছে।আরতারদুধপানশেষকরিয়েছেদুবছরে; সুতরাংআমারওতোমারপিতা-মাতারশুকরিয়াআদায়কর।প্রত্যাবর্তনতোআমারকাছেই।” [লুকমান : ১৪]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ وَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَـٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَ حَمْلُهُۥ وَ فِصَـٰلُهُۥ ثَلَـٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَـٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَ أَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾.

"আরআমিমানুষকেতারমাতা - পিতারপ্রতিসদ্ব্যবহারেরনির্দেশদিয়েছি।তারমাতাকেগর্ভেধারণকরেকষ্টেরসাথেএবং প্রসবকরেকষ্টেরসাথে, তাকেগর্ভেধারণকরতেওতারস্তন্যছাড়াতেলাগেত্রিশমাস, অবশেষেযখনসেপূর্ণশক্তিপ্রাপ্তহয়এবংচল্লিশবছরেউপনীতহয়, তখনসেবলে 'হেআমাররব! আপনিআমাকেসামর্থ্যদিন, যাতেআমিআপনারপ্রতিকৃতজ্ঞতাপ্রকাশকরতেপারি, আমারপ্রতিওআমারপিতা-মাতারপ্রতিআপনিযেঅনুগ্রহকরেছেন, তারজন্যএবংযাতেআমিএমনসৎকাজকরতেপারিযাআপনিপছন্দকরেন; আরআমারজন্যআমারসন্তান–সন্ততিদেরকেসংশোধনকরেদিন, নিশ্চয়আমিআপনারইঅভিমুখীহলামএবংনিশ্চয়আমিমুসলিমদেরঅন্তর্ভুক্ত।" [আল-আহকাফ : ১৫]

আরআবুহুরাইরাহরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেবর্ণিত।তিনিবলেনঃজনৈকব্যক্তিরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরকাছেএসেজিজ্ঞেসকরল, হেআল্লাহররাসূল! মানুষেরমধ্যেআমারসদ্ব্যবহারপাওয়ারসর্বাধিকঅধিকারীব্যক্তিকে? তিনিবললেন, "তোমারমা।" সেবলল, তারপরকে? তিনিবললেন, "তোমারমা।" সেবলল, তারপরকে? তিনিবললেন, "তারপরওতোমারমা।" সেবলল, তারপরকে? তিনিবললেন, "তোমারপিতা।" সহীহমুসলিম।পিতা-মাতামুসলিমহোককিংবাঅমুসলিমতাদেরউভয়েরপ্রতিসদ্ব্যবহারেরএইনির্দেশসমানভাবেপ্রযোজ্য।আসমাবিনতআবুবকরথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন, "আমারমামুশরিকঅবস্থায়কুরাইশদেরযুগেএবংতাদেরসময়ে, যেহেতুতারানবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরসঙ্গেচুক্তিতেআবদ্ধহয়েছিল, তারছেলেরসঙ্গেআমারকাছেআগমনকরেন।ফলেআমিনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া

সাল্লামেরনিকটফতোয়াতলবকরলামএবংবললাম, আমারমাআমারনিকটএসছেনএবংতিনিআত্মিয়তারপ্রতিআগ্রহী, আমিকীতারসাথেসম্পর্কঠিকরাখবো ? তিনিবললেন, হ্যাঁ, তোমারমারসাথেসম্পর্কবজায়রাখো।” সহীহুলবুখারী।বরংযদিপিতা-মাতাউভয়সন্তানকেইসলামথেকেকুফরেফিরিয়েআনারচেষ্টাওতদবিরকরে, তখন - এইঅবস্থাতেইসলামতাকেনির্দেশদেয়যে, তাদেরঅনুসরণকরবেনাআরআল্লাহরপ্রতিঈমানদারহিসেবেঅবস্থানকরবেএবংতাদেরপ্রতিঅনুগ্রহকরবেওতাদেরসঙ্গেসদ্ব্যবহারকরবে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ إِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَ صَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَ ٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾.

“আরতোমারপিতা-মাতাযদিতোমাকেআমারসাথেশির্ককরারজন্যপীড়াপীড়িকরে, যেবিষয়েতোমারকোনোজ্ঞাননেই, তাহলেতুমিতাদেরকথামেনোনাএবংদুনিয়াতেতাদেরসাথেবসবাসকরবেসদ্ভাবেআর যেআমারঅভিমুখীহয়েছেতারপথঅনুসরণকর।তারপরতোমাদেরফিরেআসাআমারইকাছে, তখনতোমরাযাকরতেসেবিষয়েআমিতোমাদেরকেঅবহিতকরব।” [লুকমান : ১৫] ইসলামমুসলিমকেতারমুশরিকআত্মীয়-স্বজনেরপ্রতিঅথবাঅনাত্মীয়মুশরিকদেরপ্রতিযদিতারাতারসঙ্গেযুদ্ধেলিপ্তনাহয়তবে তাদেরসাথেসদ্ব্যবহারকরতেনিষেধকরেনা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾.

“দীনেরব্যাপারেযারাতোমাদেরবিরুদ্ধেযুদ্ধকরেনিএবংতোমাদেরকেস্বদেশথেকেবহিস্কারকরেনিতাদেরপ্রতিমহানুভবতাদেখাতেওন্যায়বিচারকরতেআল্লাহতোমাদেরকেনিষেধকরেননা।নিশ্চয়আল্লাহ্ন্যায়পরায়ণদেরকেভালবাসেন।” [আল-মুমতাহিনা : ৮]

ইসলামসন্তানদেরপ্রতিহিতাকাঙ্খীহওয়ারনির্দেশদেয়,আরইসলামপিতাকেসবচেয়েব ড়নির্দেশএইদেয়যে,

সেযেনতারসন্তানদেরওপরতাদেররবেরহকসমূহশিক্ষাদেয়।যেমননবীসাল্লাল্লাহুআ লাইহিওয়াসাল্লামতারচাচাতোভাইআব্দুল্লাহইবনআব্বাসরাদিয়াল্লাহুআনহুমাকেব লেছেনঃ “হেবৎসঅথবাহেকচিছেলে,
আমিকিতোমাকেকিছুবাক্যশিক্ষাদেবনাযারদ্বারাআল্লাহতোমাকেউপকৃতকরবেন ? আমিবললাম, অবশ্যই।তিনিবললেন,

তুমিআল্লাহকেহিফাযতকরআল্লাহতোমাকেহিফাযতকরবেন।তুমিআল্লাহকেহিফায তকরতোমারসামনেইতাঁকেপাবে।তুমিস্বাচ্ছন্দেতাঁকেস্মরণকরলেতিনিমুসিবতেতো মাকেস্মরণকরবেন।আরযখনচাইবেতখনআল্লাহরনিকটচাইবে,আরযখনসাহায্য প্রার্থনাকরবেতখনআল্লাহরনিকটসাহায্যপ্রার্থনাকরবে।”

হাদীসটিআহমাদবর্ণনাকরেছেন : ৪/২৮৭।আল্লাহতাআলাপিতা-মাতাকেতাদেরসন্তানদেরএমনকিছ্ুশিখাতেনির্দেশদিয়েছেনযাতাদেরদীনিওদুনিয়া বীবিষয়েতাদেরউপকারকরবে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَ ٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾.

“হেইমানদারগণ! তোমারানিজেদেরকেএবংতোমাদেরপরিবার-পরিজনকেরক্ষাকরআগুনথেকে, যারইন্ধনহবেমানুষএবংপাথর, যাতেনিয়োজিতআছেনির্মম, কঠোরস্বভাবফেরেশতাগণ, যারাঅমান্যকরেনাতা, যাআল্লাহতাদেরকেআদেশকরেন।আরতারাযাকরতেআদেশপ্রাপ্তহয়তা-ইকরে।”
[তাহরীম : ৬] আলীরাদিয়াল্লাহুআনহুথেকেআল্লাহরবাণীসম্পর্কেবর্ণিতআছেঃ “তোমরানিজেদেরকেওতোমাদেরপরিবারকেআগুনথেকেবাঁচাও।” তিনিবলতেন, ”তাদেরকেআদবওইলমশিক্ষাদাও।”
আরনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামওপিতারপ্রতিতারসন্তানকেসালাতশিক্ষাদিতে

নির্দেশদিয়েছেনযেনসেসালাতেঅভ্যস্তহয়।নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ
“তোমরাতোমাদেরসন্তানদেরকেসালাতেরনির্দেশদাও, যখনতারাসাতবছরেরহয়।”
হাদীসটিআবুদাঊদবর্ণনাকরেছেন।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামআরওব
লেনঃ
“তোমরাপ্রত্যেকেদায়িত্বশীলআরতোমরাপ্রত্যেকেতারদায়িত্বসম্পর্কেজিজ্ঞাসিতহবে
।ইমামদায়িত্বশীল,
সেতারপ্রজাদেরসম্পর্কেজিজ্ঞাসিতহবে।ব্যক্তিতারপরিবারেদায়িত্বশীল,
সেতারদায়িত্সম্পর্কেজিজ্ঞাসিতহবে।নারীতারস্বামীরঘরেদায়িত্বশীল,
সেতারদায়িত্বসম্পর্কেজিজ্ঞাসিতহবে।খাদিমতারমনিবেরসম্পদেদায়িত্বশীল,
সেতারদায়িত্বসম্পর্কেজিজ্ঞাসিতহবে।বস্তুততোমরাপ্রত্যেকেদায়িত্বশীলআরতারদা
য়িত্বসম্পর্কেজিজ্ঞাসিতহবে।”
সহীহইবনহিব্বান৪৪৯০।ইসলামপিতাকেতারসন্তানাদিওপরিবারেরওপরখরচকরা
রনির্দেশদিয়েছেন।এরকিছুবিষয় (১৮)
নংঅনুচ্ছেদেউল্লেখকরাহয়েছেআরনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামসন্তানদেরওপ
রখরচকরারফজিলতবর্ণনাকরেছেন।তিনিবলেছেনঃ “সর্বোত্তমদীনার (টাকা-
পয়সা) যাব্যক্তিখরচকরে: এমনদীনারযাব্যক্তিতারপরিবার-
পরিজনেরওপরখরচকরেএবংএমনদীনারযাব্যক্তিআল্লাহরপথে
(অর্থাৎজিহাদেরউদ্দেশে)
তারবাহনেরওপরখরচকরেএবংএমনদীনারযাসেআল্লাহরপথেতারসঙ্গীসাথীদেরও
পরখরচকরে।আবূকিলাবাহবলেন,
তিনিপরিবারেরলোকজনদিয়েশুরুকরেছেন।অতঃপরআবূকিলাবাহবলেন,
ঐব্যক্তিরচেয়েআরকেবেশীসাওয়াবেরঅধিকারীযেতারছোটসন্তানদেরজন্যখরচক
রেএবংআল্লাহতা'আলাএরবিনিময়েতাদেরকেপবিত্ররাখেন,
উপকৃতকরেনএবংঅভাবমুক্তরাখেন।” সহীহমুসলিম৯৯৪।

৩০- ইসলামকথাওকর্মেইনসাফকরারনির্দেশদেয়, এমনকিশত্রুরসঙ্গেও।

আল্লাহসুবহানাহুওয়াতাআলাস্বীয়কর্মেওবান্দাদেরমাঝেতারপরিকল্পনায়ইনসাফ ওন্যায়েরগুণেগুণান্বিত।তিনিযানির্দেশদিয়েছেনওযাথেকেনিষেধকরেছেনএবংতিনি যাসৃষ্টিকরেছেনওযানির্ধারণকরেছেনসবক্ষেত্রেইসঠিকওসোজাপথেরওপরপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَ أُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾.

“আল্লাহসাক্ষ্যদেনযে, তিনিছাড়াকোনো (সত্য) মাবূদনেই, আরফেরেশ্তাওজ্ঞানীগণও।তিনিন্যায়দ্বারাপ্রতিষ্ঠিত।তিনিছাড়াকোনো (সত্য) মাবূদনেই।তিনিপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [আলুইমরান : ১৮]

আল্লাহইনসাফকরারনির্দেশদেন, আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَ أَقِيمُواْ ﴿٢٩﴾.

“বলুন, ‘আমাররবনির্দেশদিয়েছেনন্যায়বিচারের।” [আল-আরাফ : ২৯]

প্রত্যেকরাসূলওনবীআলাইহিমুসসালামইনসাফসঙ্গেকরেইএসছেন।আল্লাহতা‘আলা বলেনঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَ ٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَ أَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَ رُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾.

“অবশ্যইআমিআমাররাসূলগণকেপাঠিয়েছিস্পষ্টপ্রমাণসহএবংতাদেরসঙ্গেদিয়েছি কিতাবওন্যায়েরপাল্লা, যাতেমানুষসুবিচারপ্রতিষ্ঠাকরে।” [আল-হাদীদ: ২৫] মিযানহচ্ছেকথাওকর্মেন্যায়পরায়নতা।ইসলামকথাওকর্মেইনসাফেরনির্দেশদেয়এম নকিশত্রুরসঙ্গেও।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَ إِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾.

“হেমুমিনগণ, তোমরান্যায়েরউপরসুপ্রতিষ্ঠিতথাকবেআল্লাহরজন্যসাক্ষীরূপে।যদিওতাতোমাদের নিজদেরকিংবাপিতা-মাতারঅথবানিকটাত্মীয়দেরবিরুদ্ধেহয়।যদিসেবিত্তশালীহয়কিংবাদরিদ্র, তবেআল্লাহউভয়েরঘনিষ্ঠতর।সুতরাংন্যায়প্রতিষ্ঠাকরতেতোমরাপ্রবৃত্তিরঅনুসরণ করোনা।আরযদিতোমরাঘুরিয়ে-পেঁচিয়েকথাবলকিংবাএড়িয়েযাওতবেআল্লাহতোমরাযাকরসেবিষয়েসম্যকঅবগত।” [আন-নিসা : ১৩৫] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾ [المائدة: 2]

“তোমাদেরকেমসজিদুলহারামেপ্রবেশেবাঁধাদেয়ারকারণেকোনোসম্প্রদায়েরপ্রতি বিদ্বেষতোমাদেরকেযেনকখনইসীমালঙ্ঘনেপ্ররোচিতনাকরে।নেককাজওতাকওয়া য়তোমরাপরস্পরসাহায্যকরবেএবংপাপওসীমালংঘনেএকেঅন্যেরসাহায্যকরবেনা

।আরআল্লাহরতাকওয়াঅবলম্বনকর।নিশ্চয়আল্লাহশাস্তিদানেকঠোর।” [আল-মায়েদাহ : ২] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾.

“হেমুমিনগণ, তোমরাআল্লাহরজন্যন্যায়েরসাথেসাক্ষ্যদানকারীহিসেবেসদাদন্ডায়মানহও।কোনো কওমেরপ্রতিশত্রুতাযেনতোমাদেরকেকোনোভাবেপ্ররোচিতনাকরেযে, তোমরাইনসাফকরবেনা।তোমরাইনসাফকর,তাতাকওয়ারনিকটতর।” [আল-মায়েদাহ : ৮] আপনিকিবর্তমানযুগেরজাতিসমূহঅথবামানুষেরধর্মসমূহেরনিয়ম-কানুনেনিজেরএবংপিতমাতা-আত্মীয়-স্বজনেরবিপক্ষেহলেওসত্যসাক্ষীপ্রদানকরাওসত্যকথাবলারএরূপনির্দেশএবংদোস্তও দুশমনসবারসঙ্গেইনসাফকরারএরূপআদেশদেখতেপাবেন!

নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামসন্তানদেরমাঝেইনসাফকরারনির্দেশদিয়েছেন।আমিরথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন, আমিনুমানইবনবাশিররাদিয়াল্লাহুআনহুমাকেমিম্বারেরওপরবলতেশুনেছি, আমারবাবাআমাকেএকটিহাদিয়াদিয়েছেন, তখনআমরাহবিনতরাওয়াহাহবলল, আমিরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেসাক্ষীনাবানানোপর্যন্তসন্তুষ্টহবনা। ফলেসেরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরনিকটএসেবলল, আমরাহবিনতরাওয়াহারগর্ভেরআমারছেলেকেআমিএকটিহাদিয়াদিয়েছি, হেআল্লাহররাসূল, ফলেসেআপনাকেসাক্ষীবানাতেআমাকেনির্দেশদিয়েছে।তিনিবললেন, “তুমিকিতোমারসকলসন্তানকেএরূপদিয়েছো?” সেবলল, না।তিনিবললেন, “আল্লাহকেভয়করএবংতোমাদেরসন্তানদেরমাঝেইনসাফকর।” সেবলল, তিনিফিরেএলেনওতারহাদিয়াফিরতনিলেন। [সহীহুলবুখারী: ২৫৮৭]

এটিএজন্যেযে,মানুষওরাষ্ট্রসমূহেরবিষয়াদিইনসাফছাড়াঠিকথাকেনাএবংইনসাফছাড়ামানুষতাদেরদীন, রক্ত, সন্তানাদি, সম্মান, সম্পদওদেশেরব্যাপারেনিরাপদনয়।এইজন্যেদেখিযখনমক্কারকাফিররামক্কাতেমুসলিমদেরওপরসংকীর্ণতাকরেছিলতখননবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামমুসলিমদেরকেহাবশায়হিজরতকরারনির্দেশদিয়েছেনএবংতারকারণবর্ণনাকরেছেনযে, সেখানেএকজনইনসাফকারীবাদশাহরয়েছেযারনিকটকেউজুলমেরশিকারহয়না।

৩১-

ইসলামসকলসৃষ্টিরপ্রতিসদাচারণকরারনির্দেশদেয়এবংউত্তমচরিত্রওসুন্দরআমলেরপ্রতিআহ্বানকরে।

ইসলামসকলসৃষ্টিরপ্রতিসদাচারণকরারনির্দেশপ্রদানকরে।আল্লাহতা'আলাবলেন,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَ ٱلۡإِحۡسَٰنِ وَ إِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَ يَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَ ٱلۡمُنكَرِ وَ ٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾.

"নিশ্চয়আল্লাহন্যায়পরায়ণতা,সদাচরণওআত্মীয়-স্বজনকেদানেরনির্দেশদেন।" [আন-নাহল : ৯০] আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَ ٱلضَّرَّآءِ وَ ٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَ ٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٣٤﴾.

"যারাসচ্ছলওঅসচ্ছলঅবস্থায়ব্যয়করে, যারাক্রোধসংবরণকারীএবংমানুষেরপ্রতিক্ষমাশীল;আরআল্লাহসৎকর্মশীলদেরকেভালবাসেন।" [আলেইমরান :১৩৪]

আররাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

“নিশ্চয়আল্লাহপ্রতিটিবস্তুতেসদাচরণকেজরুরীকরেদিয়েছেন।সুতরাংতোমরাযখন হত্যাকরবে,তখনভালভাবেহত্যাকরোএবংযখনজবাইকরবে, তখনভালভালেজবাইকরো।তোমাদেরপ্রত্যেকেযেননিজছুরিধারালকরেনেয়এবংয বেহকৃতপশুকেআরামদেয়।” [সহীহমুসলিম: ১৯৫৫]।ইসলামসম্মানজনকআচরণওসুন্দরআমলেরদিকেআহ্বানকরে।আল্লাহতা আলাপূর্বেরকিতাবসমূহেরাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরগুণাবলীপ্রস ঙ্গেবলেছেনঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَ ٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾.

“যারাঅনুসরণকরেরাসূলের, যেউম্মীনবী; যারগুণাবলীতারানিজদেরকাছেতাওরাতওইঞ্জিলেলিখিতপায়, যেতাদেরকেসৎকাজেরআদেশদেয়ওবারণকরেঅসৎকাজথেকেএবংতাদেরজন্যপবি ত্রবস্তুহালালকরেআরঅপবিত্রবস্তুহারামকরে।আরতাদেরথেকেবোঝাওশৃংখল- যাতাদেরউপরেছিল- অপসারণকরে।সুতরাংযারাতারপ্রতিঈমানআনে, তাকেসম্মানকরে, তাকেসাহায্যকরেএবংতারউপরনাযিলকৃতযেআলোকময়কুরআননাযিলকরাহয়ে ছেতাঅনুসরণকরেতারাইসফলকাম।” [আল-আরাফ : ১৫৭] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “হেআয়িশাহ্! আল্লাহতা’আলানম্রব্যবহারকারী।তিনিনম্রতাকেপছন্দকরেন।তিনিনম্রতারওপর যাদানকরেনতাকঠোরতাওঅন্যকোনোকিছুরওপরদানকরেননা।” [সহীহমুসলিম: ২৫৯৩]।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “আল্লাহতা‘আলাতোমাদেরউপরমায়েরনাফরমানীকরা, কন্যাসন্তানকেজীবন্তকবরদেয়াএবংকারোপ্রাপ্যনাদেয়াওঅন্যায়ভাবেকিছুচাওয়াকে

হারামকরেছেনআরতোমাদেরজন্যেঅপছন্দকরেছেনঅনর্থককথাবলা, অতিরিক্তপ্রশ্নকরাওমালবিনষ্টকরাকে।” [সহীহুলবুখারী২৪০৮]
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ
“তোমরাঈমাননাআনাপর্যন্তজান্নাতেপ্রবেশকরবেনাআরতোমাদেরঈমানআনাহবে নাযতক্ষণনাতোমরাএকেঅপরকেমহব্বতকরবে।আমিকিতোমাদেরকেএমনজিনিস বলেদিবনা, যখনতোমরাতাকরবেএকেঅপরকেমহব্বতকরবে? তোমরাপরস্পরেরমাঝেসালামেরপ্রসারকর।” [সহীহমুসলিম: ৫৪]

৩২- ইসলামপ্রসংশিতচরিত্রেরনির্দেশদেয়, যেমনসততা, আমানতদারী, পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা, বীরত্ব, দানশীলতা, বদান্যতা, অভাবীদেরসাহায্যকরা, ফরিয়াদপ্রার্থীরপ্রয়োজনপূরণকরা, ক্ষুধার্তদেরখাবারখাওয়ানো, প্রতিবেশীরসঙ্গেসুন্দরআচরণকরা, আত্মীয়তারক্ষাকরাওজীব-জন্তুরসঙ্গেনরমআচরণকরা।

ইসলামপ্রসংশিতআচরণেরনির্দেশদেয়।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ “আমিতোপ্রেরিতহয়েছিউত্তমচরিত্রেরপূর্ণতাদানকরারজন্যে।” [সহীহুলআদাবুলমুফরাদ২০৭] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “নিশ্চয়কিয়ামতেরদিনতোমাদেরথেকেআমারনিকটসবচেয়েবেশিপ্রিয়এবংমজলি

সেআমারসবচেয়েকাছেরসেইহবেযেতোমাদেরভেতরচরিত্রেরবিচারেসবচেয়েসুন্দর।পক্ষান্তরেকিয়ামতেরদিনতোমাদেরথেকেআমারনিকটসবচেয়েবেশিগোস্বারওমজলিজসেআমারথেকেসবচেয়েদূরেঅবস্থানকরবেইনিয়ে-বিনিয়েকথকেরাওবাচালরাএবংমুতাফায়হিকুনরা।তারাবললেন, আমরাতোইনিয়ে-বিনিয়েকথকওবাচালদেরচিনলাম, কিন্তুমুতাফায়হিকুনকারা? তিনিবললেন, অহংকারীরা।” [সিলসিলাতুসসাহিহা : ৭৯১] আবদুল্লাহইবন ‘আমররাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাথেকেবর্ণিত, তিনিবলেনঃরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিওয়াসাল্লামঅশ্লীলভাষীওঅসদাচারীছিলেননা।তিনিবলতেন, “তোমাদেরমধ্যেসেব্যক্তিইসর্বশ্রেষ্ঠযেচরিত্রেসর্বোত্তম।” [সহীহুলবুখারী: ৩৫৫৯] এছাড়াআরওআয়াতওহাদীসপ্রমাণকরেযে, ইসলামসাধারণভাবেসম্মানজনকআখলাকওসুন্দরআচরণেরপ্রতিউদ্বুদ্ধকরে।ইসলামআরওযেসববিষয়েরনির্দেশদেয়, তন্মধ্যেএকটিহচ্ছেসততা।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ, “তোমরাসত্যকেআঁকড়েধর।কেননাসততানেককর্মেরদিকেপথপ্রদর্শনকরে, আরনেককর্মজান্নাতেরদিকেপথপ্রদর্শনকরে।কোনোব্যক্তিসর্বদাসত্যকথাবললেওসত্যবলারচেষ্টায়রতথাকলে, অবশেষেআল্লাহরনিকটেসেসত্যবাদীহিসেবেলিপিবদ্ধহয়।” [সহীহমুসলিম২৬০৭] ইসলামআরওযেসববিষয়েরনির্দেশদেয়, তন্মধ্যেআরেকটিহচ্ছেআমানতআদায়করা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾.

“নিশ্চয়আল্লাহতোমাদেরকেনির্দেশদিচ্ছেনআমানততারহকদারকেফিরিয়েদিতে।” [আন-নিসা : ৫৮] ইসলামআরওযেসববিষয়েরনির্দেশদেয়, তন্মধ্যেআরেকটিহচ্ছেপবিত্রতা-

সতীত্ব।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

“তিনজনকেসাহায্যকরাআল্লাহরজিম্মাদারী।তাদেরভেতরঐবিবাহকারীকেউল্লেখ করেছেনযেসতীত্বতারইচ্ছাকরে।” [সুনানুততিরমিযী: ১৬৫৫]

নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরদোয়ারঅংশছিল, তিনিবলতেন: “হেআল্লাহ! আমিআপনারনিকটহেদায়াত, তাকওয়া, অশ্লীলতাহতেপবিত্রতাএবংসচ্ছলতাপ্রার্থনাকরি।” [সহীহমুসলিম২৭২১]

ইসলামআরওযেসববিষয়েরনির্দেশদেয়, তন্মধ্যেআরেকটিহচ্ছেলজ্জাশীলতা।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ “লজ্জামঙ্গলছাড়াকিছুইবয়েআনে।” [সহীহুলবুখারী: ৬১১৭]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “প্রত্যেকদীনেরকিছুচরিত্ররয়েছে।আরইসলামেরচরিত্রহচ্ছেলজ্জাশীলতা।” [বায়হাকীশুআবুলঈমানগ্রন্থেহাদীসটিউল্লেখকরেছেন।৬/২৬১৯]

ইসলামআরওযেসববিষয়েরনির্দেশদেয়, তন্মধ্যেআরেকটিহচ্ছেবীরত্ব।আনাসরাদিয়াল্লাহুআনহুহতেবর্ণিত, তিনিবলেনঃ “নবী (সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) সর্বাপেক্ষাসুশ্রী, সাহসীওদানশীলছিলেন।মদিনাবাসীগণএকবারভীত-শংকিতহয়েপড়ল।নবী (সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) ঘোড়ায়চড়েসবারআগেএগিয়েগেলেন।” [সহীহুলবুখারী২৮২০]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামভীরুতাথেকেপানাহচাইতেন, ফলেতিনিবলতেনঃ “হেআল্লাহআমিআপনারকাছেভীরুতাথেকেআশ্রয়প্রার্থনাকরছি।” [সহীহুলবুখারী৬৩৭৪] ইসলামআরওযেসববিষয়েরনির্দেশদেয়, তন্মধ্যেরয়েছেদানশীলতাওবদান্যতা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍۗ وَ ٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَ ٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾.

“যারানিজেদেরধনসম্পদআল্লাহরপথেব্যয়করেতাদেরউপমাএকটিবীজেরমত, যাসাতটিশীষউৎপাদনকরে, প্রত্যেকশীষেএকশশস্যদানা।আরআল্লাহ্যাকেইচ্ছেবহুগুণেবৃদ্ধিকরেদেন।আল্লাহপ্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।” [আল-বাকারাহ : ২৬১]

নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরচরিত্রছিলবদান্যত।যেমনইবনআব্বাসরাদিয়াল্লাহুআনহুমাথেকেবর্ণিত, তিনিবলেনঃ “নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামধন-সম্পদব্যয়করারব্যাপারেসকলেরচেয়েদানশীলছিলেন।রমাযানেজিবরাঈলযখনতাঁরসঙ্গেসাক্ষাতকরতেন, তখনতিনিআরোঅধিকদানকরতেন।রমাযানশেষনাহওয়াপর্যন্তপ্রতিরাতেইজিবরাঈলতাঁরসঙ্গেএকবারসাক্ষাতকরতেন।আরনবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামতাঁকেকুরআনশোনাতেন।জিবরাঈলযখনতাঁরসঙ্গেসাক্ষাতকরতেনতখনতিনি (রহমতসহ) প্রেরিতবায়ুরচেয়েঅধিকবদান্যহয়েযেতেন।” [সহীহুলবুখারী: ১৯০২] ইসলামআরওযেসববিষয়েরনির্দেশদেয়, তন্মধ্যেহচ্ছেফরিয়াদকারীদেরসাহায্যকরা, ক্ষুধার্তদেরখাবারদেয়া, প্রতিবেশীরসঙ্গেসদাচারণকরা, আত্মীয়তারক্ষাকরাওপশু-পাখীরসঙ্গেনরমআচরণকরা।আব্দুল্লাহইবন ‘আমররাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাথেকেবর্ণিত, জনৈকব্যক্তিরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহআলাইহিওয়াসাল্লামকেজিজ্ঞেসকরল, ‘ইসলামেরকোনকাজটিউত্তম?’ তিনিবললেন, “খানাখাওয়াবেএবংপরিচিতওঅপরিচিতসবাইকেসালামদিবে।” [সহীহুলবুখারী: ১২] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “একদাএকব্যক্তিরাস্তায়চলছিল, ইতোমধ্যেতারপিপাসাকঠিনআকারধারণকরল।সেএকটিকূপপেয়েতাতেনামলওপানিপানকরল।অতঃপরবেরহয়েএসেদেখলএকটিকুকুরহাপাচ্ছেএবংপিপাসায়ভেঁজামাটিলেহনকরছে।তখনলোকটিবলল,

আমাকেযেরূপপিপাসায়পেয়েছিলসেরূপপিপাসাকুকুরটিকেওপেয়েছে।ফলেসেকূপেনে মেতারমোজাপানিতেপূর্ণকরলএবংতারমুখেসেটিধারণকরলো।তারপরকুকুরকেপা নিপানকরাল।আল্লাহতারকৃতজ্ঞতাআদায়করলেন,

ফলেতাকেক্ষমাকরেদিলেন।তারাবলল, হেআল্লাহররাসূল,

চতুষ্পদজন্তুরক্ষেত্রেওকিআমাদেরসাওয়াবরয়েছে? তিনিবললেন,

হ্যাঁ।প্রত্যেকভেঁজাঅন্তরেরক্ষেত্রেইসাওয়াবরয়েছে।” [সহীহইবনহিব্বান৫৪৪]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “বিধবাওমিসকীন-এরজন্যচেষ্টারতব্যক্তিআল্লাহররাস্তায়মুজাহিদেরমতঅথবারাতেসালাতআদায়কারীওদিনেসিয়ামপালকারীরমত।” [সহীহুলবুখারী: ৫৩৫৩]

ইসলামআত্মীয়তারহকেরওপরগুরুত্বদেয়এবংআত্মীয়তারবন্ধনঅটুটরাখাকেওয়াজিবকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَ أَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَـٰتُهُمْ ۗ وَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾.

“নবীমুমিনদেরকাছেতাদেরনিজেদেরচেয়েঘনিষ্ঠতর।আরতারস্ত্রীগণতাদেরমাতাস্বরূপ।আরআল্লাহরবিধানঅনুসারেমুমিনওমুহাজিরদেরতুলনায়আত্নীয়স্বজনরাএকেঅপরেরনিকটতর।তবেতোমরাযদিবন্ধু-বান্ধবদেরসাথেভালোকিছুকরতেচাও (তাকরতেপার)।এটাকিতাবেলিপিবদ্ধআছে।” [আল-আহযাব : ৬]

তিনিআত্মীয়তাছিন্নকরাথেকেসতর্ককরেছেনএবংতাকেজমিনেফ্যাসাদসৃষ্টিকরারসঙ্গেতুলনাকরেছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ لَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَ رَسُولُهُۥ وَ صَدَقَ ٱللَّهُ وَ رَسُولُهُۥ ۚ وَ مَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَـٰنًا وَ تَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَ مِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَ مَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾.

“সুতরাংঅবাধ্যহয়েমুখফিরিয়েনিলেসম্ভবততোমরাযমীনেবিপর্যয়সৃষ্টিকরবেএবংআত্নীয়তারবন্ধনছিন্নকরবে। (২২) এরাইতারা, যাদেরকেআল্লাহলা'নতকরেছেন, ফলেতিনিতাদেরবধিরকরেনএবংতাদেরদৃষ্টিসমূহকেঅন্ধকরেন। (২৩)” [মুহাম্মাদ : ২২-২৩] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “আত্মীয়তাছিন্নকারীজান্নাতেযাবেনা।” [সহীহমুসলিম২৫৫৬] যেসবআত্মীয়দেরসঙ্গেসম্পর্করক্ষাকরাওয়াজিবতারাহলেন: পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচীওখালা-মামা।ইসলামপ্রতিবেশীরহকেরপ্রতিগুরুত্বারোপকরেযদিওসেকাফিরহয়।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

﴿ ۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ﴾ [النساء: 36]

“তোমরাএকমাত্রইবাদাতকরআল্লাহর, তাঁরসাথেকোনোকিছুকেশরীককরোনা।আরসদ্ব্যবহারকরমাতা-পিতারসাথে, নিকটআত্মীয়েরসাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটআত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তীসাথী, মুসাফিরএবংতোমাদেরমালিকানাভুক্তদাস-দাসীদেরসাথে।নিশ্চয়আল্লাহপছন্দকরেননাতাদেরকেযারাদাম্ভিক, অহঙ্কারী।” [আন-নিসা : ৩৬] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “সর্বদাজিবরীলআমাকেপ্রতিবেশীরব্যাপারেঅসীয়তকরছিলেন, এমনকিআমিধারণাকরলামশীঘ্রইতাকেওয়ারিসকরেদেওয়াহবে।” [সহীহআবূদাউদ : ৫১৫২]

৩৩-

ইসলামখাবারওপানীয়থেকেকেবলপবিত্রবস্তুইহা

লালকরেছেএবংঅন্তর, শরীরওগৃহপরিষ্কারকরারনির্দেশদিয়েছে।আরএজ ন্যেইবিবাহহালালকরেছে।অনুরূপভাবেনবীগণও এরনির্দেশদিয়েছেন।বস্তুততারাপ্রত্যেকপবিত্রবস্তু রইনির্দেশপ্রদানকরেন।

ইসলামখাদ্যওপানীয়থেকেকেবলপবিত্রবস্তুইহালালকরেছে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআ লাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَ ٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾.

"হেলোকসকল! আল্লাহপবিত্র, তিনিপবিত্রছাড়াঅন্যকিছুগ্রহণকরেননা।আরআল্লাহমু'মিনদেরকেসেইকাজেরনির্দে শদিয়েছেন, যারনির্দেশনবীদেরকেদিয়েছেন।সুতরাংমহানআল্লাহবলেছেন, 'হেরাসূলগণ! তোমরাপবিত্রবস্তুহতেআহারকরএবংসৎকর্মকর।নিশ্চইআমিতোমরাযাকরোতাস ম্পর্কেপূর্ণঅবগত। (মু'মিনূন : ৫১) তিনিআরোবলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَ ٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾.

'হেবিশ্ববাসীগণ! আমিতোমাদেরকেযেরুযীদিয়েছিতাথেকেপবিত্রবস্তুআহারকরএবংআল্লাহরকাছেকৃ তজ্ঞতাপ্রকাশকর; যদিতোমরাশুধুতাঁরইউপাসনাকরেথাক।" (বাকারাহ : ১৭২)

অতঃপরতিনিসেইলোকেরকথাউল্লেখক’রেবললেন, যেএলোমেলোচুলে, ধূলামলিনপায়েসুদীর্ঘসফরেথেকেআকাশপানেদু’ হাততুলে ‘ইয়ারব্ব! ‘ইয়ারব্ব!’ বলেদু‘আকরে।অথচতারখাদ্যহারাম, তারপানীয়হারাম, তারপোশাক-পরিচ্ছদহারামএবংহারামবস্তুদিয়েইতারশরীরপুষ্টহয়েছে।কাজেইকিভাবেতারদু‘আ কবূলকরাহবে?” [সহীহমুসলিম : ১০১৫] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَ ٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴿٣٢﴾.

“বলুন, ‘কেহারামকরেছেআল্লাহরসৌন্দর্যোপকরণ, যাতিনিতাঁরবান্দাদেরজন্যসৃষ্টিকরেছেনএবংপবিত্ররিযিক’? বলুন, ‘তাদুনিয়ারজীবনেমুমিনদেরজন্য, বিশেষভাবেকিয়ামতদিবসে’।এভাবেআমিআয়াতসমূহবিস্তারিতবর্ণনাকরিএমনজাতিরজন্য, যারাজানে।” [আল-আরাফ : ৩২] ইসলামঅন্তর, শরীরওগৃহপরিষ্কারকরারনির্দেশদিয়েছে।আরএজন্যেইবিবাহহালালকরেছে।নবীও রাসূলগণওএরনির্দেশদিয়েছেন।বস্তুততারাপ্রত্যেকপবিত্রবস্তুরইনির্দেশপ্রদানকরেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ ٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾.

“আরআল্লাহেতামাদেরথেকেইতোমাদেরজোড়াসৃষ্টিকরেছেনএবংতোমাদেরযুগল থেকেতোমাদেরজন্যপুত্র-পৌত্রাদিসৃষ্টিকরেছেনএবংতোমাদেরকেউত্তমজীবনোপকরণদানকরেছেন।তবুওকি তারাবাতিলেরস্বীকৃতিদেবে [আরতারাআল্লাহরঅনুগ্রহঅস্বীকারকরবে?” [আন-নাহাল : ৭২] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَ ٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾.

“আরতোমারপোশাক-পরিচ্ছদপবিত্রকর। (৪) আরমূর্তি-অপবিত্রতাবর্জনকর। (৫)” [আল-মুদ্দাসসির : ৪-৫] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “সেজান্নাতেপ্রবেশকরবেনা, যারঅন্তরেঅণুপরিমাণঅহংকারথাকবে।একব্যক্তিজিজ্ঞেসকরলো, মানুষচায়যে, তারপোশাকসুন্দরহোক, তারজুতাসুন্দরহোক, এ-ওকিঅহঙ্কার? তিনিউত্তরদিলেন, আল্লাহসুন্দর, তিনিসুন্দরকেভালোবাসেন।প্রকৃতপক্ষেঅহংকারহচ্ছেদম্ভভরেসত্যওন্যায়অস্বীকার করাএবংমানুষকেঘৃণাকরা।” [সহীহমুসলিম: ৯১]

৩৪-

ইসলামমৌলিকনিষিদ্ধবস্তুসমূহকেহারামকরেছে, যেমনআল্লাহরসঙ্গেশরীককরা, কুফরীকরাওপ্রতিমারইবাদতকরা, নাজেনেআল্লাহরওপরকথাবলা, সন্তানদেরহত্যাকরা, সম্মানীতনফসকেহত্যাকরা, জমিনেফাসাদসৃষ্টিকরাএবংযাদু, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যঅশ্লীলতা, যেনাওসমকামিতা। আরওহারামকরেছেসুদ, মৃতজন্তুভক্ষণকরাএবংমূর্তিওপ্রতিমারনামেযবেহকৃতপশু। অনুরূপভাবেশূকরেরগোস্তএবংসকলনাপাকওখারাপবস্তুওহারামকরেছে। ইয়াতিমেরমালভক্ষণকরা, মাপেওওজনেকমদেয়া, আত্মীয়তারসম্পর্কছিন্নকরাহারামকরেছে। সবনবীইএসববস্তুহারামহওয়ারব্যাপারেএকমত।

ইসলামমৌলিকনিষিদ্ধবস্তুসমূহকেহারামকরেছে, যেমনআল্লাহরসঙ্গেশরীককরা, কুফরীকরাওপ্রতিমারইবাদতকরা,

নাজেনেআল্লাহরওপরকথাবলাওসন্তানদেরহত্যাকরা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

﴿ قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَ بِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَ لَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَ إِيَّاهُمۡۖ وَ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَ مَا بَطَنَۖ وَ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَ لَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۖ وَ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَ ٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَ إِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَ لَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴿١٥٢﴾.

“বলুন, ‘এস, তোমাদেররবতোমাদেরউপরযাহারামকরেছেনতাতিলাওয়াতকরি, তাহচ্ছে , ‘তোমরাতাঁরসাথেকোনোশরীককরবেনা, পিতামাতারপ্রতিসদ্ব্যবহারকরবে, দারিদ্রেরভয়েতোমরাতোমাদেরসন্তানদেরহত্যাকরবেনা,

আমিতোমাদেরকেওতাদেরকেরিযকদিয়েথাকি।প্রকাশ্যেহোককিংবাগোপনেহোক, অশ্লীলকাজেরধারে-

কাছেওযাবেনা।আল্লাহ্যারহত্যানিষিদ্ধকরেছেনযথার্থকারণছাড়াতোমরাতাকেহ

ত্যাকরবেনা।’

তোমাদেরকেতিনিএনির্দেশদিলেনযেনতোমরাবুঝতেপার।আরতোমরাইয়াতীমেরস

ম্পদেরনিকটবর্তীহয়োনা, সুন্দরপন্থাছাড়া।যতক্ষণনাসেপরিণতবয়সেউপনীতহয়,

আরপরিমাপওওযনেইনসাফেরসাথেপরিপূর্ণদেবে।আমিকাউকেতারসাধ্যছাড়াদায়ি

ত্বঅর্পণকরিনা।আরযখনতোমরাকথাবলবে, তখনইনসাফকর,

যদিওসেআত্মীয়হয়এবংআল্লাহরওয়াদাপূর্ণকর।এগুলোতিনিতোমাদেরকেনির্দেশদি

য়েছেন, যাতেতোমরাউপদেশগ্রহণকর।” [আল-আনআম : ১৫১-১৫২]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَ مَا بَطَنَ وَ ٱلۡإِثۡمَ وَ ٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَ أَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَ أَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٣٣﴾.

“বলুন,‘
নিশ্চয়আমাররবহারামকরেছেনপ্রকাশ্যওগোপনঅশ্লীলতা।আরপাপওঅন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘনএবংকোনোকিছুকেআল্লাহরশরীককরা-
যারকোনোসনদতিনিনাযিলকরেননি।আরআল্লাহসম্বন্ধেএমনকিছুবলাযাতোমারা জাননা।” [আল-আরাফ : ৩৩]

ইসলামসম্মানিতনফসকেহত্যাকরাহারামকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾.

“আরআল্লাহযারহত্যানিষিদ্ধকরেছেনযথার্থকারণছাড়াতাকেহত্যাকরোনা! কেউঅন্যায়ভাবেনিহতহলেতারউত্তরাধিকারীকেতোআমিতারপ্রতিকারেরঅধিকারদিয়েছি; কিন্তুহত্যারব্যাপারেসেযেনবাড়াবাড়িনাকরে; সেতোসাহায্যপ্রাপ্তহয়েছেই।” আল-ইসরা : ৩৩] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ ٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَ لَا يَزْنُونَ ۚ وَ مَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾.

“আরযারাআল্লাহরসাথেঅন্যমাবূদকেডাকেনাএবংযারাআল্লাহযেনাফসকেহত্যা করানিষেধকরেছেনযথার্থকারণছাড়াতাকেহত্যাকরেনা।আরযারাব্যভিচারকরে না।আরযেতাকরবেসেআযাবপ্রাপ্তহবে।” [আল-ফুরকান : ৬৮]

ইসলামজমিনেফ্যাসাদসৃষ্টিকরাকেহারামকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَ ٱدْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾.

“আরযমীনেশান্তিস্থাপনেরপরতোমরাসেখানেবিপর্যয়সৃষ্টিকরোনা।” [আল-আরাফ : ৫৬]

আল্লাহতাআলানবীশুআইবআলাইহিসসালামসম্পর্কেসংবাদদিয়েবলেনযে, তিনিতারজাতিকেবলেছেনঃ

وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًاۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَ ٱلْمِيزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾.

"হেআমারজাতি,

তোমরাএকমাত্রআল্লাহরইবাদাতকর।তিনিছাড়াতোমাদেরকোনোসত্যমাবূদনেই।

তোমাদেররবেরপক্ষথেকেতোমাদেরনিকটস্পষ্টপ্রমাণএসেছে।সুতরাংতোমরাপরিমাপেওওজনেপরিপূর্ণদাওএবংমানুষকেতাদেরপণ্যেকমদেবেনা;

আরতোমরাযমীনেফাসাদকরবেনাতাসংশোধনেরপর।এগুলোতোমাদেরজন্যউত্তম

যদিতোমরামুমিনহও।" [আল-আরাফ৮৫]

ইসলামযাদুকেহারামকরেছে।হকসুবহানাহুওয়াতা'আলাবলেন,

وَ أَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَـٰحِرٍۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾.

'আরআপনারডানহাতেযাআছেতানিক্ষেপকরুন,

এটাতারাযাকরেছেতাখেয়েফেলবে।তারাযাকরেছেতাতোশুধুজাদুকরেরকৌশল।আরজাদুকরযেখানেইআসুক, সফলহবেনা।" [ত্বহা : ৬৯]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ

"সাতটিধ্বংসকারীবিষয়থেকেতোমরাবিরতথাকবে।সাহাবীগণবললেন, হেআল্লাহররাসূল! সেগুলোকী? তিনিবললেন, ১. আল্লাহরসাথেশরীককরা২. যাদু৩. আল্লাহতা'আলাযাকেহত্যাকরাহারামকরেছেন, শরী'আতসম্মতকারণব্যতিরেকেতাকেহত্যাকরা৪. সুদখাওয়া৫. ইয়াতীমেরমালগ্রাসকরা৬. রণক্ষেত্রথেকেপালিয়েযাওয়াএবং৭. সরলস্বভাবসতী-সাধ্বীমুমিননারীদেরঅপবাদদেওয়া।" [সহীহুলবুখারী: ৬৮৫৭]

ইসলামপ্রকাশ্যওঅপ্রকাশ্যসকলঅশ্লীলতাএবংযিনাওসমকামিতাহারামকরেছে।এস
ববিষয়েরহারামহওয়ারদলিলএইঅনুচ্ছেদেরশুরুতেগতহয়েছে।আরইসলামসুদকে
ওহারামকরেছে।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ٱللَّهَ وَ ذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَ رَسُولِهِۦ ۖ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾.

"হেমুমিনগণ!
তোমরাআল্লাহরতাকওয়াঅবলম্বনকরএবংসুদেরযাবকেয়াআছেতাছেড়েদাওযদি
তোমরামুমিনহও। (২৭৮)
অতঃপরযদিতোমরানাকরতবেআল্লাহ্ওতাঁররাসুলেরপক্ষথেকেযুদ্ধেরঘোষণানাও।
আরযদিতোমরাতাওবাকরতবেতোমাদেরমূলধনতোমাদেরই।তোমরাযুলুমকরবে
নাএবংতোমাদেরউপরওযুলুমকরাহবেনা।" [আল-বাকারাহ : ২৭৮-২৭৯]
আল্লাহকোনোপাপীকেযুদ্ধেরহুমকিপ্রদানকরেননিযেমনসুদখোরকেযুদ্ধেরহুমকিদি
য়েছেন।কেননাসুদেরয়েছেধর্ম, দেশ,
সম্পদওনফসেরধ্বংস।ইসলামমৃতপশুএবংযামূর্তিরজন্যেযবেহকরাহয়েছেতাখাও
য়াহারামকরেছে।আরশূকরেরগোস্তওহারামকরেছে।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَ ٱلدَّمُ وَ لَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَ ٱلْمُنْخَنِقَةُ وَ ٱلْمَوْقُوذَةُ وَ ٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَ ٱلنَّطِيحَةُ وَ مَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَ أَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَـٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ ٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾.

"তোমাদেরজন্যহারামকরাহয়েছেমৃতপ্রাণী,
রক্তওশূকরেরগোশতএবংযাআল্লাহভিন্নকারোনামেযবেহকরাহয়েছে;
গলাচিপেমারাজন্তু, প্রহারেমরাজন্তু, উঁচুথেকেপড়েমরাজন্তু,

অন্যপ্রাণীরশিঙ্গেরআঘাতেমরাজন্তুএবংযেজন্তুকেহিংস্রপ্রাণীখেয়েছে- তবেযাতোমরাযবেহকরেনিয়েছোতাছাড়া, আরযামূর্তিপূঁজারবেদিতেবলিদেয়াহয়েছেএবংজুয়ারতীরদ্বারাবন্টনকরাহয়, এগুলোহগুনাহ।" [আল-মায়েদা : ৩]

ইসলামমদপানকরাএবংসকলনাপাকওঅপবিত্রবস্তুহারামকরেছে।আল্লাহতা'আলা বলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَ ٱلْمَيْسِرُ وَ ٱلْأَنصَابُ وَ ٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَ ٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَ ٱلْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾.

"হেমুমিনগণ! মদ, জুয়া, পূর্তিপূজারবেদীওভাগ্যনির্ণয়করারশরতোকেবলঘৃণারবস্তু, শয়তানেরকাজ।কাজেইতোমরাসেগুলোকেবর্জনকর – যাতেতোমরাসফলকামহতেপার। (৯০) শয়তানতোচায়, মদওজুয়াদ্বারাতোমাদেরমধ্যেশত্রুতাওবিদ্বেষঘটাতেএবংতোমাদেরকেআল্লাহরস্মরণেওসালাতেবাঁধাদিতে।তবেকিতোমরাবিরতহবেনা? (৯১)" [আল-মায়েদাহ : ৯০-৯১] আর (৩১) নংঅনুচ্ছেদেগতহয়েছেযে, আল্লাহতা'আলাতাওরাতেরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরসিফাতসম্পর্কে বলেছেনযে, তিনিতাদেরওপরঅপবিত্রবস্তুহারামকরবেন।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَ ٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ٱلْأَغْلَـٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ ٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾.

"যারাঅনুসরণকরেরাসূলের, যেউম্মীনবী; যারগুণাবলীতারানিজদেরকাছেতাওরাতওইঞ্জিলেলিখিতপায়, যেতাদেরকেসৎকাজেরআদেশদেয়ওবারণকরেঅসৎকাজথেকেএবংতাদেরজন্যপবি

এবস্তুহালালকরেআরঅপবিত্রবস্তুহারামকরে।আরতাদেরথেকেবোঝাওশৃংখল-যাতাদেরউপরেছিল- অপসারণকরে।” [আল-আরাফ : ১৫৭]

ইসলামইয়াতিমেরসম্পদখাওয়াকেহারামকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ ءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾.

“আরতোমরাইয়াতীমদেরকেতাদেরধন-সম্পদদিয়েদাওএবংতোমরাঅপবিত্রবস্তুকেপবিত্রবস্তুদ্বারাপরিবর্তনকরোনাএবংতাদেরধন-সম্পদকেতোমাদেরধন-সম্পদেরসাথেখেয়োনা।নিশ্চয়তাবড়পাপ।” [আন-নিসা : ২] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝١٠﴾ [النساء: 10]

“নিশ্চয়যারাইয়াতীমদেরধন-সম্পদঅন্যায়ভাবেভক্ষণকরেতারাতোতাদেরপেটেআগুনখাচ্ছে; আরঅচিরেইতারাপ্রজ্বলিতআগুনেপ্রবেশকরবে।” [আন-নিসা : ১০]

ইসলামমাপেওওজনেকমদেয়াকেহারামকরেছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ﴿٤﴾.

“দুর্ভোগতাদেরজন্যযারামাপেকমদেয়, (১) যারালোকদেরকাছথেকেমেপেনেয়ারসময়পূর্ণমাত্রায়গ্রহণকরে, (২) আরযখনতাদেরকেমেপেদেয়অথবাওজনকরেদেয়, তখনকমদেয়। (৩) তারাকিবিশ্বাসকরেনাযে, তারাপুনরুত্থিতহবে। (৪)” [আল-মুতাফফিফিন : ১-৪]

ইসলামআত্মীয়তারসম্পর্কছিন্নকরাকেহারামকরেছে।আরএসম্পর্কিতআয়াতওহাদীস (৩১) নংঅনুচ্ছেদেগতহয়েছে।বস্তুতসকলনবীওরাসূলআলাইহিমুসসালামএসবনিষিদ্ধবস্তুরহারামহওয়ারওপরএকমত।

৩৫- ইসলামখারাপচরিত্রথেকেবারণকরে, যেমনমিথ্যা, ঠকানো, ধোঁকা, খিয়ানত, প্রতারণা, হিংসা, খারাপষড়যন্ত্র, চুরি, সীমালঙ্ঘন, যুলমএবংপ্রত্যেকখারাপস্বভাবথেকেইনিষেধকরে।

ইসলামব্যাপকভাবেসকলনিন্দিতস্বভাবওআচরণথেকেবারণকরে।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَ لَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمۡشِ فِى ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾.

"আরতুমিমানুষেরপ্রতিঅবজ্ঞাভরেতোমারগালবাঁকাকরনাএবংযমীনেউদ্ধতভাবেবিচরণকরনা; নিশ্চয়আল্লাহেকানোউদ্ধত, অহংকারীকেপছন্দকরেননা।"
[লুকমান : ১৮] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ
"নিশ্চয়কিয়ামতেরদিনতোমাদেরথেকেআমারনিকটসবচেয়েবেশিপ্রিয়এবংমজলিসেআমারসবচেয়েকাছেরসেইহবে,

যেতোমাদেরভেতরচরিত্রেরবিচারেসবচেয়েসুন্দর।পক্ষান্তরেকিয়ামতেরদিনতোমাদেরথেকেআমারনিকটসবচেয়েবেশিগোস্বারওমজলিসেআমারথেকেসবচেয়েদূরেঅবস্থানকরবেইনিয়ে-

বিনিয়েকথকেরাওবাচালেরাএবংমুতাফায়হিকুনরা।তারাবললেন,

আমরাতোইনিয়ে-বিনিয়েকথকওবাচালদেরচিনলাম, কিন্তুমুতাফায়হিকুনকারা? তিনিবললেন, অহংকারীরা।” [সিলসিলাতুসসাহিহা : ৭৯১]

ইসলামমিথ্যাথেকেবারণকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾.

“নিশ্চয়আল্লাহতাকেহেদায়াতদেননা, যেসীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী।” [গাফির: ২৮] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

“মিথ্যাকেপরিহারকরাতোমাদেরএকান্তকর্তব্য।কেননামিথ্যাপাপকর্মেরপথদেখায়, আরপাপকর্মজাহান্নামেরপথদেখায়।আরকোনোব্যক্তিসর্বদামিথ্যাবললেওমিথ্যাবলারচেষ্টায়রতথাকলে, অবশেষেআল্লাহরনিকটেসেমিথ্যাবাদীহিসেবেলিপিবদ্ধহয়।” [সহীহমুসলিম২৬০৭] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

“মুনাফিকেরচিহ্নতিনটি: যখনসেকথাবলে, তখনমিথ্যাবলে, যখনসেওয়াদাকরে, তখনতাভঙ্গকরে,

আরযখনতারকাছেআমানতরাখাহয়তখনসেতাতেখিয়ানাতকরে।” [সহীহুলবুখারী: ৬০৯৫] ইসলামঠকাতে (ধোকাদিতে)

নিষেধকরে।হাদীসেএসছেযে,

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামশস্যেরএকস্তুপেরপাশদিয়েঅতিক্রমকরলেন এবংতাতেতিনিহাতপ্রবেশকরালেন।ফলেতারহাতভেঁজাস্পর্শকরল।তখনতিনিবললেন, “হেশস্যওয়ালা, এটিকী? সেবলল, হেআল্লাহররাসূল,

তাতেবৃষ্টিপৌঁছেছে।তিনিবললেন, কেনতাশস্যেরওপররাখলেনা,

যেনমানুষতাদেখতেপায়।যেধোকাদেয়সেআমার (দল) থেকেনয়।” [সহীহমুসলিম: ১০২] ইসলামধোকা, খিয়ানতওপ্রতারণাথেকেনিষেধকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَ ٱلرَّسُولَ وَ تَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾.

“হেইমানদারগণ! জেনে –বুঝেআল্লাহ্‌ওতাঁররাসূলেরখেয়ানতকরোনাএবংতোমাদেরপরস্পরেরআমানতেরও খেয়ানতকরোনা।” [আল-আনফাল : ২৭] আল্লাহতা‘আলাআরওবলেনঃ

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَ لَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ ﴿٢٠﴾.

“যারাআল্লাহরসাথেকৃতঅঙ্গীকারপূর্ণকরেএবংপ্রতিজ্ঞাভংগকরেনা।” [আর-রা‘দ : ২০]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরসৈন্যবাহিনীবেরহলেতিনিতাদেরকেবল তেনঃ “তোমরাজিহাদকর, তবেখিয়ানতকরনা, প্রতারণাকরনা, বিকৃতকরনাএবংবাচ্চাকেহত্যাকরনা।” [সহীহমুসলিম: ১৭৩১]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ “চারটিস্বভাবযারমধ্যেবিদ্যমানসেখাঁটিমুনাফিক।যারমধ্যেএরকোনোএকটিস্বভাব থাকবে, তাপরিত্যাগনাকরাপর্যন্ততারমধ্যেমুনাফিকেরএকটিস্বভাবথাকেব।১. আমানতরাখাহলেখিয়ানতকরে; ২. কথাবললেমিথ্যাবলে; ৩. অঙ্গীকারকরলেভঙ্গকরেএবং৪. বিবাদেলিপ্তহলেঅশ্লীলভাবেগালাগালিদেয়।” [সহীহুলবুখারী: ৩৪] ইসলামহিংসাথেকেবারণকরে।আল্লাহতায়ালাবলেনঃ

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَ ٱلْحِكْمَةَ وَ ءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾.

“বরংতারাকিলোকদেরকেহিংসাকরে, আল্লাহস্বীয়অনুগ্রহেতাদেরকেযাদিয়েছেনতারকারণে? তাহলেতোআমিইবরাহীমেরবংশধরকেকিতাবওহিকমতদানকরেছিএবংতাদেরকে দিয়েছিবিশালরাজত্ব।” [আন-নিসা : ৫৪] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّۖ فَٱعْفُواْ وَ ٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾.

“আহলেকিতাবেরঅনেকেইচায়, যদিতারাতোমাদেরকেঈমানআনারপরকাফিরঅবস্থায়ফিরিয়েনিতেপারত! সত্যস্পষ্টহওয়ারপরতাদেরপক্ষথেকেহিংসাবশত (তারাএরূপকরেথাকে)।সুতরাংতোমরাক্ষমাকরএবংএড়িয়েচল, যতক্ষণনাআল্লাহতাঁরনির্দেশদেন।নিশ্চয়আল্লাহসবকিছুরউপরক্ষমতাবান।” [আল-বাকারাহ : ১০৯] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ “তোমাদেরআগেকারউম্মাতদেররোগতোমাদেরমধ্যেওসংক্রমিতহয়েছে,তাহলোঃ হিংসা-বিদ্বেষওঘৃণা।আরএইরোগমুণ্ডনকরেদেয়।আমিবলছিনাযে, চুলমুণ্ডনকরেদেয়, বরংএটাদীনকেমুণ্ডন (বিনাশ) করেদেয়।সেইমহানসত্তারশপথ, যারহাতেআমারজীবন! তোমরাঈমানদারনাহওয়াপর্যন্তজান্নাতেপ্রবেশকরবেনা।আরতোমরাপরস্পরকেনা ভালবাসাপর্যন্তঈমানদারহতেপারবেনা।আমিকিতোমাদেরকেবলবোনাযে, পারস্পরিকভালবাসাকোনকাজেরমাধ্যমেমজবুতহয়? তোমরাতোমাদেরমাঝেসালামেরবিস্তারঘটাও।” [সুনানুততিরমিযী : ২৫১০] ইসলামখারাপকৌশলথেকেবারণকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾.

“আরএভাবেআমিপ্রতিটিজনপদেতারঅপরাধীদেরসর্দারদেরকেছেড়েদিয়েছি, যাতেতারাসেখানেচক্রান্তকরে।িএতেতারাশুধুনিজেদেরসাথেইচক্রান্তকরেঅথচতারাউপলব্ধিকরেনা।” [আল-আনআম : ১২৩] আল্লাহতাআলাসংবাদদিয়েছেনযে, ইহুদীরামাসীহআলাইহিসসালামকেহত্যাকরারচেষ্টাকরেছেওখারাপকৌশলকরেছে, কিন্তুআল্লাহওতাদেরসঙ্গেজবাবেকৌশলকরেছেনএবংআল্লাহস্পষ্টকরেছেনযে, খারাপকৌশলখোদব্যক্তিকেধ্বংসকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

۞ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَ ٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَ ٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَ مَكَرُواْ وَ مَكَرَ ٱللَّهُۖ وَ ٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَ جَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوۡقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ فِيمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾.

"অতঃপরযখনঈসাতাদেরপক্ষহতেকুফরীউপলব্ধিকরল, তখনবলল, 'কেআল্লাহরজন্যআমারসাহায্যকারীহবে'? হাওয়ারীগণবলল, 'আমরাআল্লাহরসাহায্যকারী।আমরাআল্লাহরপ্রতিঈমানএনেছিএবংআপনিসাক্ষীথাকুনযে, আমরামুসলিম। (৫২) হেআমাদেররব! আপনিযানাযিলকরেছেনতারপ্রতিআমরাঈমানএনেছিএবংআমরাএরাসূলেরঅনুসরণকরেছি।কাজেইআমাদেরকেসাক্ষ্যদানকারীদেরতালিকাভুক্তকরেনিন।' (৫৩) আরতারাকুটকৌশলকরেছিল,জবাবেআল্লাহ্ওকৌশলকরেছিলেন; আরআল্লাহশ্রেষ্ঠতমকৌশলী। (৫৪) স্মরণকর, যখনআল্লাহবললেন, 'হেঈসা, নিশ্চয়আমিতোমাকেপরিগ্রহণকরব, তোমাকেআমারদিকেউঠিয়েনেবএবংকাফিরদেরথেকেতোমাকেপবিত্রকরব।আরযারাতোমারআনুগত্যকরেছেতাদেরকেকিয়ামতপর্যন্তঅবিশ্বাসীদেরউপরেপ্রাধান্যদেব।অতঃপরআমারনিকটইতোমাদেরপ্রত্যাবর্তনহবে।তখনআমিতোমাদেরমধ্যেমীমাংসাকরেদেব, যেব্যাপারেতোমরামতবিরোধকরতে'। (৫৫)" [আলে-ইমরান : ৫২-৫৫] আল্লাহআরওসংবাদদিয়েছেনযে, নবীসালিহআলাইহিসসালামেরজাতিপ্রতারণামূলকভাবেতাকেহত্যাকরারইচ্ছাকরে এবংকঠিনকুটকৌশলগ্রহণকরে, ফলেজবাবেআল্লাহওতাদেরসঙ্গেকৌশলকরেনএবংতাদেরকেওতাদেরজাতিরসবাইকেধ্বংসকরেন।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَ أَهۡلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدۡنَا مَهۡلِكَ أَهۡلِهِۦ وَ إِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَ مَكَرُواْ مَكۡرًا وَ مَكَرۡنَا مَكۡرًا وَ هُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنَٰهُمۡ وَ قَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴿٥١﴾.

“তারাবলল, ‘তোমরাপরস্পরআল্লহরনামেশপথগ্রহণকর, ‘আমরারাতেইশেষকরেদেবতাকেওতারপরিবার-পরিজনকে; তারপরতারঅভিভাবককেনিশ্চিতকরেবলবযে, ‘তারপরিবার-পরিজনহত্যাআমরাপ্রত্যক্ষকরিনি; আরআমরাঅবশ্যইসত্যবাদী।’ (৪৯) আরতারাএকচক্রান্তকরেছিলএবংজবাবেআমরাওএকঅভিনবকৌশলঅবলম্বনকরলাম, অথচতারাউপলব্ধিওকরতেপারেনি। (৫০) অতএবদেখুন, তাদেরচক্রান্তেরপরিণামকিহয়েছে,আমিতোতাদেরকেওতাদেরসম্প্রদায়েরসকলকে ধ্বংসকরেছি। (৫১)” [আন-নামাল : ৪৯-৫১]

ইসলামচুরিথেকেনিষেধকরে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

“যিনাকারীযিনাকরারসময়মু’মিনথাকেনা।চোরচুরিকরারসময়মু’মিনথাকেনা।মদপানকারীমদপানকরারসময়মু’মিনথাকেনা।তবেতারপরওতওবাউন্মুক্ত।”

[সহীহুলবুখারী৬৮১০] ইসলামসীমালঙ্ঘনথেকেবারণকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَ ٱلۡإِحۡسَٰنِ وَ إِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَ يَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَ ٱلۡمُنكَرِ وَ ٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾.

“নিশ্চয়আল্লাহ্ন্যায়পরায়ণতা, ইহসান (সদাচরণ) ওআত্মীয়-স্বজনকেদানেরনির্দেশদেনএবংতিনিঅশ্লীলতা, অসৎকাজওসীমালঙ্ঘনথেকেনিষেধকরেন; তিনিতোমাদেরকেউপদেশদেনযাতেতোমরাশিক্ষাগ্রহণকর।” [আন-নাহল : ৯০]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

“আল্লাহতা‘আলাআমারনিকটঅহীপাঠালেনযে, তোমরাপরষ্পরবিনয়ীহও, যেনকেউকারোওপরসীমালঙ্ঘননাকরেএবংকেউকারোওপরঅহঙ্কারনাকরে।”

[সহীহআবূদাউদ : ৪৮৯৫] ইসলামজুলমথেকেবারণকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٧﴾.

" আরআল্লাহ্যালেমদেরকেপছন্দকরেননা।" [আলেইমরান : ৫৭]
আল্লাহতা'আলাআরওবলেনঃ

إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢١﴾.

"নিশ্চয়যালিমরাসাফল্যলাভকরতেপারেনা।" [আল-আনআম : ২১]
আল্লাহতা'আলাআরওবলেনঃ

وَ ٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًۢا ﴿٣١﴾.

"কিন্তুযালেমরা- তাদেরজন্যতিনিপ্রস্তুতরেখেছেনযন্ত্রণাদায়কশাস্তি।" [আন-নিসা : ৩১]
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ "তিনজনেরদু'আফিরিয়েদেয়াহয়না: ন্যায়পরায়ণশাসকেরদু'আ,
রোযাদারেরইফতারেরসময়কালীনদু'আএবংমাযলুমেরদু'আ।একে (মাযলুমেরদু'আকে) মেঘমালারউপরতুলেনেয়াহয়,
তারজন্যআকাশেরদরজাসমূহউন্মুক্তহয়েযায়এবংআল্লাহতা'আলাবলেনঃআমারইজ্জাতওসম্মানেরশপথ! কিছুদেরিতেহলেওআমিতোমাকেসাহায্যকরবোই।"
সামান্যপরিবর্তনসহমুসলিম : (২৭৪৯), সামান্যপরিবর্তনসহতিরমিযী (২৫২৬) এবংআহমাদ (৮০৪৩),
শব্দআহমাদথেকেগৃহীত।রাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামযখনমুয়াযকেইয়ামানেপ্রেরণকরেনতখনতাকেযাবলেছিলেনতাতেছিলঃ
"আরতুমিমাজলুমেরবদদোয়াকেভয়কর।কেননাতারমাঝেওআল্লাহরমাঝেকোনোপর্দাথাকেনা।" [সহীহুলবুখারী: ১৪৯৬] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ "সাবধান!
যেব্যক্তিচুক্তিবদ্ধসম্প্রদায়েরকোনোব্যক্তিরউপরযুলমকরবেবাতারপ্রাপ্যকমদিবেকিংবাতাকেতারসামর্থেরবাইরেকিছুকরতেবাধ্যকরবেঅথবাতারসন্তুষ্টিমূলকসম্মতিছাড়াতারকাছথেকেকিছুগ্রহণকরবে, কিয়ামতেরদিনআমিতারবিপক্ষেবাদীহবো।" [সুনানআবুদাঊদ: ৩০৫২] আপনিদেখলেনযে,
ইসলামসকলপ্রকারখারাপচরিত্রঅথবাঅন্যায়ওবেইনসাফলেন-দেনথেকেনিষেধকরে।

৩৬- ইসলামএমনঅর্থনৈতিকলেনদেনথেকেনিষেধকরে, যাতেরয়েছেসুদঅথবাক্ষতিঅথবাধোকাঅথবাজুলমঅথবাপ্রতারণা, অথবাযাসামাজে, গোষ্ঠীতেওব্যক্তিতেব্যাপকক্ষতিওদুর্যোগসৃষ্টিকরে।

ইসলামএমনঅর্থনৈতিকলেনদেনথেকেনিষেধকরে, যাতেরয়েছেসুদঅথবাক্ষতিঅথবাধোকাঅথবাজুলমঅথবাপ্রতারণা, অথবাযাসামাজে, গোষ্ঠীতেওব্যক্তিতেব্যাপকক্ষতিওদুর্যোগসৃষ্টিকরে।যেসবআয়াতওহাদীসসুদঅথবা জুলুমঅথবাধোকাঅথবাজমিনেফাসাদসৃষ্টিকরাকেহারামকরেতারউল্লেখএইঅনুচ্ছে দেরশুরুতেগতহয়েছে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَـٰنًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾.

“আরযারামুমিনপুরুষওমুমিননারীদেরকেকষ্টদেয়যাতারাকরেনিতারজন্য; নিশ্চয়তারাঅপবাদওস্পষ্টপাপেরবোঝাবহনকরলো।” [আল-আহযাব : ৫৮] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

﴿مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾﴾ [فصلت: 46]

“যেসৎকাজকরেসেতারনিজেরকল্যাণেরজন্যইতাকরেএবংকেউমন্দকাজকরলে তারপ্রতিফলসে-

ইভোগকরবে।আরআপনাররবতাঁরবান্দাদেরপ্রতিমোটেইযুলুমকারীনন।”
[ফুসসিলাত : ৪৬] আরহাদীসেএসেছে,
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামফয়সালাকরেছেনযে,
“ইচ্ছাওঅনিচ্ছায়ক্ষতিসাধনকরাযাবেনা।” [সুনানুআবিদাঊদ]
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ
“যেব্যক্তিআল্লাহওশেষদিনেরপ্রতিবিশ্বাসরাখে,
সেযেনতারপ্রতিবেশীকেকষ্টনাদেয়।যেব্যক্তিআল্লাহওশেষদিনেরপ্রতিবিশ্বাসরাখে,
সেযেনতারমেহমানকেসম্মান (খাতিরযত্ন)
করে।আরযেব্যক্তিআল্লাহওপরকালেরপ্রতিবিশ্বাসরাখেসেযেনভালোকথাবলে,
নচেৎচুপথাকে।” অপরবর্ণনায়এসছে,
সেযেনতারপ্রতিবেশীরপ্রতিসুন্দরআচরণকরে।” [সহীহমুসলিম: ৪৭]
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ
“একনারীকেএকটিবিড়ালেরব্যাপারেশাস্তিদেয়াহয়েছে, সেতাকেবন্ধিকরেরেখেছিল,
ফলেসেটিমারাযায়,
তারকারণেসেজাহান্নামেপ্রবেশকরে।সেযখনতাকেআটকেরেখেছিল,
তাকেখাবারদেয়নিএবংপানীয়পানকরায়নিআরতাকেজমিনেরখড়কুটাখেতেছেড়ে
ওদেয়নি।” [সহীহুলবুখারী: ৩৪৮২]
এটিযেএকটিবিড়ালকেকষ্টদিয়েছেতারক্ষেত্রে।কাজেইযেমানুষকেকষ্টদেয়তারবিষয়
টিকেমনহবে।ইবনওমরথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন,
রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামমিম্বারেওঠেউচ্চস্বরেআওয়াজদিয়েবললেন।
“হেঐজামাআত,
যারামুখেইসলামকুবুলকরেছকিন্তুঅন্তরেএখনোঈমানমাজবুতহয়নি।তোমরামুসলি
মদেরকষ্টদিবেনা,
তাদেরলজ্জাদিবেনাএবংতাদেরগোপনদোষঅনুসন্ধানকরবেনা।কেননা,
যেতারমুসলিমভাইয়েরগোপনদোষঅনুসন্ধানকরবেআল্লাহতারগোপনদোষঅনুস

ন্ধানকরবেন।আরআল্লাহযারদোষঅনুসন্ধানকরবেনতাকেতিনিঅপমানকরেছাড়বেন, যদিওসেতারউটেরহাওদারভিতরেঅবস্থানকরে।বর্ণনাকারী (নাফি) বলেন, ইবনওমরএকদাবায়তুল্লাহরদিকেঅথবাকাবারদিকেদৃষ্টিদিলেনএবংবললেন, তুমিকীমহানএবংকীমহানতোমারসম্মান, কিন্তুমুমিনআল্লাহরনিকটতোমারচেয়েওবেশীসম্মানিত।” [তিরমিযী : ২০৩২, ইবনহিব্বান : ৫৭৬৩] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামআরোবলেনঃ “যেব্যক্তিআল্লাহওশেষদিনেরপ্রতিবিশ্বাসরাখে, সেযেনতারপ্রতিবেশীকেকষ্টনাদেয়।যেব্যক্তিআল্লাহওশেষদিনেরপ্রতিবিশ্বাসরাখে, সেযেনতারমেহমানকেসম্মান (খাতিরযত্ন) করে।আরযেব্যক্তিআল্লাহওপরকালেরপ্রতিবিশ্বাসরাখেসেযেনভালোকথাবলে, নচেৎচুপথাকে।” [সহীহুলবুখারী: ৬০১৮] আবূহুরাইরাহসূত্রেরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামথেকেবর্ণিত, তিনিবলেন, ‘‘তোমরাকিজান, নিঃস্বকে?’’ তাঁরাবললেন, হেআল্লাহররাসূল, ‘আমাদেরমধ্যেনিঃস্বঐব্যক্তি, যারকাছেকোনোদিরহামএবংকোনোআসবাব-পত্রনেই।’ তিনিবললেন, ‘‘আমারউম্মতেরমধ্যে (আসল) নিঃস্বতোসেইব্যক্তি,যেকিয়ামতেরদিনসালাত, সিয়ামওযাকাতনিয়েহাযিরহবে; কিন্তুসেআসবেএঅবস্থায়যে, এরসম্মানহানীকরেছেএবংএকেঅপবাদদিয়েছেওএরমাল (অবৈধরূপে) ভক্ষণকরেছে।ফলেতাকেবসানোহবেএবংএইব্যক্তিতারনেকীথেকেবিনিময়গ্রহণকরবেএবংএইব্যক্তিতারনেকীথেকেবিনিময়গ্রহণকরবে।যদিতারওপরযেহকরয়েছেতোআদায়করারআগেইতারনেকীশেষহয়েযায়, তাহলেতাদেরপাপথেকেগ্রহণকরেতারওপরনিক্ষেপকরাহবে।অতঃপরতাকেজাহান্নামেনিক্ষেপকরাহবে।” [মুসলিম : (২৫৮১), তিরমিযী : (২৪১৮), আহমাদ : (৮০২৯), হাদীসেরশব্দআহমাদথেকেগৃহীত।] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামআরোবলেনঃ

“একরাস্তারউপরএকটিগাছেরডালএসেপড়েছিলযামানুষকেকষ্টদিতো।একব্যক্তিতা সরিয়েফেলল, ফলেতাকেজান্নাতেপ্রবেশকরানোহল।” বুখারী : (৬৫২), মুসলিম (১৯১৪), ইবনমাজাহ : (৩৬৮২), আহমাদ : (১০৪৩২)

হাদীসেরশব্দইবনমাজাহওআহমাদথেকেগৃহীত।অতএবরাস্তাথেকেকষ্টদায়কবস্তুস রিয়েফেলাযদিজান্নাতেপ্রবেশকরায়,

তাহলেযেমানুষকেকষ্টদেয়ওতাদেরজীবননষ্টকরেতারবিষয়টিকেমনহবে।

ইসলামবিবেককেসুরক্ষাদিতেএবংযাকিছুবিবেক বিনষ্টকরেতাসবহারামকরতেএসেছে, যেমনমদপানকরা। ইসলামবিবেকেরবিষয়টিকে উচ্চেউঠিয়েছেএবংতাকেদায়িত্বপ্রদানেরমূলহিসে বেস্থিরকরেছেআরতাকেকুসংস্কারেরবোঝাওপ্রতি মাপূজাথেকেমুক্তিদিয়েছে। ইসলামেএমনকোনোগো পনভেদনেই , যাএকগোষ্ঠীবাদেঅপরগোষ্ঠীরসঙ্গেখাস। তারপ্র ত্যেকবিধানওশরীয়তবিশুদ্ধবিবেকমোতাবেকএ বংতাইনসাফওহিকমতেরদাবিমোতাবেকও।

ইসলামবিবেককেসুরক্ষাদিতেএসছেএবংতারমর্যাদাবৃদ্ধিকরেছে।আল্লাহতা‘আলা বলেনঃ

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَ ٱلْبَصَرَ وَ ٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولٗا﴿٣٦﴾.

“নিশ্চয়কান, চোখ, হৃদয়- এদেরপ্রত্যেকটিসম্পর্কেকৈফিয়ততলবকরাহবে।” [আল-ইসরা : ৩৬]

অতএবমানুষেরওপরওয়াজিবহচ্ছেতারবিবেককেহিফাযতকরা।আরএইজন্যেইইস লামমদওনেশাজাতীয়বস্তুহারামকরেছে।আমিমদহারামহওয়ারবিষয়টি (৩৪)

নংঅনুচ্ছেদেউল্লেখকরেছি।বস্তুতআল-কুরআনুলকারীমেরঅনেকআয়াতশেষকরাহয়েছেআল্লাহরনিম্নেরবাণীদ্বারা:

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾.

"যাতেতোমরাবুঝতেপার।" [আল-বাকারা : ২৪২] আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

وَ مَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ۖ وَ لَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾.

"আরদুনিয়ারজীবনতোখেল – তামাশাছাড়াআরকিছুইনয়এবংযারাতাকওয়াঅবলম্বনকরেতাদেরজন্যআখেরাতেরআবাসইউত্তম; অতএব, তোমারাকিঅনুধাবনকরনা?" [আল-আনআম : ৩২] আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾.

"নিশ্চয়আমিএটানাযিলকরেছিকুরআনহিসেবেআরবিভাষায়যাতেতোমরাবুঝতেপারো।" [সূরাইউছুফ : ২] আল্লাহতা'আলাআরোবর্ণনাকরেছেনযে, হিদাযেতওহিকমতদ্বারাবিবেকিরাছাড়াকেউউপকৃতহয়না, বস্তুততারাইহলোবুদ্ধিমান।আল্লাহতা'আলাবলনেঃ

يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَ مَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿٢٦٩﴾.

"তিনিযাকেইচ্ছেহেকমতদানকরেন।আরযাকেহেকমতপ্রদানকরাহয়তাকেতোপ্রভূতকল্যাণদানকরাহয়এবংবিবেকসম্পন্নগণইশুধুউপদেশগ্রহণকরে।" [আল-বাকারাহ : ২৬৯]

এইজন্যেইসলামবিবেককেদায়িত্বপ্রদানেরমূলহিসেবেনির্ধারণকরেছে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ "তিনজনথেকেকলমউঠিয়েনেয়াহয়েছে: নিদ্রিতব্যক্তি, যতক্ষণনাসেজাগ্রতহয়, নাবালেগ, যতক্ষণনাসেবালেগহয়এবংপাগল,

যতক্ষণনাসেসুস্থহয়।”

বুখারীতা‘লীকহিসেবে৫২৬৯নংহাদীসেরপূর্বেএরূপউল্লেখকরেছেন।আরআবুদাউদ এটিউল্লেখকরেছেনমুত্তাসিলসনদে (৪৪০২),

হাদীসেরশব্দতারথেকেইগৃহীত।তিরমিযি : (১৪২৩), নাসাঈফিলকুবরা : (৭৩৪৬), সামান্যভিন্নতাসহআহমাদ : (৯৫৬) ওইবনমাজাহ (২০৪২)

সংক্ষেপেউল্লেখকরেছেন।ইসলামবিবেককেকুসংস্কারওমূর্তিপূজাথেকেমুক্তকরেছে।আল্লাহতাআলাপূর্বেরউম্মতসমূহেরনিজনিজকুসংস্কারকেআকড়েধরাএবংযেহকআল্লাহরকাছথেকেএসছেতাপ্রত্যাখ্যানকরারস্বভাবসম্পর্কেসংবাদদিয়েবলেনঃ

إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ﴿٢٣﴾.

“আরএভাবেইআপনারপূর্বেকোনোজনপদেযখনইআমিকোনোসতর্ককারীপাঠিয়েছিতখনইতারবিলাসপ্রিয়রাবলেছে, ‘নিশ্চয়আমরাআমাদেরপিতৃপুরুষদেরকেএকমতাদর্শেপেয়েছিএবংআমরাতাদেরইপদাংকঅনুসরণকরেথাকব।” [আয-যুখরুফ : ২৩]

আল্লাহতা‘আলাইবরাহীমআলাইহিসসালামসম্পর্কেসংবাদদিয়েবলেন, তিনিতারজাতিকেবলেছেনঃ

إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوۡمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُواْ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ ﴿٥٣﴾.

“এমূর্তিগুলোকী? যাদেরপুজায়তোমরারতরয়েছ!’ (৫২) তারাবলল, আমরাআমাদেরপিতৃপুরুষদেরকেএদের ‘ইবাদতকরতেদেখেছি। (৫৩)” [আল-আম্বিয়া : ৫২-৫৩] ইসলামএসেমানুষকেমূর্তিরইবাদতছাড়তে, বাপ-দাদাথেকেপ্রাপ্তকুসংস্কারথেকেমুক্তহতেওরাসূলআলাইহিমুসসালামদেররাস্তাঅনুসরণকরতেনির্দেশদিয়েছে।ইসলামেএমনকোনোভেদবাবিধাননেই,

যাএকশ্রেণীবাদেঅপরশ্রেণীরসঙ্গেখাস। ‘আলীইবনআবুতালিবকেপ্রশ্নকরাহলো,

যিনিরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরচাচাতোভাইএবংতারমেয়েরস্বামী।

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকিকোনোজিনিসদিয়েআপনাদেরকেখাসক রেছেন? তিনিবললেন,

রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামসবমানুষকেদেননিএমনকোনোজিনিসদ্বারা আমাদেরকেখাসকরেননি,

তবেআমারএইতলোয়ারেরখাপেযাআছেতাছাড়া।রাবীবলেন,

তারপরতিনিতারতরবারিরখাপথেকেএকটিসহীফাহ (লিখিতছোটপুস্তিকা)

বেরকরলেন, যাতেলেখাছিল “আল্লাহঅভিসম্পাতকরেনসেব্যক্তিকে,

যেআল্লাহব্যতীতঅন্যকারোনামেযবেহকরে, আল্লাহঅভিসম্পাতকরেনসেলোককে,

যেজমিনেরসীমানাচিহ্নসমূহচুরিকরে, আল্লাহঅভিসম্পাতকরেনসেব্যক্তিকে,

যেতারপিতাকেঅভিসম্পাতকরে।আল্লাহঅভিসম্পাতকরেনসেব্যক্তিকে,

যেকোনোবিদ'আতীকেআশ্রয়দেয়।” [সহীহমুসলিম: ১৯৭৮]

ইসলামেরসকলবিধানওশরীয়তবিশুদ্ধবিবেকমোতাবেকএবংতাইনসাফওহিকমতে রদাবীমোতাবেকও।

৩৮-

বাতিলদীনগুলোরঅনুসারীরাযখনতারঅভ্যন্তরীণবৈপরীত্যওবিবেকবর্হিঃভূতবিষয়গুলোসামালদিতেব্যর্থহয়,

তখনতারধর্মীয়ব্যক্তিরাতাদেরঅনুসারীদেরবুঝায়যে,

দীনহলোবিবেকেরঊর্ধ্বেআরদীনবুঝাওতাআয়াত্বে আনাবিবেকেরকাজনয়। পক্ষান্তরেইসলামদীনকে একআলোকজ্ঞানকরেযাবিবেকেরসামনেতারপথ কেআলোকিতকরেদেয়। কাজেইবাতিলদীনেরঅনুসারীরাচায়মানুষনিজদেরবিবেকছেড়েতাদেরঅনুসরণকরুক। আরইসলামমানুষেরকাছেচায়,

সেতাবিবেককেসজাককরুক,

যেনসেপ্রত্যেকবস্তুরবাস্তবতাযেমনআছেতেমনবুঝতেসক্ষমহয়।

বাতিলদীনগুলোরঅনুসারীরাযখনতারভেতরকারবৈপরীত্যওবিবেকবর্হিঃভূতবিষয়গুলোসামালদিতেব্যর্থহয়,

তখনতারধর্মীয়ব্যক্তিরাতাদেরঅনুসারীদেরবুঝায়যে, দীনহলোবিবেকেরউর্ধ্বেআরদীনবুঝাওতাআয়াত্বেআনাবিবেকেরকাজনয়।পক্ষান্তরেইসলামদীনকেএকআলোকজ্ঞানকরেযাবিবেকেরসামনেতারপথকেআলোকিতকরেদেয়।কাজেইবাতিলদীনেরঅনুসারীরাচায়মানুষনিজদেরবিবেকছেড়েতাদেরঅনুসরণকরুক।আরইসলামমানুষেরকাছেচায়, সেতাবিবেককেসজাককরুক, যেনসেগবেষণাওচিন্তাকরেএবংপ্রত্যেকবস্তুরবাস্তবতাযেমনআছেতেমনবুঝতেসক্ষমহয়।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ كَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَ لَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَ لَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَ إِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿٥٢﴾.

“আরএভাবেআমিআপনারপ্রতিআমারনির্দেশথেকেরূহকেওহীকরেছি; আপনিতোজানতেননাকিতাবকিএবংঈমানকি! কিন্তুআমিএটাকেকরেছিনূর, যাদ্বারাআমিআমারবান্দাদেরমধ্যেযাকেইচ্ছেহেদায়াতদানকরি; আরআপনিতোঅবশ্যইসরলপথেরদিকেদিকনির্দেশনাকরেন।” [আশ-শুরা : ৫২]
বস্তুতআল্লাহরওহীঅনেকদলিলওপ্রমাণঅন্তর্ভুক্তকরেছে, যাবিশুদ্ধবিবেককেএমনবাস্তবতারদিকেধাবিতকরে, যাজানতেওযারপ্রতিঈমানআনতেবিশুদ্ধবিবেকউদগ্রীবহয়।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا ﴿١٧٤﴾.

“হেলোকসকল! তোমাদেররবেরকাছথেকেতোমাদেরকাছেপ্রমাণএসেছেএবংআমিতোমাদেরপ্রতিস্পষ্টজ্যোতিনাযিলকরেছি।” [আন-নিসা : ১৭৪]
আল্লাহুসুবহানাহুওয়াতালামানুষেরজন্যেচানযে, সেহিদায়েত, ইলমওবাস্তবতারআলোকেজীবন-যাপনকরুক, পক্ষান্তরেশয়তানওতাগুতরামানুষেরজন্যেচায়যে, সেকুফরি, মূর্খতাওগোমরাহীরঅন্ধকারেঅবস্থানকরুক।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾.

“যারাঈমানএনেছেআল্লাহতাদেরঅভিভাবক, তিনিতাদেরকেঅন্ধকারথেকেআলোরদিকেবেরকরেআনেন।আরযারাকুফরীকরে, তাদেরঅভিভাবকহলতাগূত।তারাতাদেরকেআলোথেকেবেরকরেঅন্ধকারেনিয়েযায়।” [আল-বাকারাহ : ২৫৭]

৩৯-

ইসলামসঠিকইলমকেসম্মানকরেএবংপ্রবৃত্তিহীনবৈজ্ঞানিকগবেষণারপ্রতিউদ্বুদ্ধকরে। আরআমাদেরনিজেদেরমধ্যেওআমাদেরপার্শবর্তীজগতেনজরদিতেআহ্বানকরে। বস্তুতবৈজ্ঞানিকবিশুদ্ধসিদ্ধান্তইসলামেরসঙ্গেসাংঘর্ষিকহয়না।

ইসলামসঠিকইলমকেসম্মানকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَ لَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾.

“তোমাদেরমধ্যেযারাঈমানএনেছেএবংযাদেরকেজ্ঞানদানকরাহয়েছেআল্লাহতাদেরকেমর্যাদায়উন্নতকরবেন; আরতোমরাযাকরআল্লাহেসসম্পর্কেসবিশেষঅবহিত।” [আল-মুজাদালাহ : ১১]

আল্লাহতাআলাসবচেয়েবড়সাক্ষ্যেরবস্তুতেনিজেরসাক্ষ্যওতাঁরফেরেশ্তাগণেরসাক্ষ্যেরসঙ্গেআলেমদেরসাক্ষ্যকেযুক্তকরেছেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾.

"আল্লাহসাক্ষ্যদেনযে, তিনিছাড়াকোনো (সত্য) মাবূদনেই, আরফেরেশ্তাওজ্ঞানীগণও।তিনিন্যায়দ্বারাপ্রতিষ্ঠিত।তিনিছাড়াকোনো (সত্য) মাবূদনেই।তিনিপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [আলুইমরান : ১৮]

এটিইসলামেআলেমদেরঅবস্থানকেস্পষ্টকরে।আরআল্লাহতা'আলাতারনবীমুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামকেইলমছাড়াআরকোনোজিনিসবেশীতলবকরতেনির্দেশদেননি।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَ قُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴿١١٤﴾.

"আরতুমিবল, হেআমাররব,আমারইলমবৃদ্ধিকরেদিন।" [ত্বহা : ১১৪]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেনঃ

"যেব্যক্তিইলমঅর্জনেরজন্যকোনোপথঅবলম্বনকরে, আল্লাহতারজন্যেজান্নাতেরপথসহজকরেদেন।আরফেরেশ্তাগণইলমঅন্বেষণকারীরসন্তুষ্টিরজন্যনিজেদেরডানাবিছিয়েদেন।ইলমঅন্বেষীরজন্যআসমানওযমীনেযারাআছেতারাআল্লাহরনিকটক্ষমাওদু'আপ্রার্থনাকরে, এমনকিপানিরগভীরেবসবাসকারীমাছও।আরআবেদ (সাধারণইবাদাতগুজারী) ব্যক্তিরউপর 'আলিমেরফাযীলতহলো,যেমনসমস্ততারকারউপরপূর্ণিমারচাঁদেরফজিলত।আলেমরাহলেননবীদেরউত্তরসুরি।নবীগণকোনোদীনারবাদিরহামমীরাসরূপেরেখেযাননা; তারাউত্তরাধিকারসূত্রেরেখেযানশুধুইলম।সুতরাংযেইলমঅর্জনকরেছেসেপূর্ণঅংশগ্রহণকরেছে।" আবূদাউদ : ৩৬৪১, তিরমিযী : ২৬৮২, ইবনমাজাহ : ২২৩, হাদীসেরশব্দইবনমাজাহথেকেগৃহীত।আহমাদ : ২১৭১৫।ইসলামপ্রবৃত্তিমুক্তগবেষণারপ্রতিউদ্বুদ্ধকরেএবংআমাদেরনিজেদেরমধ্যেও

আমাদেরপার্শ্ববর্তীসৃস্টিজগতেদৃষ্টিদিতেওগবেষণাকরতেআহ্বানকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗأَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾.

“অচিরেইআমিতাদেরকেআমারনিদর্শনাবলীদেখাব,
বিশ্বজগতেরপ্রান্তসমূহেএবংতাদেরনিজেদেরমধ্যে;
যাতেতাদেরকাছেসুস্পষ্টহয়েউঠেযে, অবশ্যইএটা (কুরআন)
সত্য।এটাকিআপনাররবেরসম্পর্কেযথেষ্টনয়যে, তিনিসবকিছুরউপরসাক্ষী?”
[ফুসসিলাত : ৫৩] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

أَوَ لَمْ يَنظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ وَ أَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖفَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾.

“তারাকিদৃষ্টিপাতকরেনিআসমানসমূহওযমীনেররাজত্বেএবংআল্লাহযাকিছুসৃষ্টি
করেছেনতারপ্রতি? আর (এরপ্রতিযে)
হয়তোতাদেরনির্দিষ্টসময়নিকটেএসেগিয়েছে?
সুতরাংতারাকুরআনেরপরআরকোন্কিতাবেরপ্রতিঈমানআনবে?” [আল-আরাফ : ১৮৫] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

أَوَ لَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚكَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ أَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَ عَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖفَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٩﴾.

“তারাকিজমিনেভ্রমনকরেনা? তাহলেতারাদেখতযে,
তাদেরপূর্ববর্তীদেরপরিণামকেমনহয়েছিল।তারাশক্তিতেতাদেরচেয়েওপ্রবলছিল।
আরতারাজমিচাষকরতএবংতারাএদেরআবাদকরারচেয়েওবেশীআবাদকরত।আরতাদেরকাছেতাদেররাসূলগণসুস্পষ্টপ্রমানাদিসহএসেছিল।বস্তুতঃআল্লাহএমননন
যে, তিনিতাদেরপ্রতিযুলুমকরবেন, কিন্তুতারানিজেরাইনিজদেরপ্রতিযুলমকরত।”
[আর-রুম : ৯]

বৈজ্ঞানিকগবেষণারবিশুদ্ধফলইসলামেরসঙ্গেসাংঘর্ষিকহয়না।শুধুএকটিউদাহরণ উল্লেখকরব।যারসূক্ষ্মবর্ণনাএকহাজারচৌদ্দশতবছরআগেইআল-কুলআনুলকারীমপেশকরেছে, আরআধুনিকবিজ্ঞানতাজেনেছেঅনেকপরে।ফলেআল-কুরআনুলআযীমেযেমনরয়েছে, বৈজ্ঞানিকগবেষণারফলওতেমনিএসেছে।আরসেটিহচ্ছেমায়েরপেটেবাচ্চারসৃষ্টি।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍۢ مِّن طِينٍۢ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةًۭ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍۢ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًۭا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًۭا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ ﴿١٤﴾.

“আরঅবশ্যইআমিমানুষকেসৃষ্টিকরেছিমাটিরউপাদানথেকে (১২) তারপরআমিতাকেশুক্রবিন্দুরূপেস্থাপনকরিএকনিরাপদভাণ্ডারজরায়ুতে (১৩) পরেআমিশুক্রবিন্দুকেপরিণতকরিজমাটরক্তে,অতঃপরজমাটরক্তকেপরিণতকরি গোশতপিণ্ডে, অতঃপরগোশতপিণ্ডকেপরিণতকরিশক্তহাড়ে; অতঃপরশক্তহাড়কেঢেকেদেইগোশতদিয়ে; তারপরতাকেগড়েতুলিঅন্যএকসৃষ্টিরূপে।অতএব (দেখেনিন) সর্বোত্তমস্রষ্টাআল্লাহকতবরকতময়! (১৪)” [আল-মুমিনূন : ১২-১৪]

৪০- যেব্যক্তিআল্লাহরপ্রতিঈমানএনেছেওতারআনুগত্যকরেছে, এবংতাঁররাসূলআলাইহিমুসসালামদেরসত্যারোপকরেছেতারছাড়াআরকারোথেকেইকোনোআমলআল্লাহগ্রহণকরবেননাএবংআখিরাতেতারওপরসাওয়াবওপ্রদানকরবেননা। আরতিনিযেইবাদতেরঅনুমোদনদিয়েছেনতাছাড়াকিছুইগ্রহণকরবেননা। সুতরাংমানুষারাকিভাবেআল্লাহরসঙ্গেকুফরীকরেতারপ্রতিদানআশাকরে? আরআল্লাহকোনোমানুষেরইঈমানগ্রহণকরবেননাযতক্ষণনাসকলনবীআলাইহিমুসসালামেরপ্রতিঈমানওমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেররিসালাতেরপ্রতিঈমাননাআনবে।

যেব্যক্তিআল্লাহরপ্রতিঈমানএনেছেওতাঁরআনুগত্যকরেছেএবংতাঁররাসূলআলাইহিমুসসালামদেরসত্যারোপকরেছেতারছাড়াআরকারোথেকেইকোনোআমলআল্লাহগ্রহণকরবেননাএবংআখিরাতেতারওপরসাওয়াবওপ্রদানকরবেননা।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَ مَنْ أَرَادَ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَ سَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا﴿١٩﴾.

"কেউদুনিয়ারসুখ-সম্ভোগকামনাকরলেআমিযাকেযাইচ্ছেএখানেইসত্বরদিয়েথাকি; পরেতারজন্যজাহান্নামনির্ধারিতকরিযেখানেসেশাস্তিতেদগ্ধহবেনিন্দিতওঅনুগ্রহহতেদূরীকৃতঅবস্থায়' (১৮) আরযেআখিরাতচায়এবংতারজন্যযথাযথচেষ্টাকরেমুমিনঅবস্থায়, তাদেরচেষ্টাহবেপুরস্কারযোগ্য।" (১৯) [সূরাআল-ইসরা : ১৮-১৯]

আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَ إِنَّا لَهُۥ كَـٰتِبُونَ ﴿٩٤﴾.

"কাজেইকেউযদিমুমিনহয়েসৎকাজকরেতারপ্রচেষ্টাঅস্বীকারকরাহবেনাএবংআমিতোতারলিপিবদ্ধকারী।" [আল-আম্বিয়া : ৯৪]

আরআল্লাহযেইবাদতেরঅনুমোদনদিয়েছেনতাছাড়াকিছুইগ্রহণকরবেননা।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾.

"সুতরাংযেতাররবেরসাক্ষাৎকামনাকরে,সেযেনসৎকর্ম(নবীরতরীকমত) করেএবংতাররবেরইবাদতেকাউকেশরীকনাকরে'।" [আল-কাহাফ : ১১০]

অতএবতিনিস্পষ্টকরেছেনযে, আমলযেপর্যন্তআল্লাহযারঅনুমোদনদিয়েছেনতারঅন্তর্ভুক্তনাহবে,নেকওসালিহহবেনা।আরঅবশ্যইআমলকারীকেআল্লাহরপ্রতিঈমানদারএবংতারনবীওরাসূলগণআলাইহিমুসসালামদেরসত্যারোপকারীঅবস্থায়নিজআমলআল্লাহরজন্যেখালিসওএকনিষ্ঠকরতেহবে।আরএরবাইরেযারআমলহবেতারসম্পর্কেআল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَ قَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾.

“আরতারাযেআমলকরেছেআমিসেদিকেঅগ্রসরহব।অতঃপরতাকেবিক্ষিপ্তধূলিক ণায়পরিণতকরেদেব।” [আল-ফুরকান : ২৩] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ ﴿٢﴾عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴿٣﴾تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴿٤﴾.

“সেদিনঅনেকচেহারাহবেঅবনত (২) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত (৩), তারাপ্রবেশকরবেজ্বলন্তআগুনে (৪)” [আল-গাশিয়াহ২-৪] অতএবএসবচেহারাভীতওআমলকরেক্লান্ত, কিন্তুতাদেরআমলআল্লাহরহিদায়েতবিহীনহওয়ারকারণেআল্লাহতারপরিণতিজাহা ন্নামকরেছেন।কেননাসেশুধুআল্লাহরঅনুমোদনহীনআমলকরেনি, বরংসেবাতিলইবাদতেইবাদতকরেছেএবংগোমরাহীরনেতৃ-বৃন্দেরঅনুসরণকরেছে, যারাতাদেরজন্যেবাতিলধর্মসমূহরচনাকরত।কাজেইতা-ইআল্লাহরনিকটগ্রহণযোগ্যনেকআমলহবে, যারাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরআনীতশরীয়তমোতাবেকহবে।অতএবমা নুষকিভাবেআল্লাহরসঙ্গেকুফরিকরেআবারতারবিনিময়ওআশাকরে? আল্লাহকোনোমানুষেরঈমানগ্রহণকরবেননা,যেপর্যন্তসকলনবীআলাইহিমুসসালাম ওমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেররিসালাতেরওপরঈমাননাআনবে।ইতো পূর্বে (২০) নংঅনুচ্ছেদেএরওপরকিছুদলিলউল্লেখকরেছি।আল্লাহতা‘আলাআরওবলেনঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَ مَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَ كُتُبِهِۦ وَ رُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾.

“রাসূলতারপ্রভুরপক্ষথেকেযাতারকাছেনাযিলকরাহয়েছেতারউপরঈমানএনেছে নএবংমুমিনগণও।প্রত্যেকেইঈমানএনেছেআল্লাহরউপর, তাঁরফেরেশতাগণ, তাঁরকিতাবসমূহএবংতাঁররাসূলগণেরউপর।আমরাতাঁররাসূলগণেরকারওমধ্যেতা রতম্যকরিনা।আরতারাবলে, আমরাশুনেছিওমেনেনিয়েছি।হেআমাদেররব!

আপনারক্ষমাপ্রার্থনাকরিএবংআপনারদিকেইপ্রত্যাবর্তনস্থল।” [আলবাকারাহ : ২৮৫] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَ رَسُولِهِۦ وَ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَ مَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَ مَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَ كُتُبِهِۦ وَ رُسُلِهِۦ وَ ٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾.

“হেমুমিনগণ,তোমরাঈমানআনয়নকরোআল্লাহরপ্রতি, তাঁররাসূলেরপ্রতিএবংসেকিতাবেরপ্রতিযাতিনিতাঁররাসূলেরউপরনাযিলকরেছেন এবংসেকিতাবেরপ্রতিযাতিনিপূর্বেনাযিলকরেছেন।আরযেআল্লাহ, তাঁরফেরেশ্তামন্ডলী, তাঁরকিতাবসমূহ, তাঁররাসূলগণএবংশেষদিনকেঅস্বীকারকরবে,সেঘোরবিভ্রান্তিতেবিভ্রান্তহবে।” [আন-নিসা : ১৩৬] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ إِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَـٰبٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَ لَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَ أَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ﴿٨١﴾.

“আরস্মরণকর, যখনআল্লাহনবীদেরঅঙ্গীকারনিয়েছেন- আমিতোমাদেরকেযেকিতাবওহিকমাতদিয়েছি, অতঃপরতোমাদেরসাথেযাআছেতাসত্যায়নকারীরূপেএকজনরাসূলতোমাদেরকাছে আসবে- তখনঅবশ্যইতোমরাতারপ্রতিঈমানআনবেএবংতাকেসাহায্যকরবে।তিনিবললেন, ‘তোমরাকিস্বীকারকরেছএবংএরউপরআমারপ্রতিশ্রুতিগ্রহণকরেছ’? তারাবলল, ‘আমরাস্বীকারকরলাম’।আল্লাহবললেন, ‘তবেতোমরাসাক্ষীথাকএবংআমিওতোমাদেরসাথেসাক্ষীরইলাম।” [আলেইমরান : ৮১]

৪১-

সকলআল্লাহপ্রদত্তরেসালাতেরউদ্দেশ্যহচ্ছে,সত্যদীননিয়েমানুষউচ্ছেউঠবে,যেনআল্লাহরাব্বুলআলামীনেরএকনিষ্ঠবান্দাতেপরিণতহয়। আরতাকেমানুষেরদাসত্বঅথবাবস্তুরদাসত্বঅথবাকুসংস্কারেরদাসত্বথেকেমুক্তকরে। অতএবইসলাম (আপনিযেমনদেখছেন) ব্যক্তিদেরনির্ভেজাল-পবিত্রজানেনাএবংতাদেরকেতাদেরমর্যাদারউর্ধ্বেতুলেনাএবংতাদেরকেরবওমাবূদবানায়না।

সকলআল্লাহপ্রদত্তরেসালাতেরউদ্দেশ্যহচ্ছে,সত্যদীননিয়েমানুষউচ্ছেউঠবে, যেনআল্লাহরাব্বুলআলামীনেরএকনিষ্ঠবান্দাতেপরিণতহয়।বস্তুতইসলামমানুষকে বস্তুরদাসত্বঅথবাকুসংস্কারেরদাসত্বথেকেমুক্তকরে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিও য়াসাল্লামবলেনঃ “দীনার, দিরহাম, রেশমীচাদরওপশমীকাপড়েরদাসরাধ্বংসহোক।ওদেরএসবদেয়াহলেখুশিথাকেআর দেয়ানাহলেনাখোশহয়।” [সহীহুলবুখারী: ৬৪৩৫]

একজনস্বাভাবিকমানুষআল্লাহছাড়াকারোজন্যেবিনীতহয়না।সম্পদঅথবাসম্মান অথবাপদঅথবাবংশতাকেদাসেপরিণতকরতেপারেনা।এরদ্বারাপাঠকেরনিকটফুটে উঠেযে,মানুষরিসালাতেরপূর্বেকেমনছিলআরতারপরকেমনহয়েছে? যখনপ্রথমমুসলিমগণহাবশায়হিজরতকরলএবংসেসময়কারহাবশারবাদশাহনাজ্জা শীতাদেরকেজিজ্ঞাসাকরলওবলল: “এইদীনকী,

যারকারণেতোমরাতোমাদেরজাতিকেত্যাগকরেছএবংতোমরাআমারদীনেওএসব জাতিরকোনোদীনেপ্রবেশকরনি?”
তখনজাফরইবনআবুতালিবতাকেবললেনঃহেবাদশাহমহোদায়!
আমরাজাহেলীজাতিছিলাম, মূর্তিপূজাকরতামওমৃতপ্রাণীখেতাম,
বিভিন্নঅশ্লীলতায়অংশনিতাম,
আত্মীয়তারসম্পর্কছিন্নওপ্রতিবেশীরসঙ্গেদুর্ব্যবহারকরতাম।আমাদেরশক্তিশালীরা দুর্বলদেরখেত।আমরাতারওপরইছিলাম,
অবশেষেআল্লাহআমাদেরকাছেআমাদেরথেকেএকজনরাসূলপ্রেরণকরলেন,
আমরাতারবংশ, সততা,
আমানতদারিওপবিত্রতাসম্পর্কেজানি।তিনিআমাদেরআল্লাহরদিকেআহ্বানকরলেন,
যেনআমরাতাঁকেইএকমাত্রমাবূদজানি,
তাঁরইইবাদতকরিএবংআমরাওআমাদেরবাপ-
দাদারাআল্লাহকেছাড়াযেসবপাথরওমূর্তিরইবাদতকরতামসেসবত্যাগকরি।তিনি আমাদেরকেসত্যকথা, আমানতআদায়,
আত্মীয়তারসম্পর্কস্থাপনওপ্রতিবেশীরসঙ্গেসুন্দরআচরণকরারনির্দেশদেনএবংহারা মওরক্তপাতথেকেনিষেধকরেন।তিনিআমাদেরকেঅশ্লীলতা, মিথ্যাকথা,
ইয়াতীমদেরমালভক্ষণওসতীনারীদেরঅপবাদদিতেনিষেধকরলেন।তিনিআমাদের কেএকআল্লাহরইইবাদতএবংতাঁরসঙ্গেকাউকেশরীকনাকরতেনির্দেশদিলেন।তিনি আমাদেরকেসালাত, যাকাতওসিয়ামেরনির্দেশদিলেন।বর্ণনাকারীবলেন,
তিনিইসলামেরবিষয়গুলোতারকাছেগুণে-
গুণেতুলেধরলেন।কাজেইআমরাতাকেবিশ্বাসকরলামএবংতারপ্রতিঈমানআনলাম এবংতিনিযানিয়েএসেছেনতাতেতারঅনুসরণকরলাম।ফলেআমরাএকআল্লাহরইই বাদতকরি,
তারসঙ্গেকাউকেশরীককরিনাএবংতিনিযাআমাদেরওপরহারামকরেছেনতাহারাম আরযাহালালকরেছেনতাহালালজানি।’ সামান্যপরিবর্তনসহআহমাদ : ১৭৪০,

আবুনুআইম -হিলয়াতুলআউলিয়া- ১/১১৫, সংক্ষেপিত।আপনিদেখছেনযে, ইসলাম-মানুষকেএকেবারেপবিত্রসত্ত্বাজানেনাএবংতাদেরকেতাদেরমর্যাদারওপরেতুলেনাএবংতাদেরকেরবওমাবূদবানায়না।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾.

“বল, ‘হেকিতাবীগণ, তোমরাএমনকথারদিকেআস, যেটিআমাদেরমধ্যেওতোমাদেরমধ্যেসমানযে, আমরাএকমাত্রআল্লাহছাড়াকারোইবাদাতনাকরি।আরতারসাথেকোনোকিছুকেশরীকনাকরিএবংআমাদেরকেউকাউকেআল্লাহছাড়ারবহিসাবেগ্রহণনাকরি’।তারপরযদিতারাবিমুখহয়তবেবল, ‘তোমরাসাক্ষীথাকযে, নিশ্চয়আমরামুসলিম।” [আলেইমরান : ৬৪] আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

وَ لَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾.

“অনুরূপভাবেফেরেশ্তাগণওনবীগণকেরবরূপগ্রহণকরতেতিনিতোমাদেরকেনির্দেশদেননা।তোমাদেরমুসলিমহওয়ারপরতিনিকিতোমাদেরকেকুফরীরনির্দেশদেবেন?” [আলুইমরান: ৮০] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ “তোমরাআমারবিষয়েবাড়াবাড়িকরোনা, যেমনটিখৃষ্টানরাইবনমারইয়্যামসম্পর্কেবাড়াবাড়িকরেছে।আমিকেবলবান্দা।তাইতোমরাবল, আল্লাহরবান্দাওতাররাসূল।” [সহীহুলবুখারী: ৩৪৪৫]

৪২-

আল্লাহতাআলাইসলামেতাওবারবিধানরেখেছেন, আরতাহচ্ছে:

মানুষেরতাররবেরপ্রতিনিবিষ্টহওয়াওপাপপরিহারকরা। বস্তুতইসলামকবূলতারপূর্বেকারসকলপাপনিঃশেষকরেদেয়, অনুরূপভাবেতাওবাওতারপূর্বেকারসকলপাপমুছেদেয়। কাজেইমানুষেরসামনেপাপস্বীকারকরারকোনোপ্রয়োজননেই।

আল্লাহইসলামেতাওবারবিধানরেখেছেন, আরতাহচ্ছেমানুষেরতাররবেরদিকেমনোনিবেশকরাওপাপপরিহারকরা।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾.

"হেমুমিনগণ! তোমরাসবাইআল্লাহরদিকেফিরেআস, যাতেতোমরাসফলকামহতেপার।" [আন-নুর : ৩১] আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَ يَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾.

"তারাকিজানেনাযে, নিশ্চয়আল্লাহতাঁরবান্দাদেরতাওবাহকবুলকরেনএবং 'সদকা' গ্রহণকরেন, আরনিশ্চয়আল্লাহতাওবাকবুলকারী, পরমদয়ালু?" [আত-তাওবাহ : ১০৪] আল্লাহতা'আলাআরোবলেনঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾.

"আরতিনিইতাঁরবান্দাদেরতাওবাকবুলকরেনওপাপসমূহমোচনকরেনএবংতোমরাযাকরতিনিতাজানেন।" [আশ-শুরা : ২৫]

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলেছেনঃ

“আল্লাহতা’আলাতারমু’মিনবান্দারতাওবারকারণেঐব্যক্তিরচেয়েওঅধিকআনন্দিতহন,
যেলোকছায়াপানিহীনআশঙ্কাপূর্ণবিজনমাঠেঘুমিয়েপড়েএবংতারসাথেথাকেখাদ্যপানীয়সহএকটিসওয়ারী।এরপরঘুমহতেসজাগহয়েদেখেযে,
সওয়ারীটিকোথায়অদৃশ্যহয়েগেছে।তারপরসেসেটিখুঁজতেখুঁজতেতৃষ্ণার্তহয়েপড়লএবংবলে, আমিআমারপূর্বেরজায়গায়গিয়েচিরনিদ্রায়আচ্ছন্নহয়েমারাযাব।
(একথাবলে) সেমৃত্যুরজন্যবাহুতেমাথারাখল।কিছুক্ষণপরজাগ্রতহয়েসেদেখল,
পানাহারসামগ্রীবহনকারীসওয়ারীটিতারকাছে।
(সওয়ারীএবংপানাহারসামগ্রীপেয়ে) লোকটিযেপরিমাণআনন্দিতহয়,
মু’মিনবান্দারতাওবারকারণেআল্লাহতারচেয়েওবেশিআনন্দিতহন।”
[সহীহমুসলিম: ২৭৪৪]

ইসলামতারপূর্বেরসকলপাপধ্বংসকরেদেয়আরতাওবাহতারপূর্বেরসকলপাপমূছেদেয়।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾.

“যারাকুফরীকরেতাদেরকেবলুন,
‘যদিতারাবিরতহয়তবেযাআগেহয়েগেছেআল্লাহতাক্ষমাকরবেন;
কিন্তুতারাযদিঅন্যায়েরপুনরাবৃত্তিকরেতবেপূর্ববর্তীদেররীতিতোগতহয়েছেই।”
[আল-আনফাল : ৩৮]

আল্লাহতাআলাখৃস্টানদেরতাওবারজন্যেআহ্বানকরেছেন।তিনিবলেনঃ

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾.

“তবেকিতারাআল্লাহরদিকেফিরেআসবেনাওতাঁরকাছেক্ষমাপ্রার্থনাকরবেনা?
আরআল্লাহক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।” [আল-মায়েদাহ : ৭৪]

আল্লাহসকলপাপীওঅপরাধীকেতাওবারপ্রতিউদ্বুদ্ধকরেছেন।তিনিবলেনঃ “বলুন, 'হেআমারবান্দাগণ!
তোমরাযারানিজেদেরপ্রতিঅবিচারকরেছআল্লাহরঅনুগ্রহহতেনিরাশহয়োনা;
নিশ্চয়আল্লাহসমস্তগোনাহক্ষমাকরেদেবেন।নিশ্চয়তিনিক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।” [আয-যুমার : ৫৩]
আমরইবনুলআসযখনইসলামগ্রহণকরারদৃঢ়ইচ্ছাকরলেনএবংআশঙ্কাকরলেনযে, ইসলামেরপূর্বেকৃততারপাপগুলোক্ষমাকরাহবেনা।তিনিতারএইঅবস্থানকেব্যাখ্যাকরেবলেনঃ
‘আল্লাহযখনআমারঅন্তরেইসলামপ্রবেশকরালেন,তিনিবলেনঃতখনআমিরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেরদরবারেউপস্থিতহলাম,যেনতিনিআমাকেবাই‘আতকরেনেন।ফলেতারহাতআমারদিকেবাড়িয়েদিলেন, তখনআমিবললাম, হেআল্লাহররাসূল,
আমারপূর্বেরপাপক্ষমানাকরাপর্যন্তআমিআপনারকাছেবাই‘আতগ্রহণকরবনা।তিনিবলেন, আমাকেরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবললেন, হে ‘আমর! তুমিকিজাননাযে, হিজরততারপূর্ববর্তীসকলপাপমিটিয়েদেয়।হে ‘আমর! তুমিকিজাননাযে, ইসলামতারপূর্ববর্তীসকলপাপমিটিয়েদেয়?’
অনুরূপহাদীসদীর্ঘভাবেবর্ণনাকরেছেনমুসলিম : (১২১), আহমাদ : (১৭৮২৭), হাদীসেরশব্দআহমাদথেকেগৃহীত।

৪৩-

ইসলামেমানুষওআল্লাহরমাঝেসম্পর্কহয়সরাসরি।অতএবতুমিএমনকারোমুখাপেক্ষীনও, যেতোমারওআল্লাহরমাঝেমধ্যস্থতাকারীহবে।বস্তুতইসলামআমাদেরনিষেধকরেমানুষকেমাবূদবা

নাতেঅথবাআল্লাহরজন্যনির্ধারিতকর্মসমূহেবা কোনইবাদতেতাঁরঅংশীদারবানাতে।

ইসলামেমানুষেরসামনেমানুষেরপাপস্বীকারকরারকোনোপ্রয়োজননেই।ইসলামে মানুষেরমাঝেওআল্লাহরমাঝেসম্পর্কহয়সরাসরি।অতএবতুমিতোমারওআল্লাহরমা ঝেমধ্যস্থতারজন্যেকারোমুখাপেক্ষীনও।যেমন (৩৬) নংঅনুচ্ছেদেগতহয়েছেযে, আল্লাহতাআলাসকলমানুষকেতাওবাওতারদিকেনিবিষ্টহতেআহ্বানকরেছেন।একি ভাবেতিনিতারমাঝেওতারবান্দাদেরমাঝেনবীগণওফেরেশ্তাজগণকেমধ্যস্থতাকারীবা নাতেনিষেধকরেছেন।তিনিবলেনঃ

وَ لَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۗ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿٨٠﴾.

“আরতিনিফেরেশ্তাগণওনবীগণকেরবরূপগ্রহণকরতেতোমাদেরকেনির্দেশদেননা। তোমাদেরমুসলিমহওয়ারপরতিনিকিতোমাদেরকেকুফরীরনির্দেশদেবেন?” [আলুইমরান : ৮০] তুমিদেখলেযে, ইসলামআমাদেরকেনিষেধকরেমানুষকেমাবূদবানাতেঅথবাআল্লাহরজন্যনির্ধারিত কর্মসমূহেঅথবাতাঁরইবাদতেঅন্যকেঅংশীবানাতে।আল্লাহতা‘আলাখৃস্টানদেরস ম্পর্কেবলেনঃ

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَ رُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَ ٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَ مَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهًا وَٰحِدًاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿٣١﴾.

“তারাআল্লাহকেছেড়েতাদেরপন্ডিতওসংসার-বিরাগীদেররবহিসেবেগ্রহণকরেছেএবংমারইয়ামপুত্রমাসীহকেও।অথচতারাএকমা বূদেরইবাদতকরারজন্যইআদিষ্টহয়েছে, তিনিছাড়াকোনো (হক) মাবূদনেই।তারাযেশরীককরেতিনিতাথেকেপবিত্র।” [তাওবাহ : ৩১] আল্লাহকাফিরদেরপ্রতিবাদকরেছেনযে,

তারাতাদেরমাঝেওআল্লাহরমাঝেমধ্যস্থতাকারীনির্ধারণকরে।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾.

"জেনেরাখুন, অবিমিশ্রআনুগত্যআল্লাহরইপ্রাপ্য।আরযারাআল্লাহরপরিবর্তেঅন্যদেরকেঅভিভাবকরূপেগ্রহণকরেতারাবলে, 'আমরাতোএদেরইবাদতএজন্যেকরিযে, এরাআমাদেরকেপরিপূর্ণভাবেআল্লাহরসান্নিধ্যেএনেদেবে।' তারাযেবিষয়েনিজেদেরমধ্যেমতভেদকরছেনিশ্চয়আল্লাহতাদেরমধ্যেসেব্যাপারেফয়সালাকরেদেবেন।যেমিথ্যাবাদীওকাফির, নিশ্চয়আল্লাহতাকেহিদায়াতদেননা।" [আয-যুমার : ৩] আল্লাহআরোস্পষ্টকরেছেনযে, -জাহিলীযুগের-মূর্তিপূঁজকরাতাদেরমাঝেওআল্লাহরমাঝেঅংশীনির্ধারণকরতএবংবলত : তারাতাদেরকেআল্লাহরনৈকট্যেপৌঁছেদিবে।আল্লাহযখনমানুষকেনিষেধকরেছেনতাঁরওতাঁরবান্দাদেরমাঝেনবীগণবাফেরেস্তাদেরকেমধ্যস্থতাকারীগ্রহণকরতে,তখনঅন্যদেরকেমধ্যস্থতাকারীগ্রহণকরাআরওবেশীনিষেধ।কিভাবেহয়যেখানেনবীগণওরাসূলগণআলাইহিমুসসালাসআল্লাহরনৈকট্যলাভেপ্রতিযোগিতাকরেন, আল্লাহতায়ালানবীগণওরাসূলগণআলাইহিমুসসালামএরঅবস্থাসম্পর্কেখবরদিয়েবলেন:

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا ۖ وَ كَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾.

"নিশ্চয়তারাসৎকাজেপ্রতিযোগিতাকরত।আরআমাকেআশাওভীতিসহকারেডাকত।আরতারাছিলআমারনিকটবিনয়ী।" [আল-আম্বিয়া : ৯০]

আল্লাহতা‘আলাআরোবলেনঃ

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَ يَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴿٥٧﴾.

“তারাযাদেরকেডাকেতারাইতোতাদেররবেরনৈকট্যলাভেরউপায়সন্ধানকরেযে, তাদেরমধ্যেকেকতনিকটতরহতেপারে, আরতারাতাঁরদয়াপ্রত্যাশাকরেএবংতাঁরশাস্তিকেভয়করে।নিশ্চয়আপনাররবেরশাস্তিভয়াবহ।” [আল-ইসরা : ৫৭] অর্থাৎতোমরাআল্লাহছাড়া - নবীগণওনেককারলোকদেরথেকে- যাদেরকেআহ্বানকরতারানিজেরাইআল্লাহরনৈকট্যহাসিলকরেএবংতাঁররহমতআশা করেওতাঁরশাস্তিকেভয়করে।কাজেইতাদেরকেআল্লাহছাড়াকিভাবেআহ্বানকরাযেতে পারে!

৪৪- এইকিতাবেরশেষেআমরাস্মরণকরছিযে, মানুষেরাতাদেরযুগ, জাতিওদেশেরভিত্তিতে, বরংপুরোমানবসমাজনিজনিজচিন্তাতেওস্বার্থেএ কেকরকমএবংপরিবেশওকর্মেএকেঅপরেরবিপ রীত। কাজেইতাদেরএমনএকজনপথপ্রদর্শকেরপ্র য়োজন,

যেতাদেরকেপথদেখাবেএবংএমনএকনীতি- আদর্শেরমুখাপেক্ষীযাতাদেরসবাইকেএককরবেএ বংএমনএকশাসকেরমুখাপেক্ষীযাতাদেরসবাইকে সুরক্ষাদিবে। বস্তুতসম্মানীতরাসূলগণ - তাদেরওপরদরুদওসালামবর্ষিতহোক- আল্লাহরওহীরদ্বারাএসবদায়িত্বআঞ্জামদেন। তারা মানুষদেরকেকল্যাণওসৎ-কর্মেরপথদেখান, আল্লাহরশরীয়তেসবাইকেজমায়েতকরেনএবংতা দেরমাঝেসঠিকভাবেফয়সালাকরেন। ফলেতারাএ সবরাসূলদেরডাকেযতটুকুসাড়াদেয়ওআল্লাহররি সালাতেরযুগেরযতটুকুনিকটবর্তীথাকে,

তারঅনুপাতেতাদেরকর্মগুলোসঠিকওসুচারুরূপে পরিচালিতহয়। আরআল্লাহতাআলারাসূলমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামেররিসালাতদ্বারাসকলরিসালাতেরসমাপ্তিঘটিয়েছেনএবংতারজন্যে স্থায়ীত্বঅবধারিতকরেছেনএবংতাকেমানুষেরজন্যেহিদায়েত, রহমত, নূরওআল্লাহপর্যন্তপৌঁছানোরপথবানিয়েছেন।

এইকিতাবেরশেষেআমরাস্মরণকরছিযে, মানুষেরাতাদেরযুগ, জাতিওদেশেরভিন্নতারকারণে, বরংপুরোমানবসমাজইনিজনিজচিন্তাতেওস্বার্থেএকেকরকমএবংপরিবেশওকর্মেএকেঅপরেরবিপরীত।কাজেইতারাএমনএকজনপথপ্রদর্শকেরপ্রয়োজন, যেতাদেরকেদিকনির্দেশনাদিবেএবংএমনএকনীতি-আদর্শেরমুখাপেক্ষীযাতাদেরএককরবেএবংএমনএকশাসকেরমুখাপেক্ষীযেতাদেরকেসুরক্ষাদিবে।বস্তুতসম্মানীতরাসূলগণ -তাদেরওপরদরুদওসালামবর্ষিতহোক- আল্লাহরওহীরদ্বারাএসবদায়িত্বআঞ্জামদিতেন।তারামানুষদেরকেকল্যাণওসঠিকপথেরদিশাদেন, আল্লাহরশরীয়তেসবাইকেএকত্রিতকরেনএবংতাদেরমাঝেসত্যেরদ্বারাফয়সালাকরেন।ফলেতারাযতটুকুএসবরাসূলেরডাকেসাড়াদেয়এবংতাদেরযুগযতটুকুআল্লাহররিসালাতেরনিকটবর্তী, তারঅনুপাতেতাদেরকর্মগুলোসঠিকওসুচারুরূপেপরিচালিতহয়।আরযখনগোমরাহীবেড়েগেল, মূর্খতাব্যাপকআকারধারনকরলএবংমূর্তিপূঁজাশুরুহল,

তখনআল্লাহহিদায়েতওসত্যদীনসহস্বীয়নবীমুহাম্মাদসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম কেপ্রেরণকরলেন, যেনতিনিমানুষদেরকেকুফর, মূর্খতাওমূর্তিপূঁজারঅন্ধকারথেকেঈমানওহিদায়েতেরদিকেবেরকরেনিয়েআসেন।

৪৫- কাজেইহেমানব, আমিতোমাকেআহ্বানকরছিযে, তুমিঅভ্যাসওঅনুকরণমুক্তহয়েআল্লাহরজন্যেদণ্ডায়মানহও। আরজেনেরাখযে, তুমিমৃত্যুরপরঅবশ্যইতোমাররবেরকাছেফিরেযাবে। তুমিতোমারনিজেরনফসেওতোমারপাশেরদিগন্তেদৃষ্টিদিয়েদেখ, অতঃপরইসলামগ্রহণকর, তাহলেইতুমিতোমারদুনিয়াওআখিরাতেসফলহবে। আরযদিতুমিইসলামেপ্রবেশকরতেচাও, তাহলেতুমিএতটুকুসাক্ষ্যদাওযে, আল্লাহছাড়াসত্যকোনোইলাহনেইএবংমুহাম্মাদআল্লাহররাসূল। আরআল্লাহছাড়াযাদেরইবাদতকরাহয়তাদেরথেকেছিন্নতাঘোষণাকর। বিশ্বাসকরযে, যারাকবরেরয়েছেআল্লাহতাদেরসবাইকেওঠাবেন। হিসাবওপ্রতিদানসত্য। যখনতুমিএইসাক্ষ্যদিলে, তখনতুমিমুসলিমহয়েগেলে। অতএবতারপরতো

মারদায়িত্বহচ্ছে, আল্লাহযেসবইবাদতঅনুমোদনকরেছেন, যেমনসালাত, যাকাত, সিয়ামওসামর্থ্যেরভিত্তিতেহজ, তারমাধ্যমেআল্লাহরইবাদতআঞ্জামদাও।

কাজেইহেমানুষ, আমিতোমাকেআহ্বানকরছিযে, তুমিঅভ্যাসওঅনুকরণমুক্তহয়েআল্লাহরজন্যেসত্যিকারভাবেদণ্ডায়মানহও, যেভাবেদাড়াতেআল্লাহতারবাণীতেতোমাকেআহ্বানকরেছেন:

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴿٤٦﴾.

"বলুন, আমিতোতোমাদেরকেএকটিবিষয়েউপদেশদিচ্ছি, তোমরাআল্লাহরউদ্দেশ্যেদুজনঅথবাএকএকজনকরেদাঁড়িয়েযাও, অতঃপরচিন্তাকরেদেখ, তোমাদেরসাথীরমধ্যেকোনোপাগলামীনেই।সেতোআসন্নকঠোরআযাবসম্পর্কেতোমাদেরএকজনসতর্ককারীবৈকিছুনয়।" [সাবা : ৪৬] আরবিশ্বাসকরযে, মৃত্যুরপরঅবশ্যইতুমিতোমাররবেরনিকটফিরেযাবে।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

وَ أَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَ أَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَ أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

আরএইযে, মানুষতাইপায়যাসেচেষ্টাকরে, (৩৯) আরএইযে, তারপ্রচেষ্টারফলশিঘ্রইদেখাযাবে (৪০) তারপরতাকেদেয়াহবেপূর্ণপ্রতিদান (৪১) আরএইযে, সবারশেষগন্তব্যতোআপনাররবেরকাছে। (৪২)" [আন-নাজম : ৩৯-৪২] আরতুমিতোমারনফসেওতোমারপাশেরদিগন্তেদৃষ্টদাও।আল্লাহতা'আলাবলেনঃ

أَوَلَمْ يَنظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ وَ أَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

“তারাকিদৃষ্টিপাতকরেনিআসমানসমূহওযমীনেররাজত্বেএবংআল্লাহযাকিছুসৃষ্টি করেছেনতারপ্রতি? আর(এরপ্রতিযে)হয়তোতাদেরনির্দিষ্টসময়নিকটেএসেগিয়েছে? সুতরাংতারাএকুরআনেরপরআরকোনকিতাবেরপ্রতিঈমানআনবে “ [আল-আরাফ : ১৮৫]

অতএবআপনিইসলামগ্রহণকরুন,তবেইআপনিআনারদুনিয়াআখিরাতেসৌভাগ্যবানহবেন।আরযদিতুমিইসলামেপ্রবেশকরারইচ্ছাকর, তাহলেতোমারআল্লাহছাড়াসত্যকোনোমাবূদনেইএবংমুহাম্মাদআল্লাহররাসূলসাক্ষ্য দেয়াছাড়াআরকিছুইকরতেহবেনা।রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামযখনমুয়ায কেইসলামেরদিকেআহ্বানকারীরূপেইয়ামানেপ্রেরণকরেনতখনতাকেবলেনঃ

“তুমিকিতাবিদেরএকটিজাতিরনিকটযাচ্ছ।কাজেইতাদেরকে ’আল্লাহতাআলাছাড়াসত্যকোনোমা'বূদনেইএবংআমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহররাসূল’ সাক্ষ্যেরদিকেআহ্বানকর।যদিতারাএটামেনেনেয়, তাদেরকেজানিয়েদাওযে, অবশ্যইতাদেরউপরআল্লাহতাআ’লাপ্রতিদিনওরাতেপাঁচওয়াক্তসালাতফরযকরেছেন।যদিতারাএটামেনেনেয়, তাদেরকেজানিয়েদাওযে, তাদেরধন-দৌলতেআল্লাহতা'আলাযাকাতফরযকরেদিয়েছেন, যাতাদেরধনীদেরথেকেগ্রহণকরাহবেআরতাদেরগরীবদেরমাঝেবণ্টনকরাহবে।তারাযদিএটিমেনেনেয়তাহলেসাবধান! তাদেরউত্তমমাল (যাকাতহিসাবে) নেয়াহতেবিরতথাকবে।” [সহীহমুসলিম : ১৯]

আরআল্লাহছাড়াযারইইবাদতকরাহয়তুমিতাদেরথেকেমুক্তহও।আরআল্লাহছাড়াযাদেরইবাদতকরাহয়সেসবথেকেমুক্তহওয়াইইবরাহিমআলাইহিসসালামেরধর্মহানিফিয়্যাহ।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَ ٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَ ٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ

وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾

“অবশ্যইতোমাদেরজন্যইবরাহীমওতারসাথেযারাছিলতাদেরমধ্যেরয়েছেউত্তম আদর্শ।যখনতারাতাদেরসম্প্রদায়কেবলেছিল, ‘তোমাদেরহতেএবংতোমরাআল্লাহরপরিবর্তেযার ‘ইবাদাতকরতাহতেআমরাসম্পর্কমুক্ত।আমরাতোমাদেরকেঅস্বীকারকরি।তোমাদেরওআমাদেরমধ্যেসৃষ্টিহলশক্রতাওবিদ্বেষচিরকালেরজন্য; যতক্ষণনাতোমরাএকআল্লাহেতঈমানআন।” [আল-মুমতাহিনাহ: ৪]

আরঈমানআনযে, কবরেযেইরয়েছেআল্লাহতাকেওঠাবেন।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٧﴾

“এটিএজন্যযে, আল্লাহইসত্যএবংতিনিইমৃতকেজীবনদানকরেনএবংতিনিইসবকিছুরউপরক্ষমতাবান। (৬) এবংএকারণেযে, কেয়ামতআসবেই, এতেকোনোসন্দেহনেইএবংযারাকবরেআছেতাদেরকেনিশ্চয়আল্লাহপুনরুত্থিতকরবেন। (৭)” [আল-হাজ্ব : ৬-৭] আরহিসাবওপ্রতিদানসত্য।আল্লাহতা‘আলাবলেনঃ

وَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“আরআল্লাহ্আসমানসমূহওযমীনকেসৃষ্টিকরেছেনযথাযথভাবেএবংযাতেপ্রত্যেকব্যক্তিকেতারকাজঅনুযায়ীফলদেয়াযেতেপারে।আরতাদেরপ্রতিযুলুমকরাহবেনা।” [আল-জাসিয়াহ : ২২]

যখনতুমিএইসাক্ষ্যপ্রদানকরলেতখনতুমিমুসলিমহলে।কাজেইতারপরথেকেতোমারওপরওয়াজিবহচ্ছেআল্লাহযেসালাত, যাকাত, সিয়ামওসামর্থ্যেরভিত্তিতেহজ্জপ্রভৃতিফরযকরেছেনতারদ্বারাআল্লাহরইবাদাতআঞ্জামদেয়া।

মূলকপিলিপিরতারিখ১৯-১১-১৪৪১হি.

গ্রন্থকারডক্টরমুহাম্মাদইবনেআব্দুল্লাহসুহাইম।

আকিদারঅধ্যাপক, ইসলামিকস্টাডিজবিভাগ (প্রাক্তন)

শিক্ষাঅনুষদ, কিংসঊদবিশ্ববিদ্যালয়।

রিয়াদ, সৌদিআরব

সারসংক্ষেপ

نبذة موجزة عن الإسلام (نسخة مشتملة على الأدلة)

ننشر الإسلام بأكثر من 100 لغة